

সংখ্যা ১০-১২

সংখ্যা ১০-১২

সু র ভা র তী

P 36146

২য় বর্ষ]

ভাদ্র—কার্তিক, ১৩৪৫

[১০-১২ সংখ্যা]

মাতুল

2

অতি প্রাচীন কাল হইতে সংস্কৃত ভাষায় মাতুলশব্দ প্রচলিত। শব্দটি অতি মধুর, কারণ মামার বাড়ীতে লোকে যত আদ্য করিতে পারে, এমন আর কোথাও পাবে না। এককালে কোলীজ্ঞাপ্রবিত বঙ্গদেশে সৰ্ব্বদে এই কথা বিশেষভাবে খাটিত। অর্থাৎ একবার এক মাতালের নিকট গিয়াছিলাম, মাতালদের ভাষায় মাতুলশব্দ শব্দের অর্থ শোভিকালয়।

আর মাতুলশব্দ গুলিই রাগারগের, কালনেমি, মহাভারতের শকুনি ও ভাগবতের কংসের * কথা মনে পড়ে, ফলে শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের কথা মনে পড়ে, ফলে অতি সহজেই মোকলাভ ঘটয়া থাকে। এই জন্যই পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ বলিয়াছেন—

সন্তোষাঙ্গীতি বহবঃ পক্ষিণো রম্যরূপা-

* স্তোবাং সন্তোষাঙ্গীতি সহভী বামনা চাতকেষু।

বৈরাগ্যৈকরূপ নিঃসং নীরদং আরয়ন্তি-

শিক্তারুঢং ভবতি কিমপি ব্রহ্ম কৃষ্ণাভিধানম্ ॥

* এই তিন মহাপুরুষের ন্যায় সন্তোষাই কেহ “সর্বনাশায় মাতুলঃ” এই প্রবচন প্রবর্তিত করিয়া থাকিবেন।

অর্থাৎ, জগতে সুন্দর-সুন্দর অনেক পক্ষী আছে, তন্মধ্যে চাতকই আমার সান্তিশ্বর প্রিয়। ইহারা সতত উর্দ্ধদিকে দৃষ্টি করিয়া নিজ মিত্র মেঘকে স্বরণ করাইয়া দেয়, ফলে নবজলধর-শ্যামল শ্রীকৃষ্ণরূপী পরব্রহ্ম মানসপটে উদ্ভিত হন।

এমন মধুময় মস্ততাময় মোক্ষপ্রদ মাতুল শব্দের আলোচনা আশা করি সকলেরই প্রীতিকর হইবে। বৈয়াকরণ ও মীমাংসকগণ স্বভাবতঃ বড় বেরসিক হন। তাই বোদ্ধাভ্যাসজড় মহর্ষি পাণিনি মাতুল শব্দকে নিপাতনে সিদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার অষ্টাধ্যায়ীর একটি সূত্র—

পিতৃব্য-মাতুল-মাতামহ-পিতামহাঃ (৬২।৩৩) । *

অর্থাৎ পিতৃব্য, মাতুল, মাতামহ, পিতামহ—এই চারিটা শব্দ নিপাতনে সিদ্ধ হয়। কোন্ স্থানে কি ভাবে কি জন্য নিপাত হয়, পতনের বেগ কতটুকু, সে বিষয়ে মহর্ষি উচ্চ বাচ্য করিলেন না। বার্তিককার কাত্যায়ন কিন্তু চুপ করিয়া থাকিবার পাত্র নহেন। তিনি দেখিলেন, এরূপ শুভ সুযোগ মানুষের কপালে বড় একটা জোটে না, তাই তিনি “শিষ্যবিজ্ঞাপটয়সী” এই মহাবাক্য সপ্রমাণ করিবার জন্য বার্তিক করিলেন—

পিতৃমাতৃভ্যাং ভ্রাতরি ব্যাডলচে।

মাতৃপিতৃভ্যাং পিতরি ভামহচ।

অর্থাৎ ভ্রাতা অর্থে পিতৃশব্দের উত্তর ব্যাং ও মাতৃশব্দের উত্তর ভামহচ প্রত্যয় হয়। ভামহচ শব্দটা বেশ গালভরা শব্দ, তিক্ত রোমব্রহ্মশব্দের মত। কিন্তু ইহার আলোচনা পরে হইবে। দ্বিতীয় পুরুষের আলোচনা না করিয়া তৃতীয় পুরুষের আলোচনা করিলে যে hysteron proteron নোষ হইবে।

মহর্ষি কাত্যায়নের এই ভুলট প্রত্যয় দেখিয়া মৌলবী সাহেবের ডিরা ডালিক ও ডোন্ডা প্রত্যয়ের কথা মনে পড়ে। “কথাটা বলি।” এক মুসলমান “মুন্সী” বহু বর্ষ ধরিয়া আরবী ও ফারসী ভাষা অধ্যয়ন করিয়া ঐ দুই ভাষায় সবিশেষ ব্যুৎপন্ন হইয়া উঠেন। তিনি আরবী ও পারস্যীক শব্দসংগ্ৰহ মন্বন করিয়াছিলেন, কিন্তু মানুষের ভাগ্যে অবিস্মিত স্বত্ব ত প্রায় ঘটে না, গুণের সামগ্রাও প্রায়ই দৃষ্টগোচর হয় না, তাই মৌলবী সাহেব শব্দশাস্ত্রে “নুখদর্পণ” হইয়াও মিরান, মালিক ও মোরান

* পাঠক লক্ষ্য করিবেন, মহর্ষি পাণিনি প্রথমে পিতৃব্যশব্দের উল্লেখ কবাব মাতুল পাছে দ্বন্দ্ব হয় এই ভাবিয়া প্রথমে মাতামহের নাম নির্দেশ করিয়া পবে পিতামহের নাম করিয়াছেন।

এই তিনটি শব্দের নির্দ্বন্দ্বিতা স্থির করিতে পারিলেন না। দেশ বিদেশের কত উল্লেখ্য শরণাপন্ন হইলেন, কত গভীর গবেষণা করিলেন, কত বিনিয়োগ করিলেন, কিন্তু মিয়া মালিক মোল্লা কিছুতেই তাঁহার কাছে ধরা দিলেন না। অনাহারে অনিদ্রায় শরীর কঙ্কালসার হইল, চোখের কোণে কালি পড়িল, অথচ যে তিনিমি্রে সেই তিনিরেই পড়িয়া রহিলেন। একদিন পশ্চিমধ্যে মোলবী সাহেবের এক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সহিত আলাপ হইল। পণ্ডিত মহাশয় তাঁহার অস্বাভাবিক অবস্থা দর্শন করিয়া কারণ বিজ্ঞাসা করিলেন। মোলবী সাহেব communalism বায়ুগ্রস্ত ছিলেন না, সুতরাং তিনি অকপটে নিজের অবস্থা নিবেদন করিলেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সকল বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া হাসিয়া বলিলেন, এই ব্যাপার! এর জন্ত আপনার এত ভাবনা! আমি ঠিক ব্যবস্থা করিয়া দিতেছি। আমাদের উর্গাদিসূত্র নাই এমন জিনিষ নাই, গোক হরাইলে গোক খুঁজিয়া পাওয়া যায়। আপনি কাল সকালে আসিবেন, আমার নিকট একটু উর্গাদিসূত্র পড়িবেন। কয়েক দিন পাঠ করিলেই আপনার সকল সন্দেহের নিরসন হইবে, সকল সমস্যার সমাধান হইবে। মোলবী সাহেব ব্রাহ্মণ পণ্ডিতটির অমারিক ব্যবহারে পরম প্রীতিলাভ করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাঁহার এই আশ্বাসবাণী শ্রবণ করিয়া হৃদয়ে বল পাইলেন। পরদিন সকাল হইতে না হইতেই তিনি পণ্ডিতের গৃহে আসিয়া উপস্থিত। পণ্ডিত মহাশয় যথা-সম্ভব শীঘ্র প্রাতঃকৃত্য সম্পন্ন করিয়া, মোলবী সাহেবকে মহর্ষি শাকটায়ন প্রণীত উর্গাদিসূত্র পড়াইতে লাগিলেন। আট দশটি সূত্র পড়িবার পরই মোলবী সাহেব লাক্ষাইয়া উঠিলেন, বলিলেন—

উর্গাদিসে সাধকে লিয়া মিয়া মালিক মোল্লা।

মাধাতুসে প্রত্যয় কিয়া ডিয়া ডালিক ডোল্লা।

অর্থাৎ উর্গাদি প্রত্যয়ের সাহায্যে মিয়া মালিক ও মোল্লা এই তিনটি পদসাধন করিয়া ফেলিয়াছি। মাধাতুর উত্তর ডিয়া প্রত্যয় করিয়া মিয়া, ডালিক প্রত্যয় করিয়া মালিক ও ডোল্লা প্রত্যয় করিয়া মোল্লা পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে।

তাই বলিতেছিলাম, মহর্ষির ডুলচ প্রত্যয় মোলবী সাহেবের ডিয়া ডালিক ও ডোল্লা প্রত্যয়কে স্মরণ করাইয়া দেয়।

যাক, মহর্ষি ও মোলবীর কথা ছাড়িয়া এক্ষণে “স্কলার”দের কথা বলা যাউক। শ্রাবণিনিকে পিতামহাস্ত করা চলিতে পারে, কাতায়নকে করুণে পুরিতে পারা যায়,

পতঞ্জলিকে নরকে প্রেরণ করা যাইতে পারে, কিন্তু আজকালকার বৈয়াকরণ-শিক্ষা-মণি ছইটনীর কথা শিরোভাষ্য করিতেই হইবে। সেই Whitney সাহেব মাতুলকে বাতুলের সহিত এক স্বত্রে গাঁথিয়াছেন, তবে তাঁহাকে পাণিনির পদ্যাক্ষর অনুসরণ করিয়া বলিতে হইয়াছে “matula—maternal uncle is a somewhat irregular formation from mata—mother” অর্থাৎ মাতৃশব্দ হইতে মাতুল-শব্দ আসিয়াছে বটে, কিন্তু উহা নিপাতনে সিদ্ধ। তবে লপ্রত্যয়ের প্রকরণে মাতুলশব্দটা পঠিত হওয়ায় বুঝা যাইতেছে Whitneyর মতেও প্রত্যয়টা ‘ল’।

আমি কিন্তু পরম পরিতৃপ্তির সহিত, প্রগাঢ় প্রহর্ষের সহিত ও অপরিমিত আশ্ব-প্রসাদের সহিত স্বীকার করিতেছি যে Whitneyর এ মত আমি শিরোভাষ্য করিতে পারি না। ইহাতে “স্কলার”রা আমাকে অপাণ্ডিত্যে করেন, সেও স্বীকার, বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত ও ভাষাতত্ত্ববিভাগের অধ্যক্ষ ও অধ্যাপকগণ আমাকে মূৰ্খ মনে করেন সেও স্বীকার, এমন কি এই ভীষণ দুর্দিনে আমার চাকরী বাওয়ার ফলে গৃহিণীর নথানাড়া ও বায়ুভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করিতে হয়, সেও স্বীকার। আমার মতে, যেমন দ্বিমাতৃ শব্দের উত্তর অণ-প্রত্যয় করিয়া বৈমাতুর হয়, ত্রিমাতৃ হইতে ত্রৈমাতুর হয়, ষণ্মাতৃ হইতে ষাণ্মাতুর হয় (পাণিনির স্বত্র—মাতুরুং সংখ্যা-সংভ্রূপূর্বায়াঃ ৪।১।১১৫) সেইরূপ শুধু মাতৃশব্দের উত্তর অণ-করিয়া মাতুর হইল, ঐ ‘মাতুর’ আবার “রলয়োরভেদঃ” এই বচন বলে ‘মাতুল’ আকার ধারণ করিল। গ্রীক metros ও ডোরিক matros আমার যুক্তির অমূল্য। গ্রীক ভাষায় পর্যালোচনা করিলে বুঝা যায়, সংস্কৃতে মাতৃব্য শব্দ না থাকিলেও গ্রীকে তাহার অমূল্য শব্দ আছে।

সুতরাং স্পষ্টই বুঝা গেল, মাতুলশব্দের সহিত বাতুলের কোন সম্বন্ধ নাই, ডাক্তার ডোকলারও কোন সম্পর্ক নাই। মাতার ভ্রাতা মাতুল তাই মাতৃশব্দের উত্তর “তস্তেদম্” এই স্বত্রানুসারে অণ-করিয়া মাতুল হইয়াছে। এখন “বিদ্যা-প্রমাণম্।”

শ্রীক্ষিতীশ-চন্দ্র শর্মা।

মেঘদূতম্

(৫)

প্রত্যাসন্নো নভসি দয়িতাজীবিতালম্বনার্থী
জীমুতেন স্বকুশলময়ীং হারয়িষ্যন্ প্রবুত্তিম্ ।
স প্রত্যাগ্রৈঃ কুটজকুসুমৈঃ কলিতার্থায় তস্মৈ
প্রীতঃ প্রীতিপ্রমুখবচনং স্বাগতং ব্যাজহার ॥৪॥

খণ্ডায় । স তস্মৈ স্বাগতং ব্যাজহার । কিন্তুতং স্বাগতম্ ? প্রীতিপ্রমুখ-
বচনম্ । কীদৃশঃ সঃ ? (১) দয়িতাজীবিতালম্বনার্থী [অতএব] জীমুতেন
স্বকুশলময়ীং প্রবুত্তিঃ হারয়িষ্যন্ । কীদৃশায় তস্মৈ ? প্রত্যাগ্রৈঃ কুটজকুসুমৈঃ
কলিতার্থায় । কদা ? নভসি প্রত্যাসন্নো [সতি] ।

দণ্ডায় । নভসি (শ্রাবণ মাস) প্রত্যাসন্নো (নিকটবর্তী হইলে) দয়িতা-
জীবিতালম্বনার্থী (দয়িতার অর্থাৎ প্রিয়ার জীবিতালম্বন অর্থাৎ প্রাণধারণের
প্রার্থী) জীমুতেন (মেঘের দ্বারা) স্বকুশলময়ীং (নিজমঙ্গলজ্ঞাপক) প্রবুত্তিঃ
(সংবাদ) হারয়িষ্যন্ (প্রেরণ করিতে ইচ্ছুক) সঃ (সেই ধ্যানপরায়ণ যক্ষ)
প্রত্যাগ্রৈঃ (সমুদ্রঃ প্রস্ফুটিত) কুটজকুসুমৈঃ (কুড়চি ফুলের দ্বারা) কলিতার্থায়
(কলিত অর্থাৎ বিরচিত হইয়াছে অর্থ যাহার এমন) তস্মৈ (সেই যক্ষকে) প্রীতঃ
সন্ (প্রীত হইয়া) প্রীতিপ্রমুখবচনং (প্রণয়সরসবাক্য দ্বারা) স্বাগতং (আসিতে
আজ্ঞা হউক, খবর সব ভাল ত ইত্যাদি) ব্যাজহার (বলিয়াছিল) ।

ব্যাখ্যা । আকাশে মেঘ দেখা দিয়াছে, শ্রাবণ মাস এলো বলে, আমি পুরুষ
আমার কঠিন প্রাণ, কিন্তু আমার বিহনে সেই কুসুম-কোমলা অবলা বালা
কিরূপে প্রাণ ধারণ করিবে, একে বিরহের বিষম জ্বালা তাহার উপর আবার
কদম্ব কেশকী কুটজ অর্জুন প্রভৃতি ফুল নিয়ে মেঘের উপদ্রব । নিশ্চয়ই তাহার
রূপে মুচ্ছা কণে প্রবোধের অবস্থা । সে নিশ্চয়ই ভাবিতেছে, “এই মেঘ দর্শনে
কি আর আমার জীবিতের জীবিত আছেন ? তাঁহার মুখের প্রাণে কি এত কষ্ট

সহ হয় ? কোন্ কালে তাঁহার প্রাণ বাহিব হইয়া গিয়াছে। তাহা যদি হইয়া থাকে তাহা হইলে আমারই বা বাঁচিয়া লাভ কি ? সতীর ত পতি ভিন্ন আর গতি নাই। আমিও এবার স্বামীর পথের অনুসরণ করি।” এই চিন্তার পর কি আর সে মুহূর্তমাত্র জীবন ধারণ করিতে পারিবে ? সুতরাং আর দেরী করিলে চলিবে না, একবার প্রাণবায়ু বহির্গত হইলে কিছুতেই আর তাহাকে আনা যাইবে না, এখনই কোন ব্যবস্থা করিতে হইবে। এখন তাহার মনে আশার ক্ষীণ রেখাটা পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়াছে—

Hope never comes that comes to all but torture without end.

সেই ক্ষণেই ত আমার ভয়। এখন তাহাকে বাঁচাইবাব একমাত্র উপায় তাহাকে জানান আমি বাঁচিয়া আছি, আব কয়েক মাস পরেই আমাদের মিলন হইবে। এই আশার বাণী তাহাকে নববলে বলবতী করিবে, তাহার সকল সন্তাপ সহনীয় করিয়া রাখিবে, তাহাকে প্রাণপণে জীবন ধারণ করিতে উৎসুক করিবে।

“আশাবন্ধঃ কুহুমসদৃশঃ প্রায়শো স্বপ্নানাং

সদ্যঃ পাত্তি প্রণয়িন্দ্রিয়ং বিপ্রয়োগে কশ্চুদ্ভি।”

প্রেমিকার প্রাণ কুহুম সমান সদ্যঃ ঝরিতে চার।

বিরহে প্রায়শঃ আশাব বাধন বাধিয়া রাখিবেগো ভায় ॥

সুতরাং যেমন করিয়াই হউক অবিলম্বে তাহার নিকট আমার কুশল সংবাদ প্রেরণ করিতে হইবে। এই ভাবিয়া সম্মুখে আর কাহাকেও না পাইয়া সে মেঘকে প্রিয়র নিকট দূত করিয়া পাঠাইবে স্থির করিল। মেঘের সর্বত্র অব্যবহিত দ্বাব, আকাশপথে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই, মেঘ সেখানে উপস্থিত হইয়া বক্ষপত্নীর নিকট বক্ষের সংবাদ দিতে পারিবে। যে মেঘকে সে প্রাণনাশক বলিয়া ভয় করিতেছে সেই মেঘই তাহা পক্ষে সঞ্জীবনী স্বধার কার্য করিবে।

* গাখাসপ্তশতীতেও আছে—

বিবৃথাগলোঃ সহিষ্ণুই আসাবন্ধেন বরুহজ্জপদ ॥

কিন্তু মেঘকে ত' প্রথমেই এ কথা বলা চলে না। যদি সে যক্ষের কাতর প্রার্থনা পূরণ করিতে সম্মত না হয়, তাহা হইলে যে আর কোন উপায় থাকিবে না। এইজন্য তাহাকে প্রথমে পাশ্চ অর্ঘ্য প্রভৃতির দ্বারা অভ্যর্থনা করিতে হইবে তাহার পর স্বাগত সম্ভাষণ করিয়া একটু স্তব স্তুতি দ্বারা তাহাকে সমুৎকুল করিয়া তবে তাহাব নিকট বিনীত বচনে প্রস্তাব করিতে হইবে।

এই কাৰণে সে প্রথমেই সত্য-প্রস্ফুটিত-গিরিমল্লিকা-কুসুমের দ্বারা অর্ঘ্য বিরচিত করিয়া মেঘের পূজা করিল। এই সব তাহার কতকটা আশা হইল মেঘ তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিবে না, তাই তখন প্রীতিপূর্ণ হৃদয় মেঘকে আসিঙে আচ্ছা হউক, বলিয়া সাদবে আহ্বান করিল। এই স্বাগত সম্ভাষণের পব কত মধুর বাক্যে তাহার হৃদয় আর্দ্র কবিবার চেষ্টা করিল। এস এস ভাই এস। তোমার সব মঙ্গল ত? একটু বিশ্রাম কর। তোমার আগমনে আজ এই স্থান পবিত্র হ'ল ইত্যাদি।

দয়িতাজীবিতালম্বনার্থী—সাবোদ্ধারিণী প্রভৃতি টীকায় 'দয়িতাজীবিতালম্বনার্থম্' পাঠ পাওয়া যায়, দক্ষিণাবর্ত ভরতমল্লিক প্রভৃতি "দয়িতাজীবিতালম্বনার্থং" পাঠ করেন। মল্লিনাথ, পূর্ণধরস্বামী প্রভৃতির মতে প্রকৃত পাঠ "দয়িতাজীবিতালম্বনার্থী।"

'দয়িতাজীবিতালম্বনার্থং' পাঠ স্বীকার করিলে পদটী 'হারয়িত্বা' কিরায় বিশেষণ হয়, অর্থও বেশ পরিস্ফুট হয়। এই কারণে বিভাগাগর মহাশয় এই পাঠটাই সমীচীন মনে করেন। সাবোদ্ধারিণীকার বলেন—নহু প্রবৃত্তিপ্ৰাপণম্ ইতি কিমর্থম্? দয়িতাজীবিতালম্বনার্থম্ প্রিয়জীবিতব্যাহারণার্থম্॥ শ্রাবণস্ত সজলজলধরারবভীরুস্বাং বিরহিণীনাং জীবিতং সংশয়তুলাম্ অধিরোহতি তদালম্বনহতোঃ। ক সতি? নভসি শ্রাবণমাসে প্রত্যাসন্নে নিকটস্থে সতি। শ্রাবণস্ত ত্বঃসহস্রম্ অস্ত্রত্রাপি উক্তম্—

শিখিনি কুজতি গর্জতি তৌয়দে

স্ফুটতি জাতিলতাকুসুমাকরে।

অহহ পাশ্ব ন জীবতি তে প্রিয়া

নভসি মাসি ন মাসি গৃহং যদি॥

অর্থাৎ আচ্ছা খবর পুঠান কি জন্ত? প্রিয়ার প্রাণধারণের জন্ত। শ্রাবণ মাসের কাল মেঘের ঘন ডাককে বিরহীরা বড় ভয় করে। এই ডাক শুনিলে

তাহাদের প্রাণ যেন পালাই পালাই কবে, এই জন্ত সেই প্রাণ ধারণের জন্ত ।

কোন সময়ে ? শ্রাবণমাস যখন নিকটবর্তী তখন । এখানেও পুনরায় শ্রাবণ-মাস যে দুঃসহ তাহা বলা হইল । কবি বলিয়াছেন,

ময়ূর যখন কেকারব করে, মেঘ যখন গর্জন করে, রাশি রাশি জাতিফুল যখন ফোটে, হায় পথিক তখন সেই শ্রাবণমাসে যদি বাড়ী না বাও তাহা হইল তোমার প্রিয়া ত আর বাঁচে না ।

“দয়িতাজীবিতালম্বনার্থম্” এই পাঠ স্বীকার করিলে ইহা “প্রযুক্তিম্” পদের বিশেষণ হইবে । ভরতমল্লিক বলেন—

দয়িতায়াঃ প্রিয়ায়া জীবিতস্ত প্রাণধারণস্য আলম্বনম্ অবষ্টন্তঃ সৈধ্যম্ অর্থঃ প্রয়োজনং যস্যাঃ তাদৃশীম্ । কদাচিৎ শ্রাবণস্য প্রবলবিরহপীড়াদায়িক্ণাৎ প্রাণান্ ত্যক্ত্যতি ইতি আশঙ্ক্য বিরহিন্যাঃ কাস্তবার্তাপ্রবণস্য প্রাণধারণকত্বাৎ স্ববার্তা প্রতাপ্যতে ইতি ভাবঃ ।

এস্থলে—সে সংবাদ পাঠাইতেছে, সুতরাং কি উদ্দেশ্যে সংবাদ পাঠাইতেছে ইহা জানিবার আকাজ্জক হয় । ‘দয়িতাজীবিতালম্বনার্থম্’ এই বিশেষণ পদটী প্রথমেই সেই আকাজ্জক নিবৃত্তি করিয়া দেয়—সে প্রিয়ার জীবনধারণ প্রার্থনা করে তাই সে সংবাদ প্রেরণ করিতেছে । এই কারণে আমরা সন্দেহরশিবোমণি মল্লিনাথ ও পূর্ণ সরস্বতীর সহিত একমত হইয়া এস্থলে মূলে “দয়িতাজীবিতালম্বনার্থম্” পাঠ সন্নিবেশিত করিয়াছি ।

প্রীতঃ—দৃষ্টঃ, কৃতসংকারঃ অয়ম্ অশ্রুৎপ্রয়োজনম্ অমৃষ্টাস্যতি ইতি দৃষ্টঃ । আমি কুটজ পুষ্পের দ্বারা ইহার পূজা করিয়াছি, এ এখন আমার কাজটী করিয়া দিবে—এই ভাবিয়া সে আনন্দিত হইল ।

স্বকুশলময়ীম্—সাধারণতঃ আমরা কুশল সংবাদ বলিতে সুস্থ থাকার সংবাদ বুঝিয়া থাকি, এস্থলে কিন্তু কুশল বলিতে প্রিয়ার সহিত পুনর্মিলনের আশায় কোনরূপে বাঁচিয়া আছে এইটুকু মাত্র বুঝিতে হইবে । কবি স্বয়ং ব্রহ্মবংশে বলিয়াছেন—

মরণং প্রকৃতিঃ শরীরিণাং বিকৃতিজীৱিতমৃচ্যতে বৃধেঃ ।

ক্ষণমপ্যবতিষ্ঠতে স্বসন্ যদি জন্তর্নয় লাভবানসৌ ॥

অর্থাৎ পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন, মরণই প্রাণিগণের প্রকৃতি, জীবন বিকৃতিমাত্র, সুতরাং কোন জীব যদি মুহূর্তকাল বাঁচিয়া থাকে তাহা হইলেই তাহার মহালাভ।

পরে গিন্না সে বাহা বলিবে তাহার মধ্যেও দেখিতে পাই—

[তামায়ুদম্ মম চ বচনাদানন্দোপকর্তু-

ক্রিয়া এবং] তব সহচরো রামগির্ঘ্যাশ্রমস্থঃ ।

অব্যাপন্নঃ কুশলমবলে পৃচ্ছতি হ্যং বিষুক্তঃ

পূর্বাভাশ্যঃ স্নলভবিপদাং প্রাণিনামেতদেব ॥

চিরায় আমার কথায় অথবা পর উপকার তরে

বলো—“রামগিরি” আশ্রমে তব ঝুয়া বসতি করে।

বিরহে বাঁচিয়া আছে সে তোমায় শুধায় কুশল বাণী

ইহাই প্রথম বাচ্য, এ ভবে স্নলভ-বিপদ প্রাণী ॥

এখানেও ‘অব্যাপন্নঃ’ এই পদের দ্বারা শুধু তাহার বাঁচিয়া থাকার কথাই বলা হইতেছে। অভিধানকারগণের মতে ব্যাপন্ন শব্দের অর্থ মৃত। “নামালেশ্যশব্দ-শেষ-ব্যাপন্নাপদগতো মৃতঃ।” “অত্র কুশলশব্দেন প্রিয়তমাপূনঃসমাগমোৎসব-হেতু-ভূতম্ এতাবতো মাসান্ প্রাণসঙ্কারণম্ এব উচ্যতে। ‘ঋণমপ্যবতিষ্ঠতে স্বসন্ যদি জন্তুর্নর লাভবান্’-ইত্যুক্তবৎ, উপরি চ ‘অব্যাপন্নঃ কুশলম্’ [২।৩৮] ইতি অব্যাপত্তিমাত্রস্ত প্রতিপাদনাৎ।” (পূ)

তাহার কুশলসংবাদই তাহার পত্নীর প্রাণধারণের উপায় তাই নিজের কুশল তাহাকে জানাইতেছেন। “ভর্তৃকল্যাণাধিগমাদ্ধি প্রিয়তমানাং সমাখ্যাসো জায়তে” (ব)।

প্রত্যগ্ৰৈঃ কুটজকুসুমৈঃ—বর্ষার প্রারম্ভেই কুটজ পুষ্প প্রস্ফুটিত হয়। আর সে স্থলে অন্ত পুষ্প তত স্নলভ নহে এই দুই কারণে সে কুটজ কুসুমের দ্বারা মেঘের অর্ধরচনা করিল। তবে কুটজ কুসুমগুলি বাহিয়া লইল, পর্যুষিত পুষ্প ত্যাগ করিয়া নববিকসিত পরিমলবহুল পুষ্প মেঘের উদ্দেশে প্রদান করিল। নহু অন্তানি চম্পকাদানি সুরভীশি কুসুমানি বিহার্য কিমিতি কুটজকুসুমৈঃ এব কল্পিতোৎসর্গঃ। কথন্তু তৈঃ কুটজকুসুমৈঃ ? প্রত্যগ্ৰৈঃ অভিনবৈঃ। আর্ন্তবদ্যং অধিক-মনোহরৈঃ। আর্ন্তবৈঃ হি কুসুমৈঃ দেবতাভিধিপূজনং কর্তব্যম্ ইতি। (সারোদ্ধারিণী)

(ক্রমশঃ)

শ্রীকৃষ্ণীশচন্দ্র শর্ম।

“ভায়ের দোরে ভাই কেঁদে যায়”

(১)

তাহারা সহোদর, কিন্তু দেখিলে তাহা মনে হয় না।' জ্যেষ্ঠ দীর্ঘাকার ও বলিষ্ঠ-গঠন, শ্রামবর্ণ, কৃষ্ণকেশ ও উজ্জল-চক্ষু। কনিষ্ঠ স্বর্ষক বয়স—অবশ্য তাহার বয়স অতি অল্প—নয় বৎসর মাত্র, কিন্তু বয়সের অমুপাত্তেও সে স্বর্ষক, কৃষ্ণকেশ ও পাণ্ডুবর্ণ। তাহার মস্তক উন্নত ও ললাট প্রশস্ত। তাহাকে দেখিয়া লোকে বলিত, বেশ চালাক চটপটে ছোকরা। আর জ্যেষ্ঠের সম্বন্ধে লোকে বলিত, কি সুন্দর যুব-পুরুষ! শুধু এই মাত্র, আর কিছু নয়।

বালকটির বয়স নয় বৎসর হইলে কি হয়, এর মধ্যেই সে খুব চালাক চতুর হইয়া উঠিয়াছে, আর তাহার আচার ব্যবহার ও কার্যকলাপে বেশ একটা শৃঙ্খলার পরিচয় পাওয়া যায়। তাহাব জ্যেষ্ঠের বয়স তাহার দ্বিগুণ হইলেও চতুরতা যে কি জিনিষ, তাহা তিনি জানিতেন না, আর শৃঙ্খলার কথা যদি বল, বাতাসেব কি শৃঙ্খলা আছে? আর যদি বা ধরিয়া লওয়া যায় আছে, বাতাসের ইচ্ছাই যে বেতসের ইচ্ছা, সেই বেতসের কাছে কি শৃঙ্খলার প্রত্যাশা করা যায়? তথাপি কিন্তু এই যুবকটা ছোট ভাইটির কাছে বীৰপুরুষ বলিয়া গণ্য হইতেন। ছোটটির বুদ্ধি যেমন প্রৌঢ়, সাহস তেমন ছিল না। সে অনেক ঝড়-ঝাপটায় বড় ভাইকে রক্ষকরূপে পাইত।

গ্রীষ্মকালের সন্ধ্যা। ছোট ভাইটি বিদ্যালয় হইতে বাড়ী কিরিতেছে। তাহার চক্ষু স্বয়ং আনন্দে উজ্জল। কাল সে একটা সোণার ঘড়ীর মালিক হইবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছে। গত দুই বৎসর ধরিয়া পিতামাতার নিকট যে পার্থক্য পাইয়াছিল, তাহাই নিজের দৃবদৃষ্টি গুণে সেভিস্ ব্যাঙ্কে জমাইয়া রাখিয়া এই ঘড়ীটি কিনিতে পারিয়াছে। জনপূর্ণ রাস্তা দিয়া বইয়ের বোঝা ঘাড়ে করিয়া বাড়ী আসিতে আসিতে পুনঃপুনঃ সময় দেখিবার ছলে ঘড়ীটি বাহির করিতেছিল, আর প্রতিবারই বতর্কণ আবশ্যক তাহা অপেক্ষা যেন অধিকক্ষণ উহা সামনে ধরিতেছিল ও মধ্যে মধ্যে চতুর্দিকে চাহিয়া দেখিতেছিল; পথিকরা তাহার ঘড়ীটি দেখিতে পাইতেছে কি

না। হঠাৎ একটা মৌড় ফিরিতেই সে তাহার পরম শত্রু বুড়ো কেলোর একেবারে ঘাড়ের উপর আসিয়া পড়িল।

• বুড়ো কেলো মূৰ্খ ও পরপীড়ক। সে বড় ভায়ের মতই দীৰ্বকার, বরং তাহার অপেক্ষা স্থূলকার, আর বিস্থালব্রের নিম্ন শ্রেণীর ছাত্রগণের ভয়ের পাত্র। এই সেকেলে ধরণেব চালাক ছেলেটির উপর তাহার বিষম বিদ্বেষ ছিল, আব কার্য্যতঃ ঐ বিদ্বেষ প্রকৃতি চরিতার্থ করিবার কোন সুযোগই সে উপেক্ষা করিত না, ফলে ছেলেটি তাহাকে সব সময়েই ঘরের মত ভয় করিত।

“এই ছোঁড়া, ওটা কি? পকেটমারা হয়েছে! শীঘ্র আমার হাতে দে, তা না হলে পুলিশে ধরিয়ে দোব!”

“না, না, এটা আমার ট্যাক বড়ী—আমার নোতুন ট্যাক বড়ী। আমি পরসো জমিয়ে জমিয়ে কিনেছি।”

“তোম কোথায় বিশ্বাস হয় না। তুই বড়ীটা চুরি করেছিস!”

বঙামার্ক এতক্ষণে জোর করিয়া বড়ীটা হস্তগত করিয়া কেলিয়াছে। সে সফল কার্য্যে ধরিয়া বড়ীটা-খুসাইতে লাগিল, বড়ীর মালিকের হৃৎকের সীমা রহিল না।

“সরে পড়! সরে পড়! পাহারওয়াল, পাহারওয়াল!” বুড়ো কেলো ছেলেটির জামা ধরিয়া দৌড়াইতে দৌড়াইতে এইভাবে চীৎকার করিতে লাগিল—এক হাত হইতে বড়ীটা কুলিভেছিল, আব এক হাতে তাহার শিকার দৃঢ়রূপে ধরা ছিল।

অল্পকালের মধ্যেই তাহারা পোলের নিকট উপস্থিত হইল। অন্তঃসমন্বিত হৃৎকের কিবণমালায় নদীর জল সিন্দূরবর্ণ ধারণ করিয়াছে। বুড়ো কেলো হাঁকাইয়া পড়িয়াছিল, নিশ্বাস লইবার জন্য একবার থামিয়া পুনঃপুনঃ অতি দ্রুতগতিতে বড়ীটা হুতা ধরিয়া ঘুবাইতে লাগিল। অরুণ আলোকে বড়ীটা চক্চক্ করিতে লাগিল।

হঠাৎ—ইহা কি দৈব দর্শন? বুড়ো কেলো পরে তাহাই বলিয়াছিল—এতদিনের আশার ঝন অন্তর্হিত হইল। সেতুর তোরণের নিম্ন প্রবল জলস্রোত উহাকে ছোঁ মারিয়া লইয়া বার বার চারিদিকে ঘুবাইয়া নদীর দ্রুত প্রবাহের উপর কেলিয়া দিল। মুহূর্তমধ্যে উহা অতল জগে তলাইয়া গেল। আর উহার সমাধি-ক্ষেত্রের উপর আবর্ত্তরাজি ক্রীড়া করিতে লাগিল।

এক ঘণ্টা পরে বড় ভাই এক একবারে তিনটা করিয়া সিঁড়ি টপকাইয়া ছুটিতে

ছুটিতে উপরে উঠিবার সময় সকল ক্রন্দনধ্বনি শ্রবণ করিয়া চমকিয়া উঠিলেন। যে দরজার মধ্য দিয়া এই শব্দ আসিতেছিল সেই দরজাটা তৈলিয়া খুলিতেই মেজের উপর কোন কিছুতে পা আটকাইয়া তিনি হোচট খাইয়া পড়িয়া যাইতে যাইতে আপনাকে সামলাইয়া লইলেন। দেখিলেন ছোট ভাই রত্নেশ্বর ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতেছে।

“রতন! ছোট ভাইটি আমার? কি হয়েছে! বুড়ো কেহ্নো আবার কিছু করেছে! কি করেছে সে? আচ্ছা থাক, আমি বাবস্থা করছি।”

বলিষ্ঠ তরুণ, বালকটাকে বক্ষে তুলিয়া লইল। সে সেই স্নেহময় বক্ষের উপর ফুঁপাইতে ফুঁপাইতে দুঃখের কাহিনী বিবৃত করিল।

আর একবটা কাটিয়া গিয়াছে। রতন শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। সে কাঁদিয়া কাঁদিয়া নির্দম হইয়া অনাহারেই আশু আশু কোন রকমে শয্যায় গিয়া পড়িয়াছে। বড় ভাই মহেশ্বর এখনও ন্যায্য নির্যাতন কার্য সম্পন্ন করিয়া ফিরেন নাই। দাদার পরাক্রমেব উপর বালকেব অসীম আস্থা, তাহার অপমানের প্রতিশোধ হইবেই। সে বেশ জানিত বুড়ো কেলোকে যন্ত্রণা ভোগ করিতেই হইবে। কিন্তু ঘড়ীটা!—আনন্দের সেই জ্যোতির্গুণট! এইজন্যই কি সে এত মতলব করিয়া, এত উপায় উদ্ভাবন করিয়া টাকা জমাইয়াছে? এইজন্যই কি সে নিজে কে জলখাবার ও খেলনা হইতে বঞ্চিত করিয়াছে, দাদাকে জন্মতিথির উপহার হইতে বঞ্চিত করিয়াছে? কাল রাত্রে এমন সময়ে সে কতই না সুখী ছিল! সব মাত্র ঘড়ীটা কেনা হইয়াছে। উহার একঘেয়ে টিক্ টিক্ শব্দ শুনিবার জন্য ঘড়ীটা সে কাণের কাছে ধরিয়াছে, দাদা তাহাকে ঘড়ী রাখিবার জন্য যে কেস্টা দিয়াছিলেন, সেই কেসের হকে কত যত্নে ঘড়ীটা সে বুলাইয়া রাখিতেছে! সকালে উঠিবার পর প্রথমেই ঘড়ীর কথা মনে হইয়াছে—একবার মনে হইয়াছে ইহা কি স্বপ্ন? পর মুহূর্ত্তে দেখিয়াছে তাহার পার্শ্বেই ঘড়ীটা টিক্ টিক্ করিতেছে।

“রতন! ভাই! এই দেখ! উঠে পড়।”

বড় ভাই ফিবিয়া আসিয়াছেন! তিনি বিছানার উপর বসিয়া পড়িয়া লেপে ঢাকা সুন্দর মাথাটির উপর হাত রাখিলেন।

“রতন! বুড়ো কেলোকে উত্তম মধ্যম দিয়ে এসেছি। কাল আর তাকে ইঙ্কলে দেখতে পাবে না, স্নান বন্দি বা পাণ্ড, একবার তার চোখের দিকে চেয়ে

দেখো কালসিটের দাঁগ তোমার নজরে পড়বে। এতক্ষণে যদি জলপটা দেওয়া না থাকে ত কি বলেছি। রতন!”

• “অ্যা!”

“কি রকম করে ‘অ্যা’ বলছ! মনে হচ্ছে যেন মরা মানুষের কাছ থেকে শব্দ আসছে। কই তোমার কাণ কোথায়? আচ্ছা ঠিক হয়েছে। এইবার শোন।”

মাথা তখনও লেপে ঢাকা, কিন্তু রত্নেশ্বর স্তনিল, স্তনিয়া উন্নতের জায় চমকিয়া উঠিল—লাফাইয়া উঠিয়া বিছানায় বসিল।

“আমার সেই ঘড়ীটা! আমার সেই ঘড়ীটা! আর বেশ শুকনো ত? তুমি কি করে পেলে, দাদা? তুমি কি করে পেলে?”

“কেমন করে পেলুম তা তোমাকে জানানোর দরকার কি? নীচে—নদীর ভেতর—আমার এক বিশেষ বন্ধু আছে—একজন জলমাছু৷। এখন ঘড়ীটা বেশ যত্ন করে রাখ। আর তোমার বুড়ো কেলোকে ভয় করবার দরকার নেই। সে যখন কটা বেজেছে জানতে চাইবে, তুমি স্বচ্ছন্দে তাকে দেখাতে পার।”

“কিন্তু এর চেনটা ত অন্তরকম—এ যে সোণার চেন! এটি যে ঘড়ীর চেয়ে ঢের সুন্দর! তুমি এটা আমার জন্যে কিনে এনেছ দাদা! তুমি নিশ্চয়ই আমার জন্যে কিনে এনেছ!”

“কিন্তু কি করে তুমি এসব করলে?” সে মুহূর্তপরে জিজ্ঞাসা করিল। আমি ত জানি তুমি কখন টাকা জমাও না। আমার ধারণা ছিল তোমার টাকা কড়ি কিছু নাই।”

“আমি কেমন করে করলুম সে খবরে তোমার দরকার কি? সে আমি বুঝব। এখন উঠ, খাবে এস।”

প্রথমটা রত্নেশ্বর লক্ষ্য করে নাই, কিন্তু পরদিন সন্ধ্যার সময় সে বুঝিতে পারিল। সারাদিন মর্কটকে কোথাও দেখিতে পায় নাই, মর্কট মহেশ্বরের বড় আদরের শিকারী কুকুর। বর্ণ তাহার ধূসর, দেখিতে সে অতি চমৎকার। মহেশ্বরের এক বন্ধুর বহুদিন ধরিয়া কুকুরটাব উপর লোলুপ দৃষ্টি ছিল, আর কিছুদিন হইল বন্ধুববকে দেশান্তরে যাইতে হইবে বলিয়া তিনি কুকুরের প্রভুকে প্রভূত অর্থ দিয়া কুকুরটাকে কিনিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু মহেশ্বরের অর্থের প্রয়োজন থাকিলে—

সব সময়েই তাহার অর্থাভাব—সে কথার তিনি কর্ণপাত করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন—মর্কটকে বিক্রী করিব—আমার নয়নের মশি মর্কটকে !

রত্নেশ্বর বিচালয় হইতে ছুটিয়া আসিয়া বলিল, “দাদা, এ ত সত্যি নয় ?” দাদা জিজ্ঞাসা করিলেন, “কি সত্যি-নয়, রে ?”

“একটা ছেলে আমাকে বললে, তুমি বরেনের কাছে মর্কটকে বিক্রী করেছ ?”

“তাই করেছি। পাড়াগায়ে সে স্তূখে থাকবে। একথা আর কখন আমাকে মনে করে দিও না ভাই।”

কি গাঢ়স্বরে এই শেষের কথাগুলি উচ্চারিত হইল ! আর মহেশ্বরই বা কেন এত তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন !

ইহার পর অনেক দিন ধরিয়া বাড়ীর বাহিরে মর্কটশূন্ন মহেশ্বরকে দেখিলে কেমন বেন অদ্ভুত অস্বাভাবিক বোধ হইত। আবার বন্ধন দেখা যাইত, তিনি বাড়ীতে বসিয়া আছেন, অথচ তাহার চেয়ারটীর পাশে ধারাবার উপর নাক রাখিয়া মর্কট বসিয়া নাই, তখন বেন কেমন শূন্য শূন্য ঠেকিত।

কিন্তু রত্নেশ্বরের বয়স নয় বৎসর মাত্র। মর্কটের নির্গমন ও দ্বিতীয় ঘড়ীর আগমন এই দুইটা ঘটনা যে এক সূত্রে গ্রথিত, তাহা সে প্রথমে ধরিতে পারে নাই।

(২)

বুড়ো কেলোর অত্যাচার শেষ পর্য্যন্ত ছোট ভায়ের পক্ষে শাপে বর হইল। বুড়ো কেলোর পিতাকে লোকে “কর্ত্তা কালী” বলিত, কয়েক দিনের মধ্যেই তিনি পুত্রের অপকর্ষের কথা অবগত হইলেন। বুড়ো কেলোর পিতার নিকট বেক্রপ ক্রোধের প্রত্যাশা করা যায়, তাহার ঠিক সেইরূপ ক্রোধই হইল। তিনি সঙ্কল্প করিলেন, রত্নেশ্বরের ক্ষতির পূরণ করিয়া দিবেন। তিনি গুণী ব্যক্তি স্মৃতরাং প্রথমে তাহার ইচ্ছা হইল হীরকখচিত একটা ঘড়ী কিনিয়া রত্নেশ্বরকে উপহার দেন। কিন্তু যখন দেখিলেন, বড় ভাই তাহার অভাব পূর্ণ করিয়া দিরাইছেন, তখন তিনি বলিলেন, “ছোকরার ভাগ্য ভাল যে, এমন দাদা পেয়েছে, যে দাদা এত বড় অভাব পূর্ণ করতে পারে।” এখন আর ঘড়ী কিনিয়া দিবার আবশ্যকতা রহিল না, তিনি ছেলোটীর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়া তাহাকে আদর বদ্ধ করিয়া মনকে সান্ত্বনা দিলেন।

অসাধারণ বুদ্ধিমান ছোঁকরা ! তিনি যেমন করিয়া তাঁহার ছেলেটাকে গড়িয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন—অবশ্য তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ হয় নাই—এই ছেলেটা ঠিক সেই রকম। যতই দিন বাইতে লাগিল, কৰ্ত্তা কালীও ছেলেটার বুদ্ধির তীক্ষ্ণতায়—এমন কি তাঁহার নিজের কোলে ঝোল টানিবার যে নিগূঢ় প্রবৃত্তি ছিল, তাহাতেও—মুগ্ধ হইতে লাগিলেন। কালক্রমে তিনি ছেলেটাকে তাঁহার আফিসে একটা কেরাণীর পদে নিযুক্ত করিলেন। এই কালী মহাশয় বাণিজ্য করিয়াই অতুল সম্পদের অধিকারী হইয়াছিলেন। তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করিলেন, রত্নেশ্বরও লক্ষ্মীলাভ করিবে এবং এই ব্যাপারে তাঁহার সাহায্যের কখনও অভাব হইবে না। ঘূর্ণায়মান জ্যোতির্শর্গগুলটা যখন উড়িয়া গিয়া নদীতে পড়িল তখন রত্নেশ্বরের মাহেজ্ঞক্ষণ। আর মর্কেটের মূল্য—ভাল ঘড়ীটা নিরন্তর ঠিকভাবে তাহার পকেটে টুক টুক করিতেছে। বেশ বুঝা বাইতেছে, গ্যারাণ্টি মত ঘড়ীটা যাবজ্জীবন চলিবে।

হুই ভায়ের বাল্যভবন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। বড় ভাই অনেকদিন পূর্বেই কাজ-কর্মের চেষ্টায় বাহির হইয়া পড়িয়াছেন। ছোট ভাই কালী মহাশয়ের ছায়াতেই অবস্থান করিতেছে। অল্পদিনের মধ্যেই সে সুদর্শন যুবক হইয়া দাঁড়াইল। এখনও তাহার কেশপাশ পূর্বের তায় স্নান ও উজ্জ্বল, তাহার ধূসরবর্ণের চক্ষু দুইটা পূর্ণা-পেক্ষা তীক্ষ্ণ, তাহার মুখভাবে এখনও বুদ্ধি ও বিচক্ষণতার পরিচয় পরিস্ফুট, কিন্তু তাহাতে লোকের মনে উদ্বেগের সঞ্চার হয় না। তাহাকে দেখিলেই বোধ হয়, সে বুদ্ধিমান—আর ভদ্রলোক।

পঁচিশ বৎসর বয়সে বড়ো কেলোর কনিষ্ঠা সহোদরার সহিত তাহার বিবাহের কথাবার্তা হয়। মেয়েটা গোলাপ-কুঁড়ির মত মধুর ও কুশাঙ্গী। সে তাহার পিতার স্নেহের ও গর্বের ধন। সে কিছু চাহিলে কালী মহাশয়ের না বলিবার ক্ষমতা ছিল না, আর মেয়েটা যে প্রতিভাবান তরুণ রত্নেশ্বরের পক্ষে আকৃষ্ট হইয়াছে, তাহা দেখিয়া পিতা নিশ্চিন্ত হইন নাই। তিনি ভাবিলেন ইহাতে তাহার সুবিবেচনারই পরিচয় পাওয়া বাইতেছে, কেন না রত্নেশ্বর ক্রমশই নিজের বিক্রমে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছিল। তাহার টাকা জমাইবার শক্তি একটুও কমে নাই, সে প্রচুর টাকা জমাইয়াছে, আর যাহা কিছু সে জমাইত, তাহাই অদৃত উপায়ে টাকার বাজারে দ্বিগুণ ও ত্রিগুণ করিবার তাহার ক্ষমতা ছিল। স্পেকুলেশানের ব্যাপারে ভাগ্যদেবী তাহার প্রতি সঙ্গ প্রসন্ন ছিলেন। কালী মহাশয় বদ্ধমহলে

এইসব কথা বলিয়া শ্রম পরিতৃপ্তি লাভ করিতেন, গোলাপ কুঁড়ির নিজেবও বেশ একটা ছোটগাট সম্পত্তি ছিল, আর তাহার পিতা বৃষ্টিয়াছিলেন, রত্নেশ্বরের হস্তে ভ্রম হইলে উহা যেমন নিরাপদ থাকিবে, এমন আর কিছুতেই থাকিবে না। অন্তর্দিনের মধ্যেই তাহাদের বিবাহ হইল। সহরের অনতিদূরে একটা 'নাতিবৃহৎ' বাটিতে তাহারা বসবাস করিতে লাগিল। লোকজন বা আসবাবপত্রের বাহুল্য বহুপূর্বক বর্জন করিল। রত্নেশ্বর পরিশ্রমসহকারে ব্যবসারে আত্মনিয়োগ করিল, উন্নতিলাভও কবিল। প্রতিদিনই তাহার শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল।

সম্পদের প্রভাব সর্বত্রই পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু সেই সুবৃহৎ নগরে সম্পদের একচ্ছত্র সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত ছিল। বিশেষতঃ কালী মহাশয়ের পারিষদগণের মধ্যে এবং অন্তর্দিনের মধ্যেই রত্নেশ্বরের বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে ব্যাঙ্কে জমা টাকার অল্পপাতে লোকের গৌরব স্থির হইত। ক্রমশঃ বড় ভায়ের কথা উল্লেখ করিতেও রত্নেশ্বরের লজ্জা হইতে লাগিল। কেন না, ছোট ভাই যেমন ক্রমশঃ ধনবান হইয়াছে, বড় ভাই তেমনই ক্রমশঃ দরিদ্র হইয়া পড়িয়াছে। কথায় বলে, বিদেশে না গেলে লক্ষ্মীলাভ হয় না। এক্ষেত্রে কিন্তু এই প্রবাদের বৈপরীত্যই লক্ষিত হইতেছে। ছোট ভাই রত্নেশ্বর দেশে থাকিয়াই উন্নতি করিয়াছে, আর বড় ভাই মহেশ্বর দূরদেশে গমন করিয়া যথাসর্বস্ব খোয়াইয়াছেন—বন্ধু-খেয়ালীতে নহে, বেহিসেবী জীবনযাত্রায়।

পূর্বেই বলা হইয়াছে, মহেশ্বরের চিরদিনই অর্থাভাব। পরাবরই তাহার এই অবস্থা গিয়াছে, এখনও তাই। টাকা যেন কোন না কোন উপায়ে তাহার পকেট হইতে উড়িয়া যায়। বন্ধুরা বিপদে পড়িয়াছে, মহেশ্বরের সামান্য সাহা কিছু পুঁজি, তাহা তাহার স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করিতে পারে। অপ্রত্যাশিতভাবে বন্ধুবান্ধব আসিয়া উপস্থিত, মহেশ্বরকে তাহাদের ভূরিভোজনের ব্যবস্থা করিতে হইবে। কোন আমোদ প্রমোদের কথা স্তনা গেল, উদ্ধা-ব্যয়সাধ্য হইলেও মহেশ্বরকে ও তাহার পরিবারবর্গকে উহা উপভোগ করিতেই হইবে। তাহার পরিবারবর্গ বলিলাম, কেন না মহেশ্বরের বিবাহ হইয়া গিয়াছে। রত্নেশ্বরের বিবাহের অনেক পূর্বে তাহার বিবাহ হইয়াছে। সন্তানের মধ্যে একটীমাত্র পুত্র—সুন্দর ও বুদ্ধিমান। ছেলেটাকে দেখিলে প্রায়ই তাহার ছোট ভায়ের কথা মনে পড়িত—যদিও রত্নেশ্বর দেখিতে কখনও সুন্দর ছিল না।

তাহার পত্নীও পুরমা, সুন্দরী ছিল—মহেশ্বর চিরদিনই সৌন্দর্য্যের উপাসক। সে বাল্যকালে বড় আহুয়ে মেয়ে ছিল, রত্নেশ্বরের স্ত্রী অপেক্ষা পিতৃগৃহে তাহার আদর বহু অনেক বেশী ছিল, আর পিতৃগৃহও রত্নেশ্বরের শত্রুগৃহ অপেক্ষা অনেক বেশী মার্জিত ও সংস্কৃত রুচির পরিচয় দিত। সে পিতামাতার পত্রপুটের আচ্ছাদনে পরিবর্তিত হইয়াছিল, কোন বড় ঝাপটা তাহার গায়ে কখনও লাগে নাই। কোন সংক্রামক রোগে এককালে পিতামাতা উভয়েরই প্রাণবিয়োগ হইল। আর এই ভীষণ সংসারসাগরে সে একলা পড়িয়া রহিল, শুধু একা নহে, দরিদ্রও বটে। মহেশ্বর পূর্ন হইতেই তাহাকে প্রাণ দিয়া ভাল বাসিতেন, এক্ষণে তাহাকে বিবাহ করা ভিন্ন আর উপায় কি? সুতরাং ভবিষ্যতের ভাবনার জলাঞ্জলি দিয়া অচিরেই তাঁহাদের বিবাহ হইল ও তাঁহারা সুখে বসবাস করিতে লাগিলেন। মহেশ্বর পত্নীকে সকল রকমে সুখে রাখিতে লাগিলেন—নিজের সঙ্গতির কথা ভাবিলেন না, অর্থব্যয়ের প্রতি দৃকপাত করিলেন না।

টাকার মূল্য সম্বন্ধে মেয়েটার কোন ধারণাই ছিল না। সম্পন্ন পিতার বিলাস-বহুল ভবনে সে উহা শিক্ষা করিবার সুযোগ লাভ করে নাই। আর তাহার শরীরও রোগপ্রবণ, সুতরাং তাহার গায়ে একটু আঁচ লাগে, ইহা মহেশ্বর সহ্য করিতে পারিতেন না। তাঁহার নিজের কথা যদি বল, সব সময়েই তিনি আশা করিতেছিলেন, ভাল সময় আসিবে। তিনি তাহার জ্ঞানবিশ্বাসমত প্রাণপণে পরিশ্রম করিতেন। মহেশ্বর ষথার্থই সদাশিব—সর্বদাই দয়ালু, সর্বদাই বদান্ত, সর্বদাই ঝোঁকা, সর্বদাই অমিতব্যয়ী ও সর্বদাই অসাবধানী। কিছুদিন পরে তাহাদের বাড়ী ছাড়িয়া দিয়া অপেক্ষাকৃত দরিদ্র পল্লীতে উঠিয়া বাইতে হইল—পরে আরও দরিদ্র পল্লীতে বাইতে হইল।

মধ্যে মধ্যে বড় ভায়ের মনে হইত, “রত্নেশ্বরের কাছে কি কিছু সাহায্য পাওয়া বাইতে পারে? কে জানে?”

তিনি একবার রত্নেশ্বরের ভাব জানিবার জন্ত—কারণ তিনি নিজে বড় অভিমानी ছিলেন—নিজের সংসারের ঝঞ্ঝাটের একটু আভাস দিয়া পত্র লিখিয়া ছিলেন। কিন্তু ছোট ভায়ের উত্তরে তীব্রতা ছিল—কঠোরতা ছিল। উহা পড়িতে পড়িতে মহেশ্বর মনে মনে বলিলেন, উহার কাছে থেকে আমি এক

পয়সাও চাইতে পারিব না। আর বেচারীকে যে নিজের উন্নতির পথ নিয়ে
করিয়া লইতে হইবে। সে আমার চেয়ে নয় বৎসরের ছোট—
নির্বোধ উড়োনচণ্ডে আমি—আমারই ত তাহাকে সাহায্য করা উচিত।

বহুদিন ধরিয়া হুই ভায়ের মধ্যে তিনশত মাইল ব্যবধান ছিল। সুতরাং
বড় ভাইয়ের পক্ষে রত্নেশ্বরের উন্নতির পরিমাণ অবগত হইবার উপায় ছিল না।
আর রত্নেশ্বরও এমন ভাবে চলিত যে, সংসারের পক্ষে তাহার আর্থিক অবস্থা
ঠিকভাবে জানা কোনরূপে সম্ভব হইত না।

(৩)

“হজুর একজন ভদ্রলোক আফিসের কাজে আপনার সঙ্গে দেখা করতে
চাইছেন।”

রাজি দশটা। ছোট ভাইয়ের আজ এক বৎসর হইল বিবাহ হইয়াছে।
সে পড়িবার ঘরে একাকী বসিয়া কাগজ-পত্রের মধ্যে ডুবিয়া রহিয়াছে। তাহার
পত্নী পিড়ালয়ে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গিয়াছে, রত্নেশ্বরেরও কিছুক্ষণ পরে সেইখানে
যাইবার ইচ্ছা।

একটা দীর্ঘাকার পুরুষ,—মুখে কন্ফর্টার জড়ান, কোটের কলার খুব উচু,
মাথা ও মুখের কিয়দংশ টুপীতে ঢাকা—গৃহে প্রবেশ করায় সে চেয়ার ছাড়িয়া
উঠিল।

ভৃত্য দ্বার বন্ধ করিয়া চলিয়া গেল। আগন্তুক ফিরিয়া দাঁড়াইয়া দরজায়
খিল দিয়া খিলটা ভাল করিয়া পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন,
“খিলটা বেশ শক্ত ত?”

রত্নেশ্বর সবিস্ময়ে চাহিয়া রহিল। আগন্তুক তখন টুপী, কন্ফর্টার, রূপার
সব ফেলিয়া দিয়া, এক লম্ফে ছোট ভায়ের কাছে গিয়া দাঁড়াইয়া তাহাকে
জড়াইয়া ধরিলেন। শুষ্ককণ্ঠে বলিলেন, “রতন! ভাই আমার!”

রত্নেশ্বর দাদাকে প্রণাম করিল না, আশ্বে আশ্বে বলিল ‘দাদা!’ তাহার
চক্ষুতে প্রত্যভিজ্ঞা ছিল, কিন্তু আনন্দ বা তৃপ্তির কোন লক্ষণ ছিল না।
মহেশ্বরের পূর্বেরই মত করুণামাথা চক্ষের ক্ষণিক আবেগের আনন্দ অন্ধকারে
প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসিল।

রত্নেশ্বর বলিল, “তুমি কি জ্ঞাত আসিয়াছ? বুঝিতেই পারিতেছি, কোন-
বিপদ ঘটয়াছে।”

“বিপদ ত বটেই! তাহা না হইলে কি আমি—এত বছরের পর এইভাবে
এতদূর আসি? আমি আর বেশীক্ষণ তোমাকে ধোঁকায় রাখিব না। আমি
তোমার সাহায্য চাই। সত্যই আমি মহাবিপদে পড়িয়াছি। তুমি যদি আমার
সাহায্য না কর, তাহা হইলে আমি—বাক কোথায় যাইব সে কথায় আর কাজ
নাই। কিন্তু তুমি আমায় সাহায্য করিবে, নিশ্চয়ই করিবে।”

ছোট ভাই তাক্ষীল্যভরে বলিল, “বলে যাও।”

“রতন, ভাই আমাব! আমি জানি তোমাকে নিজের চেষ্টায় প্রতিকূল
অবস্থার সহিত যুদ্ধ করিয়া উন্নতি করিতে হইয়াছে। আমি পূর্বের কখনও
তোমার কাছে টাকার জন্ত হাত পাতি নাই, যদিও অনেক সময় আমার ভয়ানক
টাকার দরকার হইয়াছে। আমার ক্রমশই অসুবিধা বাড়িতেছে—আমি জানি,
আমি নির্দোষের মত কাজ করিয়াছি, কিন্তু তুমি আমাকে যদি আবার নুতন
করিয়া কাজ আরম্ভ করিবার সুযোগ করিয়া দিতে পার, তাহা হইলে দেখিবে—
তুমি দেখিবে।”

“আচ্ছা, সব কথা থলিয়া বল। অক্ষকারে আমার পক্ষে ত কিছু করা সম্ভব
নহে। তোমাব শেষ চিঠির ধরণ দেখিয়া এই রকম একটা ব্যাপার অনুমান
করিয়াছিলাম। এই নাও, বস।” এই বলিয়া একখানি ঈজি চেয়ার
সরাইয়া দিল।

“আমি বসিতে পারিতেছি না, যতক্ষণ আমি ঠিক জানিতে না পারি, ততক্ষণ
আমি স্থির হইতে পারিতেছি না। আমি মনে করিয়াছিলাম, আঃ আমি মনে
করিয়াছিলাম, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না; কিন্তু এখন—। রতন,
ব্যাপার বড় রিষম, ধারের চেয়ে গুরুতর। তোমাব কাছে সব কথা থলিয়া
বলিতেই হইবে, এখন আমার আশাভরসা সবই তুমি। আমি একজনের ট্রাষ্টী
হইয়াছিলাম। আমার এক বন্ধু সমুদ্রযাত্রা করেন। তিনি তাঁহার ছেলেদের
জন্ত খাটাইবার উদ্দেশ্যে কিছু টাকা আমার হাতে দিয়া যান। তিনি চলিয়া
যাইবার ঠিক পরেই আমার টাকার দরকার হয়, কত বড় দরকার তা পরমেশ্বরই
জানেন। আমার স্ত্রীর অসুখ হয়, আমার মনে হয়, তাঁহার মৃত্যু আসন্ন।

টাকার জন্ত আমার নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বাহির হয়। কোথায় যাইব কি করিব তখন আর স্থির করিতে পারিলাম না। ঐ গচ্ছিত টাকা আমি স্বর্ণরূপে গ্রহণ করিলাম। রতন, আমি শুধু ধার হিসাবে টাকাটা লই; আর এই এক বছর ঠিক সময়ে হুদ দিয়া আসিতেছি। যত শীঘ্র পারি, আসল শোধ করিয়া দিব, ইহাই আমার অভিপ্রায় ছিল। ভগবান জানেন, সত্যই আমার এইরূপ অভিপ্রায় ছিল।”

“কি করিয়া শোধ করিতে শুনি?”

বড় ভায়ের দৃষ্টি নত হইল। তাঁহার মুখে অসহ্য বন্ধগার রেখা ফুটিয়া উঠিল।

“কি করিয়া? কি করিয়া তাহা আমি বলিতে পারি না। কিন্তু আমার অভিপ্রায় তাই ছিল। আমি মনে করিয়াছিলাম, একটা উপায় হইবে। আমি মনে করিয়াছিলাম, আমি অতি কঠোর পরিশ্রম করিব—জীবনে বেদনাপরিশ্রম কখনও আমি করি নাই। আমি মনে করিয়াছিলাম, একটা কিছু না কিছু ঘটিবে, আর যদি কোন উপায় না হয়, তাহা হইলে তোমাকে টাকাটা ধার দিতে রাজী করিতে পারিব। কিন্তু এখন রতন—এখন আমার সেই বন্ধু মারা গিয়াছেন। তাঁহার এক্সিকিউটাররা—তাহারা আমার অপরিচিত, হৃদয়ে তাহাদের মারা দয়া নাই আমাকে চিঠি লিখিয়াছে—টাকাটা আমাকে দাখিল করিতে হইবে। আমি যদি না পারি, সপ্তাহ পার হইবার পূর্বেই আমাকে—আমাকে জেলে যাইতে হইবে। আমার জেলের নামে কলঙ্কস্পর্শ হইবে, আর আমার অভাগিনী স্ত্রী ইহলোক ত্যাগ করিবে। রতন, আমার একমাত্র ভরসা—তুমিই আমার একমাত্র ভরসা।”

শুন শুন স্বরে তিনি এই শেষ কথাগুলি পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। তিনি ধরে ইতস্ততঃ পাল্লাচাৰি করিতেছিলেন, হস্তদ্বয় তাঁহার মুষ্টিবদ্ধ, মধ্যে মধ্যে হতাশভাবে ভায়ের মুখের দিকে চাহিতেছিলেন।

রত্নেশ্বর বলিল, “তুমি আমাকে কি করিতে বল?”

“টাকাটা দিয়া দাও, আমাকে ধার দাও—তোমার হৃদয়ের জন্ত কোন ভাবনা নাই। তোমার টাকা শোধ করিবার জন্ত আমি যাহা আবশ্যক হইবে করিব—পথে বসিয়া পাথর পর্য্যন্ত ভাঙ্গিব।”

ছোট ভাই বলিল, “পাথর ভাঙ্গাটা সাধারণতঃ বেশ একটা লাভের ব্যবসা নহে। টাকাটা কত?”

“দুই হাজার টাকা। দুই রতন, ছোট বেলায় আমাদের কত ভাব ছিল,

তাহা কি ভুলিয়া গিয়াছি? ভাই আমার সাহায্য কর, এখন আমার সাহায্য কর—আমার স্ত্রীর অবস্থাটা একবার ভাবিয়া দেখ—তোমার নির্ভেরও ত স্ত্রী আছে।’

“আমার স্ত্রী তাহার নিজের টাকার ব্যবস্থা নিজে করিতে জানে। সে স্বতন্ত্র বাঁচিবে তুমি বেকরপ সঙ্কটের কথা বলিতেছ, আমি কখন ওরূপ সঙ্কটে পড়িব না। ও তুলনা খাটিবে না। আগে ত হাজার বার তোমার স্ত্রীর আসন্ন মৃত্যুর কথা শুনিয়াছি, এখনই বা তাহার মৃত্যু হইবে কেন? আর যদিই বা হয়, খুব সম্ভবতঃ কিছু কাল পরে তোমার অবস্থা কেঁর সজ্জল হইবে। আমার সোজা কথায় কিছু মনে করিও না। তুমি তাহার ভগ্নস্বাস্থ্যের ও অসহায়তার বর্ণনা করিয়া আমাকে যে চিঠি লিখিয়াছিলে, তাহা হইতে আমার ধারণা তোমার বিপদের জন্ত অনেক পরিমাণে সে-ই দায়ী।”

মহেশ্বর উত্তর করিল, “আর একটা কথা বলিয়াছিলাম কি এক ঘুসিতে তোমার মুণ্ড ঘুরাইয়া দিয়াছি।”

রত্নেশ্বর তাঁটে হেঁট চাপিয়া চূপ করিয়া রহিল।

“ওরে ভাতুরূপী দানব! টাকাটা ধার দিবি কি না একবার বল। আমি ফের তোকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, কেন না, আমার এরূপ করা ছাড়া আর উপায় নাই। আমি যদি টাকাটা শোধ করিতে না পারি, আমার ছেলে বড় হইলে শোধ করিয়া দিবে। তুমি কি টাকাটা আমাকে ধার দিবি? আমাকে ঋণ থেকে বাঁচাবার জন্ত, নিজের নাম—আমার নাম যা তোমার নামও ত তাই—রক্ষার জন্ত?”

বড় ভায়ের ব্যবহার রতনকে আরও কঠোর করিয়া তুলিয়াছিল। সে বলিল, “আমি দিব না। পাপীর পাপে আমি সহায়তা করিব না। তুমি যেমন কর্ম করিয়াছ, তোমাকে সেইরূপ ফলভোগ করিতে হইবে। নামের কথা যে বলিতেছ, আমার তাহাতে বিশেষ আটকাইবে না। ঘটনার কথা যে শুনিবে, সেই আমার প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করিবে। তুমি হাজার টাকা জলে ফেলিয়া দিবার মত অবস্থা আমার নহে।”

P 36, 146

মুহূর্তকাল মহেশ্বর স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন, অতিকষ্টে আপনাকে সংযত করিয়া রাখিলেন। তাহার পর যন্ত্রচালিতের মত টুপি, কক্ষটার, রূপার প্রভৃতি পরিলেন। পুনরায় যখন রত্নেশ্বর তাহার দিকে চাহিল, তখন তাহার বড় ভাই চলিয়া গিয়াছেন।

পাশের বাড়ীতে গ্রামোফোনে গান হইতে লাগিল—

ভায়ের দোরে ভাই কেঁদে যায়

তুলে নেবে তারে কোলে ।

মুছিয়ে দে তার নয়নের জল

সে যে আপন মায়ের ছেলে ।

সে যে আপন মায়ের ছেলে ।

(৪)

“কিছুই কি করা যায় না, একেবারে কিছুই কি করা যায় না, ডাক্তার বাবু ?”
ছোট ভাই জিজ্ঞাসা করিল ।

সেই নৈশ সাক্ষাৎকারের পর আরও পঁচিশ বৎসর অতীত হইয়াছে, আর তাহার ঠিক পরেই পর পর যে সকল শোচনীয় ঘটনা ঘটয়াছিল, আর যে সকল ঘটনায় প্রত্যেকেই—তাহার দলের প্রত্যেকেই—সে যে রূপ ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিল ঠিক সেই ভাবেই, যে জুয়াচোর ষ্ট্রাষ্ট্রি নিজের অমিতব্যয়িতার ফলে সর্বনাশ ডাকিয়া আনি-
ছিলেন, দুর্দৈববশতঃ তাহার সহিত সম্পর্কের জন্য তাহার প্রতি দয়দ প্রকাশ করি-
য়াছিল, তাহা হইতেও পঁচিশ বৎসর অতীত হইয়াছে । পঁচিশ বৎসর ! আর সেই পাঠশালায় পড়ুয়ার হৃদয় ক্রমবর্ণ কেশগুচ্ছ এক্ষণে শুভ্র আকার ধারণ করিয়াছে, কিন্তু মুখ ঠিক পূর্বেরই মত, কেবল বয়সের রেখাপাত হইয়াছে, ছোটবেলার সেট উজ্জল চক্ষু দুইটা চিন্তাব্যাকুল দৃষ্টিতে ডাক্তারের মুখে নিবদ্ধ ।

ডাক্তার বাবু বাঙালি সম্প্রদায় না করিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া গম্ভীরভাবে কি যেন ভাবিতে লাগিলেন । তখন সে বলিল, “যে কেহ ইহার জীবনরক্ষা করিতে পারিবে, তাহাকে আমি দশ হাজার টাকা দিব ।”

“একজন লোক আছেন, তিনি পারিলেও পারিতে পারেন । মনে রাখিবেন : আমি বলিতেছি, পারিতে পারেন । সমস্ত ভারতবর্ষে মাত্র একজন আছেন ।”

“তিনি কে ? আমি এই মুহূর্তেই তাঁহাকে অনিতে পাঠাইতেছি ।” বলি-
বেলের উপর হাত দিয়া ছোট ভাই এই কথা বলিল ।

“আমি ডাক্তার ব্যানার্জীর কথা বলিতেছি । আপনি অবশ্যই তাঁহার নাম শুনিয়াছেন । আমরা যদি এখনই টেলিগ্রাম করি, তাহা হইলে তাঁহাকে ঠিক সময়ে পাওয়া যাইতেও পারে ।”

নিকটেই টেলিগ্রামের কক্ষ ছিল, তখনই উহা পূরণ করা হইল । ছোট ভাই

রেলগাড়ীর গতিতে লিখিলেন—“দশ হাজার টাকা, যদি আপনি আমার কন্ঠ্যকে বাঁচাইতে পারেন। অল্পগ্রহপূর্বক সম্বন্ধ আসিবেন।”

• টেলিগ্রামটা পাঠান হইলে ডাক্তার রোগীর ঘরে ফিরিয়া গেলেন। ছোট ভায়ের মন এত খারাপ যে, সে আর ডাক্তারের সঙ্গে রোগিণীর নিকট যাইতে সাহস করিল না, চিন্তাকুলচিত্তে বাহিরে পায়চারি করিতে লাগিল। অল্পকালের মধ্যেই ডাক্তার বাবুকে তাড়াতাড়ি আবার পাঠের গৃহে ডাকা হইল। ছোট ভাইয়ের মুখ মৃতের মত বিবর্ণ, তাহার হাতে একটি হলদে কাগজ।

“ডাক্তার বাবু! তিনি আসিবেন না।”

ডাক্তারবাবু বলিয়া উঠিলেন, “আসিবেন না?” এই বলিয়া টেলিগ্রামটা টানিয়া লইয়া পড়িলেন, “মাপ করিবেন, আমি আপনার বাড়ী যাইতে পারিব না।”

ছোট ভাই পুনরায় বলিল, “তিনি আমার বাড়ী আসিতে পারিবেন না বলিতেছেন। আমি তাঁহার কাছে কি অপরাধ করিয়াছি?”

ডাক্তার তাড়াতাড়ি বলিলেন, “তা কি কখন হয়? আর একটা ফর্ম দিন দিকিন।”

তিনি বসিয়া নিজের নামে লিখিলেন—

• “অল্পগ্রহপূর্বক এখনই চলিয়া আসুন। জীবনমরণের সমস্যা। মেয়েটী ইহার একমাত্র কন্ঠ্য।”

“এই নিন। আমার মনে হয় এইবার আপনি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন।”

ভৃত্যটাকে ফর্ম দিয়া পোষ্ট আফিসে পাঠান হইলে ডাক্তার বাবু এই কথা বলিলেন। “কিন্তু ব্যাপারটা বড় অদ্ভুত। আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না।”

তিনি কাগজটির দিকে চাহিয়া আপন মনে বলিয়া যাইতে লাগিলেন, “এই ডাক্তার বাড়ু্যে বড় লোক। ইনি নিজের চিকিৎসাধীন এক ক্রোড়পতির কন্ঠ্যকে বিবাহ করেন। মেয়েটা তাহার পিতার সমস্ত বিষয়ের উত্তরাধিকারিণী। সুতরাং ইহাকে অঙ্গসংস্থানের জন্য নিজের ব্যবসার উপর নির্ভর করিতে না। সম্ভবতঃ আপনার টেলিগ্রামটা তাঁহার কাণে বিশ্রী ঠেকিয়াছিল, মনে হইয়াছিল আপনি ঘুষ দিতে যাইতেছেন।”

ছোট ভাই বলিল, “তাঁহার সঙ্গে দেখা হইলে আমি ক্ষমা প্রার্থনা করিব।” কিন্তু

ସନ୍ଧ୍ୟା ତାହାର ଏକମାତ୍ର କଳ୍ପା—ତାହାର ସ୍ନେହ—ପୁତ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁଶ୍ୟାୟ, ତখন ସନ୍ଧ୍ୟା ତାହାର ପକ୍ଷେ ହାସ୍ୟ କରା ସମ୍ଭବ ହେଉ, ତାହା ହେଲେ ସେ କେଉଁ ଲୋକ—ତା ସେ କୋଟିପତି ହେଉକି ଆଉ ବାହା ହେଉକି—ସେ ଦଶହାଜାର ଟାକାକେ ତାହାଙ୍କୁ କରିଦେ ପାରେ ହିଁହା ଶୁନିବା ସେ ହାସ୍ୟ ସଂବରଣ କରିତେ ପାରିବ ନା ।

ତଥାପି ସନ୍ଧ୍ୟାର ପର ସନ୍ଧ୍ୟା କାଟିତେ ଲାଗିଲ, ସେ ତାହାର ପାଠଗୃହେ ଯେଉଁର ଉପର ଏତିକି ହେତେ ଓଡ଼ିକେ, ଆବାର ଓଡ଼ିକି ହେତେ ଏତିକେ ପାଞ୍ଚଟାରି କରିତେ ଲାଗିଲ । ସେ ପାଠାଗାରେ ବଡ଼ ଭାଉଁ ତାହାର ସହିତ ପାଞ୍ଚିଶ ବଂସର ପୂର୍ବେ ଶାନ୍ତାଂ କରିଆଛିଲେନ, ଏସବୁଟି ସେ ସବୁ ନହେ । ତାହାର ବିବାହେର ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାର ସେହି ଗୃହ ବହୁଦିନ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ହେଆଛେ । ହିଁହା ଏକାଟି ସୁସଜ୍ଜିତ ପ୍ରେମସ୍ତ କଳ୍ପ । ହିଁହାତେ ଏମନ କିଛି ଥିଲ ନା ସାହା ସେହି ଅତ୍ୟନ୍ତୀକର ଶାନ୍ତାଂକାରେର କଥା ସ୍ମରଣ କରାହୁଆ ଦେୟ । କିଛି ହିଁହା ଥିଲ ନା, କେବଳ ଚିନ୍ତାର ଛାଲା ସନ୍ଧ୍ୟା ସେ ହାଡ଼େ ହାଡ଼େ ବୁଦ୍ଧିତେ ପାରିଲ, ତখন ଏକବାର ସେହି ରାତ୍ରିର ତାହାର ନାଦାର ଚିନ୍ତାର କଥା ତାହାର ମନେ ହେଲ, “ହିଁହା, ନାଦାର ଚିନ୍ତା ନିଶ୍ଚୟହି ଅତି ଦୁଃସହ । ତାହାର ମୂଳ ସତହି ଅକୀର୍ତ୍ତିକର ହେଉକି ନା କେନ, ତାହା ସେ ଦୁଃସହ ସେ ବିଷୟେ ତ ଆଉ ନମେହ ନାହିଁ ।”

ତାହାର ପ୍ରାୟ ଇଚ୍ଛା ହେଲ—ନା, ସେ କଥା ଆଉ ଭାବା ହେବେ ନା । ଏତନ ତାହାର ସେ ଅବସ୍ଥା ହେଆଛେ, ଏକକଳ କଥା ଭାବିଲେ ତଦପେକ୍ଷା ଶୋଚନୀୟ ଅବସ୍ଥା ହେବେ । ଦୀର୍ଘ-କାଳ ଧରିଆ ଚେଷ୍ଟାର ଫଳେ ସେ ସେହି କଷ୍ଟକର ରାତ୍ରିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ଭାବନା ମନ ହେତେ ନିରାଶିତ କରିବାର ଶକ୍ତି ଅର୍ଜ୍ଜନ କରିଆଛେ ।

ଡାକ୍ତାରେର ଉଚ୍ଚ ପ୍ରତିକ୍ଷା କରିତେ କରିତେ ମଧ୍ୟେ ମଧ୍ୟେ ସେ କନ୍ୟାର କଳ୍ପେ ବାହିତେ ଲାଗିଲ । କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିବାରହି ଘାରେ ଆସିଆ ନାହିଁହୁଆ କାମ ପାତିଆ ଶୁନିତେ ଲାଗିଲ, ଗୃହେ ପ୍ରବେଶ କରିତେ ପ୍ରଥମେ ସାହସେ କୁଲାଇଲ ନା । କି ଶୁନିବେ, କି ଦେଖିବେ, କେ ବଳିତେ ପାରେ ? କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିବାରହି ମେୟେଟି ପୂର୍ବେର ସତହି ସନ୍ଧ୍ୟା କରିଆଛିଲ, ‘ଶରୀର ଶ୍ୟାୟ ମିଶାହୁଆ ଗିଆଛେ, ପୁରାପୁରି ସଂଜ୍ଞା ନାହିଁ, ତରୁଣ ବୟସର ସୁନ୍ଦର ସୁଖୀତେ ଅନ୍ତୁତ ଅସ୍ଵାଭାବିକ ବୈବର୍ଣ୍ଣ୍ୟ ବିରାଜ କରିତେଛିଲ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଓଡ଼ିଆର ନିଶ୍ଚିତ—ପ୍ରସନ୍ନସ୍ଵଭାବ, ନୟନସ୍ଵର ଅର୍ଦ୍ଧନିରୀଳିତ । ହାୟ ହାୟ, ତାହାର ମୁଖେ ସେନ ମୃତ୍ୟୁର ଛାୟାପାତ ହେଆଛେ । କିନ୍ତୁ ସେ ମରିଲେ ଚଳିବେ ନା—କିଛିତେହି ତାହାକେ ମରିତେ ଦେଖିଆ ହେବେ ନା—ପୃଥିବୀତେ ମେୟେଟି-କେହି ସେ ଟାକାର ଚେୟେ ବେଶୀ ଭାଲବାସେ—ତାହାକେ ହାରାହୁଆ ସେ ବାଚିତେ ପାରିବେ ନା ।

ମେୟେଟୀର ମାତା—ତାହାର ପତ୍ନୀ—ଶ୍ୟାପାର୍ଶ୍ଵେ ଉପବିଷ୍ଟା ଥିଲ । ତାହାର ପୁତ୍ରଗଣ—

সুন্দর বলিষ্ঠ যুবক তাহার—রোগিণীর পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিল। সে তাহাদের সকলকেই ভালবাসিত, কিন্তু এই একটা মেয়েকে বত ভালবাসিত, তাহাদের সকলকেও তত ভালবাসিত না। কত বৎসর কষ্টাশূন্য অবস্থায় একটা কস্তার আকাঙ্ক্ষা করিয়াছে, ভগবানের নিকট কত কাতব প্রার্থনা জানাইয়াছে, অবশেষে ভগবান তাহার প্রার্থনা পূর্ণ করিয়াছেন, সে কস্তারত্ব লাভ করিয়াছে, কিন্তু এখন আবার তাহাকে হারাইতে বসিয়াছে।

কিন্তু না না, মেয়েটাকে কিছুতেই মরিতে দেওয়া হইবে না। দশ হাজার টাকা! বাঁড়ুঘো সাহেব উপর উপর বে ভাবই দেখান না কেন, তিনি নিশ্চয়ই দশ হাজার টাকার জন্ত যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন।

রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, এমন সময়ে ডাক্তার বাবুর গাড়ী স্বরিত-গতিতে দ্বারে আসিয়া লাগিল। ছোট ভাই বাহির হইয়া বসিবার ঘরে আসিল। তাহার ইচ্ছা হইল জিজ্ঞাসা করে, ডাক্তার বাবু আসিয়াছেন কি? কিন্তু তাহার জিহ্বা জড়াইয়া গেল, শুষ্ক মুখ দিয়া একটা কথা বাহির হইল না। দ্বার খোলা হইতে লাগিল, সে কেবল সংশয়কাতর চিত্তে দ্বারের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। হ্যাঁ, তিনি আসিয়াছেন—ভারতবর্ষের মধ্যে একমাত্র ব্যক্তি যিনি তাহার কস্তার জীবনরক্ষা করিতে পারেন।

• ইনি খুব সুপুরুষ—দীর্ঘাকৃতি ও শ্রামবর্ণ। তাহার চক্ষুদ্বয়—তাহাদের দৃষ্টি কেন ছোট ভায়ের অন্তরের অন্তস্তলে অব্যক্ত গভীর বেদনার স্রষ্টি করিল? সে তখনও নির্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ডাক্তার বাঁড়ুঘো বিনীতভাবে নমস্কার করিলেন, কিন্তু তাহাতে হৃদয়তার লেশমাত্র ছিল না।

অবশেষে অজ্ঞাতসারে তাহার মুখ দিয়া নির্গত হইল, “জয় ভগবান! জয় ভগবান! আপনি আসিয়া পড়িয়াছেন। আপনি ওকে বাঁচাইয়া দিবেন ত?”

চিকিৎসক চক্ষু ফিরাইয়া লইয়া বলিলেন, “আমি উহাকে বাঁচাইবার চেষ্টা করিব।”

পরে, আপনাকে যেন গুরুতর প্রযত্নসহকারে সংযত করিয়া তিনি ছোট ভায়ের মুখের উপর হই চক্ষুর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বলিলেন, “আমি উহাকে বাঁচাইব—যদি মাহুষের ক্ষমতায় কুলায়।”

এই কয়টা কথা বলিয়া তিনি উপরে উঠিতে লাগিলেন, বাঁড়ীর ডাক্তার সসম্মানে তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া চলিলেন।

ছোট ভাই পুনরায় পাঠাগারে প্রবেশ করিল, তাহার সেই কঠোর মুখমণ্ডল টেবিলের উপর নিহিত যুক্ত বাহর উপর স্তম্ভ করিয়া নীরবে ক্রন্দন করিতে লাগিল। পূর্বে আর কবে সে ক্রন্দন করিয়াছে? ওঃ কতদিন পূর্বে! ঐ অশ্রু সঙ্গে সঙ্গে বিচিত্র ঘটনার স্মৃতি ফিরিয়া আসিল।

(৫)

পারিবারিক চিকিৎসক বলিলেন, “মেয়েটাই এইবার সারিয়া উঠিবে। আপনি নিশ্চিন্ত হইতে পারেন। বাড়ুঘো সাহেব তাহার অবস্থা দেখিয়া খুব সন্তুষ্ট হইয়াছেন। সে নিশ্চয়ই সারিয়া উঠিবে।”

ইহা দুইদিন পরের কথা। এই দুই দিন সুবিখ্যাত চিকিৎসক আহাব নিদ্রা-ত্যাগ করিয়া রোগিণীর সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। ভগবৎরূপার স্বীয় নৈপুণ্যে তিনি পাংশুবর্ণ গণ্ডস্থলে স্বাস্থ্যের রক্তিম ফিরাইয়া আনিয়াছেন, নয়নদ্বয়ে এখন প্রাণের সাড়া পাওয়া যাইতেছে, শুষ্ঠাধর ক্ষীণহস্তরেখায় উদ্ভাসিত।

“হাঁ! মেয়েটাই সারিয়া উঠিবে। চিকিৎসা সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে ব্যবস্থা করিয়া যাইতেছি। ডাক্তার মিত্র এইবার রোগিণীর ভার লইয়া তাহাকে সম্পূর্ণরূপে সুস্থ করিতে পারিবেন।”

ডাক্তার সাহেব কথা কহিতে কহিতে তাহার নেকটাই ঠিক করিতেছিলেন। রোগীর সহিত তাহার ব্যবহার যতদূর সদয় হইতে হয়, সর্বদা অবহিত, স্বার্থলেশশূন্য, সৌজন্যপূর্ণ, করুণামাষা, কিন্তু তাহার পিতার প্রতি ব্যবহার—সর্বপ্রথমে ঘেমন, এখনও তেমনি—অত্যন্ত দুরত্বের পরিচায়ক।

ছোট ভাই বলিল, “আপনাকে ধন্যবাদ দিবার ভাষা খুঁজিয়া পাইতেছি না। আমার বাহা কিছু আছে, তাহার মধ্যে ঐ মেয়েটাই সর্বাপেক্ষা প্রিয়। তাহাকে হারাইয়া আমি প্রাণ ধারণ করিতে পারিতাম না। কিন্তু অমুগ্রহপূর্বক এই নিন—”

তিনি ভয়ে ভয়ে—ডাক্তারের ভাবভঙ্গীতে এরূপ ভয় না হইয়া যায় না—একখানি দশ হাজার টাকার চেক বাড়াইয়া দিলেন।

ডাক্তার বাবু, হাত নাড়িয়া চেকখানি সরাইয়া দিয়া বলিলেন, “কিছুতেই না। আমি আমার কর্তব্য করিয়াছি মাত্র। আমি কিছুতেই আপনার কাছ থেকে টাকা লইতে পারি না।”

“কিন্তু ডাক্তার বাবু, আমি ত এমন কথা ভাবিতেও পারি না। আপনার

কী আপনি লইবেন না? ইহা যে অভূতপূর্ব ব্যাপার! আজ দু'দিন ধরিয়া খাটুনি—কলিকাতা হইতে এতদূরে! এ কিছুতেই হ'তে পারে না। অল্পগ্রহ করিয়া অন্ততঃ আমার তৃপ্তির জন্য আপনি ইহা গ্রহণ করুন।”

ডাক্তার বাঁদুঘোষে অবিচলিতভাবে বলিলেন, “এমন একদিন আসিয়াছিল, যখন এই টাকার পাঁচ ভাগের এক ভাগের চেয়ে একটা জীবন রক্ষা হইত—তাইটা জীবন রক্ষা হইত। কিন্তু সে সময় আর নাই।”

পাঁচ ভাগের এক ভাগ! দু'হাজার টাকা! ওঃ! ছোট ভায়ের মনে পড়িল! বস্তার মত ঐ কষ্টকর স্মৃতিগুলি তাহাকে আপ্লুত—অভিভূত করিয়া কেলিল। কিন্তু ডাক্তার বাঁদুঘোষে জানিবেন কিরূপে?

সে স্থলিতকণ্ঠে বলিল, “এমন কি কোন উপায় নাই, একেবারেই কি কোন উপায় নাই, বাহাতে আমি আপনার ঋণ পরিশোধ করিতে পারি?”

“হাঁ, একটা উপায় আছে, মাত্র একটা। যখন আপনার মনে হইবে আমি ভগবৎকৃপায় আপনার কস্তার জীবনরক্ষা করিয়াছি, তখন একথাও মনে করিবেন যে, আপনিও ইচ্ছা করিলে আমার মাতার জীবন রক্ষা করিতে পারিতেন। আর আমার পিতার কথা বলিতে গেলে—না থাক, যথেষ্ট হইয়াছে,—শুধু এই কথাটা মনে রাখিবেন। আপনি আমার মাতার জীবন রক্ষা করিতে পারিতেন। মনে রাখিবেন! আমি কেবল এইটুকুমাত্র চাই। এখন আসি।”

যখন কৃষ্ণবর্ণ জলন্ত নেত্রদ্বয় তাহার উপর নিপতিত হইল, সে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, “একটা কথা বলিয়া যান। আপনার নাম বাঁদুঘোষে! আপনি কে?”

“আমার বিবাহের সময় একটা সম্পত্তি লাভের সৰ্ত্তে আমার নাম পরিবর্তিত হয়। আমি আপনার ভ্রাতৃপুত্র—জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সন্তান—যেঁ ভাইকে আপনি ইচ্ছা করিলেই মৃত্যু অপেক্ষা ভীষণ অপযশের হাত হইতে রক্ষা করিতে পারিতেন, কিন্তু করেন নাই। তাহার কারাবাসে আমার মাতার মৃত্যু হয়। যখন তিনি কারাগার হইতে বাহির হইলেন, তখন আমার মাতার প্রতিকৃতিমাত্র দেখিতে পাইলেন। আমি শুধু এইটুকু চাই—মনে রাখিবেন।”

এইকথা বসিয়া তিনি চলিয়া গিয়াছেন।

প্রায়কাল। সন্ধ্যা সমাগতপ্রায়। এক কৃষ্ণকায় পুরুষ ব্যক্তি ডাক্তার

বনোপাধ্যায়ের বাড়ীর দোর ঠেলিতেছিল। যখন এই ব্যক্তি দরজার দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতেছিল, তখন স্বর্ধ্যাস্তের রক্ত আভা লতাসমাচ্ছন্ন স্তম্ভসমূহের উপর আসিয়া পড়িয়াছে। কেন জানি না, এই লাল আলোকে আর এক সন্ধ্যার স্মৃতি তাহার মানসপটে প্রতিফলিত হইল। ওঃ! কত বৎসর পূর্বের ঘটনা! স্বর্ণ-নির্মিত বৃত্তাকার বস্ত্র—উজ্জ্বলিত জলরাশির উপর ঘুরিতেছে, ফিরিতেছে, চিক্‌চিক্‌ করিতেছে, একটি ছোট ছেলের হৃদয় নিরুদ্ধ শোকাবেগে ছুপ দাপ্‌ করিতেছে, পরে ভ্রাতার মেহময় বাহুস্পর্শ—আকস্মিক আনন্দ—অপ্রত্যাশিত উপহার!

তাহার আকারে-প্রকার, ভাব-ভঙ্গিতে, মুখমণ্ডলে গভীর পবিত্রতাপের লক্ষণ পরিস্ফুট। গত কয়েক সপ্তাহ হইতে, সে একটু নীচু হইয়া চলিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহার মস্তক নিম্নাভিমুখী, চখের চতুর চাহনির স্থলে এখন অর্দ্ধ-উদ্বিগ্ন অর্দ্ধ-অনুন্নয় পূর্ণ দৃষ্টি বিরাজিত।

মহামহিমশালী দারওয়ান আসিয়া দোর খুলিয়া দিয়া গেল। হাঁ, ডাক্তার সাহেব বাড়ীতে আছেন। তিনি কি ভিতরে আসিয়া বসিবেন? কি নাম?

সে আবেগকম্পিত কণ্ঠে উত্তর করিল, নাম সে বলিতে চাহে না। ডাক্তার সাহেব যদি—

তাহার কথায় বাধা পড়িল। ডাক্তারবাবু উঠান পার হইবার সময় তাহাকে দেখিতে পাইয়া অগ্রসর হইয়া আসিলেন।

আগন্তুক বলিল, “আমি কি নিম্নার্জনে তোমার সহিত কথা কহিতে পারি? আমি শুধু এইজন্তই কলিকাতায় আসিয়াছি।”

ডাক্তার ঘাড় হেঁট করিয়া সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। মুহূর্তকাল পরেই তাহারা রোগী দেখিবার গৃহে দাঁড়াইলেন। সেখানে আর কেহ ছিল না।

ছোট ভাই বলিল, “আমি আসিয়াছি, যতদূর সম্ভব পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে; আমাকে ক্ষমা করিবার জন্ত অনুন্নয় বিনয় করিতে। মেয়েটী আমার ভাল আছে, কিন্তু মনে আমার শাস্তি নাই—কি দিনে কি রাক্তিতে আমার মুহূর্তকাল শাস্তি নাই।”

তরুণ চিকিৎসক গম্ভীরভাবে বলিলেন, “আমার ইহা বেশ বিশ্বাস হয়। আমার ক্ষমাতে যদি আপনার কোন উপকার হয়, আমি অকুণ্ঠিতচিত্তে আপনাকে ক্ষমা করিতেছি।”

“কিন্তু তোমার পিতা—আমার দাদা? আমি কি তোমার পিতার সঙ্গে একবার দেখা করিতে পারি?”

এই বলিয়া পুরুষের বৃদ্ধ অবনতমস্তকে অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিল।

“আপনি জানেন, তিনি এখানে এই বাড়ীতে আছেন?”

“আমি জানিতাম না—তবে অনুমান করিয়াছিলাম। তাঁহার নিশ্চয়ই কালকের ঘটনার মত সব কথাই স্পষ্ট মনে আছে? তিনি কি একবার আমার সঙ্গে দেখা করিবেন?”

“আপনি তা হ’লে তাঁর অবস্থার কথা অবগত নহেন?”

ছোট ভাই বলিয়া অজ্ঞাত আশঙ্কায় ভ্রাতৃপুত্রের দিকে চাহিল।

“তাঁহার দীর্ঘকালব্যাপী অশান্তির মধ্যে মস্তিস্করোগের সূত্রপাত হয়। বহু বর্ষ ধরিয়া তিনি ক্ষুদ্র বালকের মত রহিয়াছেন—সম্পূর্ণ অসুখী। মন তাঁহার স্নেহ মনতায় দয়ামায়ার পূর্ণ। কিন্তু তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তি ও স্মৃতিশক্তি চিরতরে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। আর এখন—অনেক দিন হইতেই তাঁহার জীবনদীপ ক্রমশঃ নিবিয়া আসিতেছে—আপনি আসিয়াছেন দেখিয়া আনন্দিত হইয়াছি। আপনি একেবারে ঠিক সময়েই আসিয়াছেন।”

ছোট ভাই বলিয়া উঠিল, “আমাকে তাঁহার সহিত দেখা করিতে দাও, এখনই আমাকে তাঁহার সহিত দেখা করিতে দাও।”

চিকিৎসক নিঃশব্দে সুদীর্ঘ সোপানশ্রেণীর উপর দিয়া পথ দেখাইয়া চলিতে লাগিলেন। পার্শ্ববর্তী সুবৃহৎ গব্যাক্ষপথে দুয়বর্তী শ্রোতস্বিনী দৃষ্টিগোচর হইল। পুনরায় সেই নদীর জলের রস্তু আভা তাহার সেই বহু দিন পূর্বেকার নদীর স্মৃতি জাগাইয়া তুলিল।

তাঁহার পুনরায় পশ্চিমদিকে চলিতে চলিতে একটা চমৎকার ঘরে আসিয়া পৌঁছিলেন। এখনও রক্তবর্ণ রশ্মিরাশি গৃহে বিক্ষুরিত হইয়া পড়িতেছিল। বোধ হইল রোগীর স্বচ্ছন্দ্যের অল্প যত প্রকার বস্তুরোগীর ঘরে থাকা সম্ভব সেই সবই এই ঘরে সম্ভবীকৃত রহিয়াছে। একটা সুন্দরী তরুণী রোগীর শয্যাপার্শ্বে চোঁকি হইতে উঠিয়া বাহির হইয়া গেলেন। ডাক্তার বলিলেন, আমার পত্নী। ছোট ভাই যত্নচালিতের মত স্বাড়া নাড়িলেন। তাঁহার চক্ষুধর্ম তরুণীকে ছাড়িয়া যে শয্যাপার্শ্বে তরুণী উপবিষ্টা ছিলেন, সেই শয্যার অভিমুখে বিচরণ করিতে লাগিল।

শয্যাভীতে খেলনা ও ছোট ছেলের ছবি ছড়ান ছিল। আর সেই শয্যার মধ্য-ভাগে একটা ক্ষীণ হস্তে খেলনা লইয়া আর কিছু দূরে আর একটা খেলনায় সম্মিত দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বালিশের সাহায্যে উচু হইয়া শুইয়াছিলেন—একজন বৃদ্ধ।

একজন বৃদ্ধ, কিন্তু তথাপি—সেই কৃষ্ণবর্ণ চক্ষুর্ধর—এখনও করুণাপূর্ণ, যদিও দৃষ্টি কতকটা শূন্য—খেলনার উপর নিবদ্ধ রহিয়াছে! সেই কৃষ্ণবর্ণ মস্তক—এখনও তাহার নিম্নের মত তাঁহার চুল পাকে নাই—যে মস্তক তাহার বালকোচিত স্নহ-হঃখের কাহিনী শুনিবার জন্য কতবার নত হইয়াছে। তিনি প্রকৃতপক্ষে বৃদ্ধ নহেন—তাঁহার ত বৃদ্ধ হইবার কথা নহে, অন্ততঃ বয়সের দিক্ দিয়া। তিনি অতি ভরুণ, ডাক্তার বাঁড়ুয্যে যথার্থই বলিয়াছিলেন, তিনি একটা ছোট ছেলে।

তিনি আনন্দে বলিয়া উঠিলেন, “স্বরেশ, একবার দেখত! এই খেলনাগুলি সত্যিই অদ্ভুত। ও যদি বিছানা থেকে লাফাইয়া পড়িয়া ঘরের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায় তাহা হইলে আমি আশ্চর্য্য হইব না।”

নিম্নের করনায় নিম্নেই হাসিতে হাসিতে তিনি চাহিয়া দেখিলেন। ছোট-ভায়ের সহিত দৃষ্টিবিনিময় হইল।

তাঁহার দক্ষিণহস্ত খেলনা লইয়া ব্যস্ত ছিল, বাম হাতে আগন্তকের বাহু ধারণ করিয়া বলিলেন, “তুমি কেমন আছ? তোমাকে দেখে বড় খুসী হলাম।”

ডাক্তার বাঁড়ুয্যে অতি সন্তর্পণে শয্যাপার্শ্বে আসিয়া বলিলেন, “এ ভদ্রলোকটাকে আপনি কি চেনেন? আপনার কি মনে পড়ে—আপনার ছোট ভাইকে?”

মুহূর্ত্তকাল বৃদ্ধ যেন হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন, তাহার পর একদৃষ্টে আগন্তকের দিকে তাকাইয়া চুপ করিয়া রহিলেন। ছোট ভাই আর নিম্নেকে দমন করিতে পারিল না। সে শয্যাপার্শ্বে দাদার পায়ের উপর পড়িয়া বলিল, “দাদা! দাদা! একটা বার বল তুমি আমাকে চিনিতে পারিয়াছ। একটীবার তোমার মুখে যেন শুনি, রতন তোকে আমি ক্ষমা করিলাম!”

এক সময়ের সুপরিচিত ঐ নামটা শুনিবামাত্র বৃদ্ধের মুখমণ্ডল পুনরায় বুদ্ধির দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। তিনি তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ভ্রাতার অমুতাপাবনত দৃষ্টির দিকে চাহিলেন পরে মীত্রে ধীরে বলিলেন, “রতন, ছোট ভাইটি আমার।” এই

বলিয়া পূর্বের ন্যায় এক সময়ে অত সুন্দর এক্ষণে পুরুষের মস্তকে হস্ত ন্যস্ত করিলেন।

পুনরায় তিনি বলিলেন, “রতন, ছোট ভাইটি আমার। কি হয়েছে বলত ? আবার বুড়ো কেলো উৎপাত করেছে ? কিছু ভাবিস নি ভাই। তুই আর একটা বড়ী পাবি। আমার টাকা নেই বটে, কিন্তু আমি মকটকে ত বিক্রী কর্তে পারি। আয় ভাই, কি হয়েছে সব বলত।”

তার পর প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া তিনি পাশ ফিরিয়া ছুই বাহু দিয়া ছোট ভায়ের গলা জড়াইয়া ধরিলেন। এইবার সব নিস্তক্স।

যখন সকলে মিলিয়া তাঁহার হাত ছাড়াইয়া লইয়া মুখ তুলিয়া ধরিল, তখন তাঁহার মুখে পরিতৃপ্ত শিশুর ন্যায় শুভ্র স্মিতধারা বিরাজ করিতেছে। আর শিশুর মত তিনি নিদ্রায় মগ্ন—তাঁহার শেষ নিদ্রায় নিমগ্ন। *

শ্রীকৃষ্ণীশচন্দ্র শর্মা

পবনদূত।

[পণ্ডিত শ্রীধামিনীকান্ত সাহিত্যাচার্য]

সুন্দরতম চন্দনগিবি বিবিধ বিলাস ধাম,

আছে সেথা পুরী চিত্ররথের ‘কনক নগরী’ নাম।

উন্নত তার স্বর্ণপ্রাসাদে এতই মাধুরী মাখা

দেখে মনে হয় অমরাবতীর বেন সে নবীন শাখা ॥

আছে সেথা এক রমণীরতন নাম কুবলয়বতী,

পুষ্প জিনিয়া পুষ্পশরের শর সে তীখন অতি।

* ইংরাজী হইতে অনূদিত।

একদা বালিকা বিজয়াস্ত্রিধানে লক্ষ্মণসেনে দেখি
পড়িলা অমনি কুন্তুমণরের বিষম শাসনে ঠেকি ॥

কহিতে না পারি সরমে সখীয়ে বিষম মদন জালা
হইতে লাগিলা দিন দিন ক্ষীণ পাণ্ডু বরণ বালা ।

এল মধুমাস মলয় বাতাস উত্তর পথে বহে
দেখিয়া ছুখিনী প্রণমি মন্দ গন্ধবহেরে কহে ॥

ওগো দক্ষিণ চিত্তের মত সত্ত্বর গতিমান,
জানিগো তোমাতে তুমি এ বিখে নিবাসময় প্রাণ ।
চরণে বিনতি শুন সদাগতি শুন মোর নিবেদন,
মহাজন তুমি ব্যর্থ করনা প্রার্থনা কদাচন ॥

হেরি রঘুবরে বিরহ বিধুর মুছাতে নয়ন নীর,
গোপ্পদ সম তরিলা অসীম জলাধিরে মহাবীর ।
তুমিও তেমতি বাও লঘুগতি রাখ এ ছুখিনী প্রাণ
চন্দনগিরি গৌড়নগরী কতটুকু ব্যবধান ॥

যেও সেথা তুমি যেও সমীরণ মধুময় মধুকালে,
ঘন উপবন শ্রামলিমা তার লেগেছে গগনভালে ।
দেখি নিরঞ্জন কহিও রাজ্যনে এদশা দাক্ষণ ঘোর !
জন্ম যে ভব জগতে পরের মুছাতে নরন লোর ॥

পাথের লইয়া সন্দেশবহ চন্দন পরিমল,
সত্ত্বর পদে যাত্রা কর এ ছাড়িয়া মলয়াচল ।
মৎসর-মতি ভুজ্জগেরা অতি মত্ত শরতে সবে
সন্ধান পেলে এখনি তোমাতে গঙ্ঘ্য করি লবে ॥

ছাড়ি শ্রীখণ্ড পাণ্ড্য প্রদেশ ছুটি ক্রোশ ব্যবধান,
ধরলীর সে যে মণিময় মহামণ্ডন দ্যুতিমান ।
বিজ্ঞাসন পুণ্ডরীকবন বিরচিত শ্রামরেখা
তাত্রপলী তীরে পাবে সেথা উরগপূরীর দেখা ॥

বাতায়ন পথে পশি' সমীরণ সৌধহৃদয়ে, তার
খুলে দেয় যত সুরতখিন তরী-কবরীভার ।

পরে ধীরে ধীরে মধুরে মধুরে সাদরে বীজন করি,
মুছায়ে যতনে ঘর্ষজালক ক্রান্ত কপোল'পরি ॥

আছে সেথা সেতু প্রস্তরময় শৃঙ্খল জলধির,
বিহারগিরি সে ভুজগপুরীর বিলাসিনী বিলাসীর ।

হইয়া অসহা সর্বসংসহা যেন গো তনয়াহুখে
সাম্বনা দিতে প্রসারিছে কর লঙ্কার অভিযুখে ॥

দক্ষিণাপথ মুকুটের মণি কাঞ্চীতে বেঁও পরে,
বিলাস ভবন গৌরবে সে যে স্বর্গ গরব হরে ।

চতুর অতলু ধরি ফুলধনু প্রহরীর মত ঘুরি
সারাটি রঞ্জনী আপনি জাগিয়া জাগায়ে রাখে সে পুরী ॥

সেথা দলে দলে সুবলার জলে পঙ্কজ-নয়নারা
করিছে নিয়ত জল-কেলি কত মত্ত পাগল পারা ।

বিহার রভসে' যদি কভু খসে বক্ষ বসনধানি
দেয়গো সুবলা লহরীর করে ফেন অঞ্চল টানি ॥

চুড়াচাঁদধানি চরণে বাধে যে গোরী করিলে মান,
দেখিবে সেথা সে চন্দ্রচূড়ের গন্দির স্ন্যহান্ ।

মনে হবে দেখি দেবদালীদের ত্রিবলীর রেখাপাত
গড়িতে তাদের শ্রোণিধানি বুঝি বিধির কেঁপেছে হাত ।

স্বরত-কান্তরা ঢোল-সুবতীরা দেখা যদি ভব পায়,
অমনি আঁকড়ি বুক লবে ধরি কি করি এড়াবে তার ।

কুটিল-অলক-সঙ্কুল তাহে পিচ্ছিল ঘনসারে
অলিত না হয়ে গণ্ডে তাদের কে বল রহিতে পারে ॥

কাঞ্চী ছাড়িয়া কাবেরীতে বেঁও দেখিবে তীরেতে তার,
বিহগ-মুখর কুঞ্জ বিতান কেলিগৃহ কুলটার ।

প্রিয়ার পরশসম স্নমধুর, স্বচ্ছ জোছনাসম,
ভিক্ষাজীবীর জীবনের মত জল তার লঘুতম ॥

কেরলীর কুচন্দনরসে পাণ্ডুবর্ণা ধনী,
গর্ভ করে সে ভাগীরথীসম স্নভগা নিজেই গণি ।
শ্লিষ্ট হইয়া গোত্র জলধি সময়ে চরণে লুটি,
কহিছে নিরন্ত চাটুকথা কত লুকাতে আপন ক্রটি ॥

জল-কেলি-রত দক্ষিণাপথ খঞ্জননয়নার
লহরী আঘাতে টুটে যায় যদি বন্ধের মোতিহার,
কুন্দকুসুম স্নমর তার তুলিয়া শীকর পাতি
দিও তুমি পুন দিও সমীরণ ছিন্ন সে মালা গাঁথি ॥

স্নিগ্ধ শ্রামল উপলথণ্ডে মণ্ডিত স্নমহান্
ধরণীর বেন চিকুরের চূড়া গিরি সে মাণ্যবান্ ।
আজিও বাহার গ্রন্থ গ্রন্থে নির্ঝর জল ছলে
ভাসিছে নিরন্ত সীতাবিরহিত রাঘবের অঁখি জলে ॥

পঞ্চাঙ্গর নামে আছে এক স্নমর সরোবর
মাণ্ডকর্ণি বেধে ছিল যার সলিলে বিলাস ঘর ।
আজিও তাহার তটতরুণে মুগ্ধা হরিনী বধু
কাণ পাতি রহে করিবারে পান অপ্সরা-গীতমধু ॥

অশোক-গুবাক-মণ্ডিত চারু উজ্জানে ঘেরা পাশ
পথে পথে কত পল্লী দেখিবে দেখে না মিটিবে আশ ।
ধ্বসিছে নিরন্ত তরুণেরা কত তরুণী পীরিতি তরে
কে কোথা রয়েছে পীনপয়োধরা অতিথিরে সেবা করে ॥

অন্ধ্রে দেখিয়া গোদাবরী নদী জনপদবধু-প্রিয়া
বেণে কলিঙ্গে 'নগরী' তোমারে বরিবে আরতি দিয়া ।
দেখ যদি কোন তরীতে সেথা থিনা সুরতশেষে
অঙ্গজড়িমা মুছে দিও তার বাতান্ন পথে এসে ।



সৈকতে করি সোপান রচনা লহরী করিছে খেলা।

ফলভারনত পুগতরুধেরা যেও সে সাগর বেলা।

ঘুরি ঘুরি সেথা সিদ্ধবধূরা মধুরে গাহিছে গান

দূর হতে দূরে দিও গো বিথারি শব্দবহ সে তান ॥

বিক্যচরণে কোথাও দেখিবে কুঞ্জবিতান তার

স্রয়যুবতীর প্রৌঢ়বিহারে ভ্রষ্টস্বযাভার।

কোথাও দেখিবে মন্তগজের দৃপ্ত পুরুষ রবে

চঞ্চল আঁখি ইতি উতি চায় তন্তা শবরী সবে ॥

কুঞ্জ বাহার সিস্ত নিয়ত শবরী সিনান নীরে,

যেও সখে সেই বেণুবনঘেরা নন্দদা নদী তীরে।

আসিলে সেখানে তরুণের প্রাণে এত জাগে অভিনায়

সিস্তবসন পরিহারে প্রিয়া পায়না গো অবকাশ ॥

কোথাও দেখিবে বিহগমুখর দুর্গম বনরাশি,

করিও সেখানে নির্ঝাধে প্রিয় স্বৈরবিহার আসি।

অভিমানময়ী খিল্লীয়া সেথা মন্ত কেশরিনাদে

কম্পিত হিয়া আপনি আসিয়া বধুরে বাহতে বাধে ॥

ভাষার উপর সাদৃশ্যের প্রভাব

(৪)

Quintuplet

পূর্বে যমজ সন্তানের কথাই শুনা যাইত, এক্ষণে কালের প্রভাবে একসঙ্গে চার পাঁচটা সন্তান প্রসবের বৃত্তান্তও বিরল নহে। এই ভাবের পাঁচটা সন্তানকে ইংরাজীতে quintuplet বলে। quadruple শব্দটি প্রাচীন, উহা লাতিন quadruplus হইতে আসিয়াছে। এই quadrupleএর দৈর্ঘ্য দেখি quintuple

হইল। Doublet, tripletএর দেখাদেখি quadruplet, quintupletও হইল। আবার duplicateএর দেখাদেখি quintuplicate হইল। Duplicate শব্দটা স্তম্ভপ্রত্যয়ান্ত লাতিন duplicatum হইতে আসিয়াছে। Quadruplicateও quadruplicatum হইতে আসিয়াছে। Quintuple ও quintuplicate লাতিনে পাওয়া যায় না, ঐ শব্দগুলি সাদৃশ্যমূলক নতন সৃষ্টি।

Fifth

এইরূপ চতুর্থবাচক fourth শব্দটা প্রাচীন ইংরাজী feordha, মধ্য ইংরাজী feordhe, ferdhe হইতে উৎপন্ন, স্মরণ্য ব্যাকরণসঙ্গত। পঞ্চমবাচক fifth শব্দটা প্রাচীন ইংরাজী fifta, মধ্য ইংরাজী fifte হইতে নিপ্পন্ন, স্মরণ্য উহা fifth না হইয়া fift হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু fourth প্রভৃতির দেখাদেখি ‘t’ স্থানে ‘th’ হইয়াছে।

পঞ্চম

সংস্কৃতে পঞ্চম অর্থে ‘পঞ্চথ’ শব্দই প্রাচীন ও ব্যাকরণসঙ্গত। ক্রমশঃ সপ্তম, অষ্টম, নবম ও দশম-এর দেখাদেখি পঞ্চম শব্দ চলিতে লাগিল, আর এই নতন শব্দটা এমন ভাবে উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসিল, যে ‘পঞ্চথ’ শব্দের আর স্থান রহিল না। এইরূপে চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠের দেখাদেখি প্রাচীন সংস্কৃতেও কোন কোন স্থানে সপ্তম দেখা যায়, কিন্তু অত্যন্ত ভাষার সহিত তুলনা করিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে এঁহুলে সপ্তম শব্দটাই মূল, সপ্তম শব্দ সাদৃশ্যমূলক। সংস্কৃত সপ্তম, নব্য পারসীক হাফ্তম, গ্রীক hebdomus, লাতিন septimus—সর্বত্রই ‘ম’ দেখা যাইতেছে, স্মরণ্য ‘ম’ই যৌলিক।

প্রথম

প্রথম শব্দটাও অনেকের মতে সাদৃশ্যমূলক। মহর্ষি যাস্ক তাঁহার নিরুক্তে বলিয়াছেন—প্রথম ইতি মুখ্যনাম প্রত্যমো ভবতি। টীকাকার হর্গাচার্য ইহা ব্যাখ্যা করিয়াছেন—প্রথমাঃ প্রকৃষ্টতমা মুখ্যা ইত্যর্থঃ। এই মতে যেমন শত, সহস্র প্রভৃতি শব্দের উত্তর পূরণ অর্থে ‘তম’ প্রত্যয় হয়, প্রণবের উত্তরও সেই ভাবে ‘তম’ প্রত্যয় হইয়া ‘প্রতম’ হইল। চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ শব্দে ‘থ’ আছে বলিয়া এই

প্রত্যয়ের 'ত'টী 'থ' হইয়া গেল। পাশ্চাত্য জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ শাব্দিক Brugmann এই মত স্বীকার করিয়াছিলেন। আজকাল কিষ্ট কেহ কেহ অন্তর্ভাবে শব্দটীর নির্বচন প্রদর্শন করেন। Wackernagel এর মতে প্রশংসার উত্তর থ ও ম এই দুইটী আতিশায়নিক প্রত্যয় (superlative suffix) এর যোগে প্রথম শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। Bartalomaes মতে parthama, prthama হইতে প্রথম শব্দের উৎপত্তি।

উগাদি শব্দের মতে প্রথ-ধাতুর উত্তর অমচ্ প্রত্যয় করিয়া প্রথম হইয়াছে। এইমত সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। উগাদিশব্দের অধিকাংশ ব্যুৎপত্তিই বৈয়াকরণগণের সম্মত নহে। এই কারণে "উগাদয়োঃ ব্যুৎপন্নানি প্রাতিপদিকানি" এই মত প্রচলিত হইয়াছিল। বচনটীর অর্থ উগাদি প্রত্যয় নিষ্পন্ন শব্দগুলিকে অব্যুৎপন্ন প্রাতিপদিক ধরিতে হইবে অর্থাৎ উগাদিতে যে ব্যুৎপত্তি প্রদর্শিত হইয়াছে, ঐ ব্যুৎপত্তি ব্যুৎপত্তিই নহে।

ঈ ও তল্

বেদে ভাবার্থে 'তা' প্রত্যয় করিয়া গোটা পচিশেক শব্দ ও 'ত্ব' প্রত্যয় করিয়া গোটা চল্লিশেক শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। 'ত' ও 'ত্ব' প্রত্যয় সাধারণতঃ বিশেষ্য ও বিশেষণের উত্তর হইত, যথা, দেবতা (দেবত্ব), বন্ধুতা (বন্ধুত্ব), পুত্রতা ইত্যাদি। মমশব্দের উত্তর 'তা' করিয়া মমতা ও ত্রিশব্দের উত্তর 'তা' করিয়া 'ত্রৈতা' শব্দও বেদে দেখা যায়।

পরবর্তী সংস্কৃতে কিন্তু ভাব অর্থে যে কোন শব্দের উত্তর ঈ ও তল্ প্রত্যয় হইতে লাগিল। এইজন্যই জগদীশ তর্কালঙ্কার তাঁহার শব্দশক্তিপ্রকাশিকায় সমাসের লক্ষণ করিলেন—

! বাদৃশস্ত মহাবাক্যাস্তদ্বাদিনির্জার্থকে।

বাদৃশার্থস্য ধীহেতুঃ স সমাসস্তদর্থকঃ ॥

অর্থাৎ যে মহাবাক্যের উত্তর স্বপ্রভৃতি প্রত্যয় অর্থাৎ ঈ ও তল্ প্রত্যয় নিজের অর্থ সম্বন্ধীয় স্বরূপ অর্থপ্রতীতির হেতু হইবে সেই অর্থে সেই মহাবাক্য সমাস বুদ্ধিতে হইবে।

সহজ কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, যে স্থলে মহাবাক্যের উত্তর ভাব অর্থে

ঐ ও তা প্রত্যয় করিলে ঐ ও তা প্রত্যয়ের অর্থটা সমস্ত মহাবাক্যের অর্থ দ্বারা বিশেষিত হইবে, সে স্থলে সমাস বৃদ্ধিতে হইবে, কিন্তু যে স্থলে মাত্র সেই মহাবাক্যের একদেশ দ্বারা বিশেষিত হইবে সে স্থলে সমাস হয় নাই বৃদ্ধিতে হইবে। যেমন “রাজপুরুষ” একটি মহাবাক্য আর “রাজঃ পুরুষঃ” আর একটি মহাবাক্য। রাজপুরুষ শব্দের উত্তর ঐ প্রত্যয় করিলে রাজপুরুষ শব্দের অর্থ হইবে রাজপুরুষের ভাব। এস্থলে ঐ প্রত্যয়ের অর্থ যে ভাব তাহা সমগ্র রাজপুরুষের দ্বারা বিশেষিত হইতেছে, ঘটের ভাব নহে, পটের ভাব নহে, মঠের ভাব নহে, রাজপুরুষের ভাব। কিন্তু রাজঃ পুরুষঃ এস্থলে ঐ প্রত্যয় করিলে রাজঃ পুরুষ শব্দের অর্থ পুরুষের ভাব। এস্থলে ঐ প্রত্যয় করিলে রাজঃ পুরুষ হইল, পুরুষ শব্দের অর্থ পুরুষের ভাব। এস্থলে ঐ প্রত্যয়ের অর্থ শুদ্ধ পুরুষ শব্দের অর্থ দ্বারা বিশেষিত হইল, প্রথমস্থ রাজপুরুষের সহিত ইহার কোন সম্বন্ধ রহিল না। সুতরাং “রাজপুরুষঃ” এস্থলে সমাস হইয়াছে ও “রাজঃ পুরুষঃ” স্থলে সমাস হয় নাই বৃদ্ধিতে হইবে।

সুতরাং শব্দশক্তিপ্রকাশিকার সমাসলক্ষণের তাৎপর্য্যার্থ এই—ভাবপ্রত্যয়ের প্রকৃতিভূত মহাশব্দই সমাস।

শব্দশক্তিপ্রকাশিকার এই লক্ষণটির পর্যালোচনা করিলে বুঝা যায়, জগদীশ প্রথমে একটি সমস্ত পদ ও তদ্ব্যবহৃত ব্যস্ত পদগুলি লইয়া তাহাদের মধ্যে কি তফাৎ তাহা বাহির করিবার চেষ্টা করিলেন। তিনি দেখিলেন—

রাজঃ পুরুষঃ ও রাজপুরুষঃ এই দুইটির মধ্যে বিশেষ এই যে উভয়ের উত্তর যদি একটি প্রত্যয় যোগ করা হয় তাহা হইলে প্রথম স্থলে সেই প্রত্যয়টির অর্থ পুরুষদ্বারা বিশেষিত হইবে ও দ্বিতীয় স্থলে তাহার অর্থ রাজপুরুষ দ্বারা বিশেষিত হইবে। সুতরাং তিনি বৃদ্ধিতে পারিলেন যদি এমন কোন প্রত্যয় পাওয়া যায় যাহা যাবতীয় সমস্ত (compound) পদের উত্তর হইতে পারে তাহা হইলে সমাসের লক্ষণ (definition) লইয়া আর বেশী মাথা ঘামাইতে হয় না। প্রত্যয়ের অন্বেষণ করিয়া দেখিলেন সকল প্রাতিপদিকের উত্তরই ঐ ও তা প্রত্যয় হইতে পারে, তাই তিনি এইভাবে সমাসের লক্ষণ করিলেন।

ইহা হইতেই স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে কালক্রমে ঐ ও তা প্রত্যয়ের কিরূপ প্রসার ঘটিয়াছিল।

দেখা গেল বেদে মাত্র কয়েকটি শব্দের উত্তর ভাব অর্থে ঐ ও তা (তন্)

প্রত্যয় হইত, কিন্তু পরবর্ত্তী সংস্কৃতে প্রায় যে কোন শব্দের উত্তরই ভাব অর্থে প্রত্যয় দুইটী হইতে পারিত।

ইমনিচ্

পাণিনি ভাব অর্থে প্রাতিপদিকবিশেষের উত্তর অণ্‌ ঘ্যঞ্ ও ইমনিচ্ প্রত্যয়েরও বিধান করিয়াছেন। তন্মধ্যে ইমনিচ্ প্রত্যয়ের দুইটী স্তর আছে—

১। পৃথাদিত্য ইমনিজ্ বা ৫।১।১২২ ॥

পৃথু প্রভৃতি শব্দের উত্তর বিকল্পে ইমনিচ্ প্রত্যয় হয়। পৃথু প্রভৃতি বলিতে পৃথু মূহু মহং পটু তল্ল লঘু বহু সাধু অণু আশু বহল গুরু দণ্ড উরু খণ্ড চণ্ড বালু অকিঞ্চন হোড় পাক বংস মন্দ স্বাহু হ্রস্ব দীর্ঘ প্রিয় বুয ঋজু ক্ষিপ্ৰ ও ক্ষুদ্র বৃষ্টিতে হইবে।

২। বর্ণদৃঢ়াদিত্যঃ ঘ্যঞ্ চ। ৫।১।১২৩ ॥

বর্ণবিশেষবাচক প্রাতিপদিকের উত্তর ও দৃঢ় প্রভৃতি প্রাতিপদিকের উত্তর ইমনিচ্ ত হয়ই, ঘ্যঞ্ ও হয়। বর্ণবিশেষ—তুর্ক কৃষ্ণ প্রভৃতি। দৃঢ়াদি—দৃঢ় পরিবৃঢ় ভৃশ কৃশ চক্র আশ্র লবণ তাত্র অন্ন শীত উষ্ণ জড় বহির পণ্ডিত মধুর মুখ মুক বিঘাত বিলাত বিমতি বিমনাঃ বিশারদ সম্ভ্রতি সম্ভ্রনাঃ।

সুতরাং দেখা যাইতেছে গণপাঠটী পাণিনিসম্মত ইহা স্বীকার করিলেও শুষ্টি কয়েক শব্দের উত্তর ইমনিচ্ প্রত্যয় ব্যাকরণসঙ্গত। পরবর্ত্তী কবিগণ এই সকল ইমনিচ্ প্রত্যয়ান্ত শব্দের সাদৃশ্যে মুদ্গিমা প্রৌঢ়িমা বিদুদ্গিমা চারিমা মঞ্জিমা প্রভৃতি পদের প্রয়োগ করিয়াছেন।

আর প্রাকৃতভাষার প্রত্যয়টী প্রায় সর্বত্রই প্রযুক্ত হয়। প্রাকৃতে স্ব ও তল্ প্রত্যয়ের প্রয়োগ বেশী দেখা যায় না। ভাব অর্থে সাধারণতঃ ডিমা ও স্তণ প্রত্যয় হয়। স্বস্ত ডিমা-স্তণৌ বা (হৈমশব্দমুশাসনম্ ৮।২।১৫৪ ॥) ডিমা সংস্কৃত ব্যাকরণের ইমনিচ্ আর স্তণ বৈদিক স্তন প্রত্যয়।

সংস্কৃত ব্যাকরণের মত ইষ্টন্ ইমনিচ্ ও ঈয়জন্ প্রত্যয় পরে থাকিলে ত্ প্রত্যয়ের লোপ হয়। (তুরিষ্ঠেমেরঃস্ব ৬।৪।১৫৪)। যেমন করিষ্ঠঃ, বিজয়িষ্ঠঃ, দোহীয়সী ধেমুঃ। আবার ঐ প্রত্যয়গুলি পরে থাকিলে প্রাতিপদিকের টিভাগের অর্থার্থ অন্তিম স্বরবর্ণের ও তাহার পর যদি ব্যঞ্জনবর্ণ থাকে তাহা হইলে সেই

ব্রজবর্ণেরও লোপ হয়। যেমন, পটিষ্ঠ, পটীয়ান্, পটিমা, লঘিষ্ঠ, লঘীয়ান্, লঘিমা ইত্যাদি। (টে: ৬৯।১৫৫)। স্থূল দূর যুব হ্রস্ব ক্ষিপ্ৰ ও ক্ষুদ্র এই কয়টা শব্দের উত্তর ইষ্টন্, ইমনিচ্ অথবা ঈয়স্মন্ প্রত্যয় হইলে শব্দগুলির য, ব, র ও লু ও তৎপরবর্তী অংশের লোপ হয় ও পূর্বস্বরের গুণ হয়। স্থূল—স্থবিষ্ঠ, স্থবীয়ান্। দূর—দবিষ্ঠ দবীয়ান্। যুবন্—যবিষ্ঠ যবীয়ান্। হ্রস্ব—হ্রসিষ্ঠ, হ্রসিমা, হ্রসীয়ান্। ক্ষিপ্ৰ—ক্ষেপিষ্ঠঃ ক্ষেপিমা ক্ষেপীয়ান্। ক্ষুদ্র—ক্ষোদিষ্ঠঃ ক্ষোদিমা ক্ষোদীয়ান্। (স্থূল-দূর-যুব-হ্রস্ব-ক্ষিপ্ৰ-ক্ষুদ্রাণাং যণাদিপয়ং পূর্বজ্ঞ চ গুণঃ ৬৩।১৫৬)। ইষ্টন্ ইমনিচ্ ও ঈয়স্মন্ শব্দ পরে থাকিলে প্রিয় শব্দ স্থানে প্র, স্থির স্ব, ক্ষির ক্ষ, উরু বর, বহল বংহ, গুরু গর, বৃদ্ধ বর্ধি, তৃপ্ৰ ত্রপ্, দীর্ঘ দ্রাঘি ও বৃন্দারক স্থানে বৃন্দ আদেশ হয়। প্রিয়—প্রেষ্ঠ প্রেমা প্রেবান্। স্থির—স্থেষ্ঠ স্থেমা স্থেয়ান্। ক্ষির—ক্ষেষ্ঠঃ ক্ষেয়ান্। উরু—বরিষ্ঠঃ বরিমা বরীয়ান্। বহল—বংহিষ্ঠঃ বংহিমা বংহীয়ান্। গুরু—গরিষ্ঠঃ গরিমা গরীয়ান্। বৃদ্ধ—বর্ধিষ্ঠ বর্ধীয়ান্। তৃপ্ৰ—ত্রপিষ্ঠঃ ত্রপীয়ান্। দীর্ঘ—দ্রাঘিষ্ঠ দ্রাঘিমা দ্রাঘীয়ান্। বৃন্দারক—বৃন্দিষ্ঠ-বৃন্দীয়ান্। (প্রিয়-স্থির-ক্ষিরোরু-বহল-গুরু-বৃদ্ধ-তৃপ্ৰ-দীর্ঘ-বৃন্দারকাণাং প্র-স্থ-~~ক্ষি~~ বংহি-গর-বর্ধি-ত্রপ্-দ্রাঘি-বৃন্দাঃ ৬৪।১৫৭)। ইষ্টন্ ইমনিচ্ ও ঈয়স্মন্ প্রত্যয় পরে থাকিলে ব্যঞ্জনবর্ণের পরবর্তী লঘু ঞ্কার স্থানে র আদেশ হয়। পৃথু—প্রথিষ্ঠঃ প্রথিমা প্রথীয়ান্। মুহু—মুদিষ্ঠঃ মুদিমা মুদীয়ান্ (ঞ ঞ্গতো হলাদেল ঘোঃ ৬৪।১৬১) একস্বরবিশিষ্ট প্রাতিপাদিকের প্রকৃতিবস্তু হয়। ঋবং—অবিষ্ঠঃ অবীয়ান্ ইত্যাদি।

এই হ্রস্বগুলির পর্যালোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীত হয়, ইষ্টন্, ঈয়স্মন্ ও ইমনিচ্ এই প্রত্যয় তিনটি মূলভঃ কৃৎপ্রত্যয়। নী—নিরিষ্ঠ, জু—জবীয়ান্, জবিষ্ঠ, বিদ্—বেদীয়ান্, বেদিষ্ঠ, শুচ—শোচিষ্ঠ, বংহ—বংহিষ্ঠ, মহ—মংহীয়ান্, মংহিষ্ঠ, জ্যা—জ্যেষ্ঠ, ধা—ধেষ্ঠ, বা—বেষ্ঠ ইত্যাদি।

অনেক স্থলে যে ধাতু হইতে বিশেষণ শব্দ হইয়াছে সেই ধাতুর উত্তরই ইষ্টন্ ও ঈয়স্মন্ প্রত্যয় হইয়ায়, লোকের ধারণা জন্মিল ঐ বিশেষণ শব্দগুলির উত্তর ইষ্টন্ ও ঈয়স্মন্ প্রত্যয় করিয়া শব্দগুলি নিষ্পন্ন হইয়াছে। কোন কোন স্থলে ধাতুটা রূপান্তরিত হইয়া বিশেষণ শব্দে যে আকার ধারণ করিয়াছে ইষ্টন্ ও ঈয়স্মন্ প্রত্যয়ের বেলাও সেই আকার দৃষ্টিগোচর হওয়ায় এই ধারণা লোকের মনে বদ্ধমূল

হইল। যেমন অশ্ ধাতুর উত্তর উণ্ প্রত্যয় করিয়া আশ্ শব্দ হইয়াছে। 'অশ্ অশ্ ধাতুর উত্তর ইষ্ট প্রত্যয় করিলে হওয়া উচিত 'অশিষ্ট' কিন্তু আমরা প্রয়োগ পাই আশিষ্ট। তৈত্তিরীয় সংহিতায় পাপ শব্দ হইতে পাপীয়স্ শব্দের উৎপত্তি দেখা যায়। এইরূপে পরবর্তী সংস্কৃতে ইষ্টন্ ও ঈয়স্ন তদ্ধিত প্রত্যয় মধ্যো পরিগণিত হওয়ার অনেক নূতন পদের সৃষ্টি হইয়াছে।

স্বা ধাতুর উত্তর ইষ্ট ও ঈয়স্ন করিলে স্বেষ্ট ও স্বেয়স্ হয়। ইহাদের দেখা দেখি শ্রি ধাতু হইতে শ্রেষ্ঠ ও শ্রেয়স্ ও শ্রী ধাতু হইতে প্রেষ্ঠ ও প্রেয়স্ হইয়াছে।

বেদে দ্রাঘ্মন, ভূয়ন্, বিদ্বন্, স্বাদ্বন্ প্রভৃতি মন্ এই ক্লপ্রত্যয়ান্ত অন্ত্যোদান্ত পুংলিঙ্গ ভাবার্থক শব্দ দৃষ্ট হয়। বরিমন্ প্রধিমন্ মহিমন্ জরিমন্ হরিমন্ প্রভৃতি শব্দে ইটবিধান অনুসারে ইট আগম হওয়ার প্রত্যয়টী ইমন্ বলিয়া বোধ হইতেছে। আর এই সকল শব্দ অন্ত্যোদান্ত বলিয়া পাণিনি প্রত্যয়টীকে ইমনিচ্ বলিয়া নির্দিষ্ট করিয়াছেন। এইরূপ ইযুক্ত অন্ত্যোদান্ত পুংলিঙ্গ শব্দের সংখ্যা বেদে খুব বেশী নয়। লৌকিক সংস্কৃতে বেদের চেয়ে বেশী বটে, কিন্তু তবুও সীমাবদ্ধ। প্রাকৃত্তে একবারে প্রত্যয়টী সাধারণভাবে প্রযুক্ত হয়।

বেদে ভাব অর্থে আটটি শব্দে স্বন প্রত্যয় দেখা যায়। বধা, কবিস্বন (কবিস্ব), জনিস্বন (জীস্ব), পতিস্বন (বিবাহ), মর্ত্যস্বন (মহ্মস্ব), মহিস্বন (মহস্ব), বহ্মস্বন (ধন), বুধস্বন (পুরুষস্ব), সখিস্বন (বন্ধুস্ব)। লৌকিক সংস্কৃতে এইরূপ স্বন প্রত্যয়ান্ত শব্দ একটাও পাওয়া যায় না। অথচ প্রাকৃত্ত ভাষায় এই 'স্বন' প্রত্যয়টী 'স্তণ' আকারে সকল স্থানেই ভাব অর্থে প্রযুক্ত হইতে পারে।

সুতরাং দেখা গেল

ক। (১) বেদে শুষ্টি আঠেক শব্দের উত্তর স্বন প্রত্যয় হয়।

(২) লৌকিক সংস্কৃতে স্বন প্রত্যয় একেবারেই ব্যবহৃত হয় না।

(৩) প্রাকৃত্তে সর্বত্রই ভাব অর্থে স্তণ প্রত্যয় হয়। এই স্তণ প্রত্যয়টী বাঙ্গালায় পনা হইয়াছে, যেমন গিন্নাপনা প্রভৃতি।

খ। (১) বেদে কয়েকটা স্থলে ধাতুর উত্তর ভাব অর্থে মন্ করিয়া অন্ত্যোদান্ত পুংলিঙ্গ শব্দ নিষ্পন্ন হয়, আর উহাদের মধ্যে কোথাও কোথাও ইটবিধান অনুসারে ধাতুর উত্তর একটা 'ই' আসে।

(২) লৌকিক সংস্কৃতে শুষ্টি ঘাটেক শব্দে ইমনিচ্ প্রত্যয় পাওয়া যায়।

.. (৩) প্রাকৃতে সর্বত্রই ভাব অর্থে ইমা প্রত্যয় হইতে পারে ।

বেদে ও লোকে ধাতুর উত্তর ত্র প্রত্যয় হইলে ঐ ত্র-প্রত্যয়ান্ত শব্দের উত্তর ইম প্রত্যয় হয়* । এই ইম-প্রত্যয়ান্ত শব্দগুলি বিশেষণ । যেমন কৃত্রিম, খনিক্রিম ইত্যাদি । অগ্রিম অস্তিম পশ্চিম প্রভৃতি শব্দেও ইম প্রত্যয় দেখা যায় । আদিম শব্দেরও অস্তে ইম আছে, ইহাও বিশেষণ । ফলে সাধারণ লোকের ধারণা হইল ইম-প্রত্যয়ান্ত শব্দগুলি বিশেষণ, ইমা প্রত্যয়ান্ত শব্দগুলি বিশেষ্য । এই ধারণার বশবর্তী হইয়া নব্য কবি ও ঔপন্যাসিকগণ পীতিম প্রকাশ, নীলিম আকাশ, পীনিম পয়োধর, রক্তিম অধর প্রভৃতির বর্ণনা করিয়া বিপুল আনন্দপ্রসাদ লাভ করিয়া থাকেন । সংস্কৃতেও পাকিম ত্যাগিম প্রভৃতি ইম-প্রত্যয়ান্ত শব্দগুলিও সম্ভবতঃ এ বিবরে সাহায্য করিয়াছে † । ফলে ইম-প্রত্যয়টী বাঙ্গালায় ইংরাজী ish প্রত্যয়ের অর্থ প্রযুক্ত হইতেছে ।

* ডিঃ স্তিঃ ৩৭৮৮, জের্ম্ নিত্যম্ ৪৪২০

† ভাবপ্রত্যয়ান্তাদিমব্ বক্তব্যঃ ।

Rhotacism.

পূর্বেই বলা হইয়াছে গ্রীক ভাষায় স্বরবর্ণদ্বয়ের মধ্যবর্তী সকারের (s-এর) লোপ হয়, আর লাটিনে ঐ s-এর স্থানে r হয় । গ্রীক ভাষায় প্রথমে s স্থানে হ হয়, পরে সেই হ'র লোপ হয়, আর লাটিনে প্রথমে s-স্থানে z হয়, পরে সেই z স্থানে r হয়, এই s স্থানে r হওয়ারকে ইংরাজীতে Rhotacism বলে । সংস্কৃতেও ঠিক এই ভাবে স্বরদ্বয়ের মধ্যবর্তী স স্থানে র্ দেখা যায় ; যেমন, কবিঃ অয়ম্ = কবিরয়ম্, কথটা আর একটু পরিষ্কার করিয়া বলি ।

সংস্কৃত ভাষার বর্ণমালা ঘোষবৎ ও অঘোষ ভেদে দুইভাগে বিভক্ত । যে বর্ণের উচ্চারণকালে Vocal chord দ্বয়ের স্পন্দন হয়, তাহাকে ঘোষবৎ বর্ণ বলা হয়, আর যে বর্ণের উচ্চারণে vocal chord দ্বয়ের স্পন্দন হয় না তাহাকে অঘোষ বর্ণ বলা হয় । স্বরবর্ণে মাত্রেরই উচ্চারণ কালে vocal chord এর স্পন্দন হইয়া থাকে, স্তব্ধস্বর স্বরবর্ণগুলি ঘোষবৎ । ব্যঞ্জনবর্ণগুলি দুই শ্রেণীতে বিভক্ত, কতকগুলি ঘোষবৎ, কতকগুলি অঘোষ । বর্ণের প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ণ অঘোষ, তৃতীয় চতুর্থ ও পঞ্চম বর্ণ ঘোষবৎ । (বর্গে বর্গে চ প্রথমাবধৌ) । অন্তস্থা বর্ণগুলি (য, র, ল, ব) ঘোষবৎ, 'হ' ও ষোষবৎ । শ, ষ, স—এই তিনটী অঘোষ ।

জিহ্বার অগ্র উপাগ্র মধ্য মূল প্রভৃতির ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্নভাবে স্পর্শ

বশতঃ, গলবিলের সঙ্কোচ বিবার প্রভৃতি কারণবশতঃ অনন্ত ধ্বনির উৎপত্তি হইতে পারে, সুতরাং তত্ত্বশাস্ত্রের প্রতিলিপক বর্ণও অনন্ত। কার্য্যতঃ কিন্তু এক একটী ভাষায় কয়েকটী মাত্র বর্ণ দৃষ্টিগোচর হয়। ধ্বনির সংখ্যাও সীমাবদ্ধ। কোন কোন ধ্বনি কোন কোন ভাষায় থাকে, অল্প ভাষায় থাকে না। যেমন মূর্ধন্ত বর্ণ গুলি সংস্কৃত ভাষায় আছে, কিন্তু গ্রীক, ল্যাটিন প্রভৃতি ভাষায় নাই। মহাপ্রাণ ঘোষবৎ বর্ণগুলিও সংস্কৃতে আছে, গ্রীকে নাই। আবার হ্রস্ব একার, হ্রস্ব ওকার, ২ প্রভৃতি গ্রীকে আছে, সংস্কৃতে নাই। অ্যা ধ্বনি বাঙ্গালায় আছে সংস্কৃতে নাই। কোন কোন ধ্বনি আবার ভাষার এক স্তরে থাকে, অল্পস্তরে থাকে না। মূর্ধন্য ল বৈদিক সংস্কৃতে আছে, লৌকিক সংস্কৃতে নাই। সংস্কৃতে শ, ষ ও স এই বর্ণ তিনটী অঘোষ, ইহাদের সর্বণ ঘোষবৎ বর্ণ সংস্কৃতে নাই। ইংরাজীতে 'she' শব্দে অঘোষ শ ও pleasure শব্দে ঘোষবৎ শ, sight শব্দে অঘোষ স ও husband শব্দে ঘোষবৎ স দেখা যায়।

ইংরাজীতে এই দুইটী আছে বটে কিন্তু ঘধ্বনি ইংরাজীতে নাই। 'ঘ'র নাম স্তনিলে ইংবাঙ্গরা আতঙ্কিত হন, তাই এই 'ঘ'র হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভের জন্য তাঁহারা কতই না উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। বাঙ্গালায় ভূত শব্দের আদিতে মহাপ্রাণ ঘোষবৎ ভ আছে বলিয়া বাঙ্গালীরা ghost শব্দকে ঘোস্ট্ উচ্চারণ করেন, ইংরাজগণ কিন্তু প্রাণান্তে 'ঘ'কার উচ্চারণ করেন না, তাঁহারা বলেন গোস্ট্। Thoroughকে উচ্চারণ করেন থু অথচ thorough থরো। Bough plough বাউ প্লাউ, কিন্তু cough trough কফ্ ট্রফ্ আবার rough রাফ্ enough এনাফ্ tough টাফ্ sough সাফ্, আবার brought ব্রট, fought ফট্ thought থট্। আর সর্কোপেক্ষা অদ্ভুত উচ্চারণ hough হফ্।

অঘোষ	ঘোষবৎ	অঘোষ	ঘোষবৎ
ক	গ	ত	দ
খ	ঘ	থ	ধ
চ	জ	প	ব
ছ	ঝ	ফ	ভ
ট	ড	শ	০
ঠ	ঢ	স	০

“সংসর্গজ্ঞা দোষগুণা ভবন্তি” (সংসর্গ অমুদারে দোষ ও গুণ সংক্রান্ত হয়) ইহাই সংসারের নিয়ম। সূত্রাং ঘোষবৎ বর্ণের অব্যবহিত পূর্ববর্তী অঘোষবর্ণও ঘোষবৎ হইবে, আর অঘোষ বর্ণের অব্যবহিত পূর্ববর্তী ঘোষবৎ বর্ণও অঘোষ হইবে ইহা বোধে বুদ্ধিতে পারা গেল। এই জ্ঞান আমরা বলি জগদ্বিখ্যাত কিন্তু জগৎপুজ্য। ব ঘোষবৎ বলিয়া তাহার পূর্ববর্তী ‘ত’ও ঘোষবৎ হইয়া দ্ হইল, কিন্তু পুজ্যের প অঘোষ বলিয়া তাহার পূর্ববর্তী ত অঘোষই রহিয়া গেল। এই তাবে আমাদের বিপদ্গ্ৰস্ত বলিয়া থাকি, কিন্তু বিপৎকাল, বিপৎসাগর, বিপৎসমুদ্র লিখিয়া থাকি। ক ও স অঘোষ বলিয়া তাহার পূর্ববর্তী দ্ ও অঘোষ হইয়া ত্ হইল। ইংরাজীতে news boyএ s এর উচ্চারণ z, কারণ ‘s’ এর পরবর্তী b ঘোষবৎ, কিন্তু newspaperএ ‘s’ এর উচ্চারণ স্ কারণ s এর পরবর্তী p অঘোষ। এইরূপ, cats শব্দে s এর উচ্চারণ স, কিন্তু dogs শব্দে ‘s’ এর উচ্চারণ z)।

আমরা দেখিতে পাই ঘোষবৎ বর্ণ পরে থাকিলে ক স্থানে গ্ হয় (বাক্+ঈশ্বর = বাগীশ্বর), ত স্থানে দ্ হয় (জগৎ+ঈশ্বর = জগদীশ্বর), প্ স্থানে ব্ হয় (অপ্+জ = অজ) সূত্রাং স্ স্থানেও তাহারই অনুরূপ ঘোষবৎ বর্ণ হইবে ইহা সহজেই অনুমান করিতে পারি। আর ‘স’র অনুরূপ ঘোষবৎ সংস্কৃতে এখন পাওয়া যায় না, উহা ছিল z। কবিশব্দের উত্তর প্রথমবার একবচন স্ হইয়া কবিস্ হইল। তাহার সহিত যখন অয়ম্ যোগ করা হইল তখন কবিস্ অয়ম্ এই অবস্থায়, পরে ঘোষবৎ বর্ণ (অ) থাকায়, স্টি ঘোষবৎ হইয়া z হইল, ঐ z আবার ‘র’ হইল। সূত্রাং আমরা দেখিতেছি সংস্কৃতে যে rhotacism নাই তাহা নহে। তবে সংস্কৃতে শব্দের অন্তেই এই ব্যাপার দৃষ্টিগোচর হয়, পদের মধ্যে ইহা সন্নিবিষ্ট হয় না।

ইংরাজীতেও rhotacism দেখা যায়, যেমন ইংরাজী was (সংস্কৃত বস্ শব্দ), (Old Saxon was, Gothic was, কিন্তু যেমন ঐ ‘s’ টা স্বরধ্বয়ের মধ্যবর্তী হইল অমনি উহা ‘র’ হইয়া গেল, যেমন were (Old English wæron, Mid. E. weren)

এঁকে যে rhotacism একেবারে পাওয়া যায় না তাহা নহে। Eubeer লেখার স্বরধ্বয়ের মধ্যবর্তী ‘s’ স্থানে ‘r’ দেখা যায়। যেমন, ডেমোসিয়োন শব্দে

ডেমোরিওন্, পাইসিন্ স্থলে পাইরিন ইত্যাদি। Plato's Cratylusএ এই বিষয়ের উল্লেখ আছে *।

• প্রসঙ্গক্রমে সংস্কৃত ভাষায় 'z'এর কার্যের কয়েকটা উদাহরণ দিতেছি। আমরা জানি অস্ ধাতুর লোট্ হি তে এষি হয় ও শাস্ ধাতুর লোট্ 'হি' তে শাধি হয়। পদগুলি প্রথম দৃষ্টিতে অদ্ভুত বলিয়াই মনে হয়, 'এষি' তে অস্ ধাতুর 'জ' বা 'স' কিছুই নাই, অথচ ইহা অস্ ধাতু নিম্ন বলিয়া মানিতে হইবে। একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে যে স্থানে বৈয়াকরণগণের নির্দেশই যুক্তিস্বত্ব। লোটের মধ্যম পুরুষের একবচনের বিভক্তি 'হি' বলিয়া ব্যাকরণে নির্দিষ্ট আছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহা 'ধি' ('সুহি' প্রভৃতি পদে ঐ ধি স্পষ্টই দেখা যায়।) গ্রীকে 'ধ' না থাকায় 'মধবভাবে গুড়ং দন্ত্যং' এই নীতি অনুসারে গ্রীকে উহা 'থি' আকারে দৃষ্ট হয়। সংস্কৃতে অধিকাংশ স্থলেই ধ-কারটি ভগ্ন হইয়া হকারে পরিণত হয় বলিয়া, বৈয়াকরণগণ লাম্বকের অল্প বিভক্তিটিকে 'হি' বলিয়া নির্দিষ্ট করিয়াছেন, যে কয়টা স্থলে উহা অবিকৃতরূপে অবস্থিত থাকে সেই স্থল কয়টির অল্প বিশেষ সূত্র করিয়া গিয়াছেন (হাল্ভ্যো হেধিঃ—পাণিনি ৬।৪।১০১)—হ ধাতুর ও যে সকল ধাতুর অন্তে বর্ণের প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় অথচ চতুর্থ বর্ণ অথবা শ্, ষ্, স্ থাকে সেই সকল ধাতুর পরস্থিত 'হি'র হ্ স্থানে ধ্ হয়।)

অস্ ধাতুর উত্তর লোট্ ধি হইল, অস্ অদাদিগণীয় স্তবরাং অকার প্রভৃতি বিকরণের উপদ্রব নাই। অস্ ধি এই অবস্থায় ধকার বোঝব বলিয়া স্ টাও বোঝাব হইয়া z হইল। কিন্তু সংস্কৃত ভাষায় z না থাকায় az স্থানে একার হইল, এইরূপে এষি পদ নিম্ন হইল। অকারটি হ্রস্ব স্বর বলিয়া উহার পরবর্তী 'z' এর লোপ হইলে উহার স্থানে দীর্ঘ একার কিংবা ওকার হয়। (এই দীর্ঘের স্বাভাবিক 'z' র ক্ষতি কতকটা পূর্ণ হয়।) আকারের পর z থাকিলে, আকারটি স্বয়ং দীর্ঘস্বর বলিয়া এইরূপ ক্ষতিপূরণের আবশ্যকতা অনুভূত হয় না, ফলে সে স্থলে শুধু 'z' এর লোপ হয়। শাস্ বি এই অবস্থায় স্ স্থানে z হইয়া শা z ধি হইল। সংস্কৃত z না থাকায় 'z' এর লোপ হইয়া 'শাধি' পদ নিম্ন হইল।

* Socrates. And yet, as you are aware, that which is called by us sklerotes, is by the Eretrians called Skleroter.

* সংস্কৃতে az-স্থানে সাধারণতঃ একার হইলেও ওকার যে না হয়, তাহা নহে । নরো গচ্ছতি প্রভৃতি স্থলে সন্ধিতে যে ওকার দেখা যায় উহা az-স্থানে জ্ঞাত । এইরূপ বোচুম্ সোচুম্ প্রভৃতির ওকারও তালব্য z স্থানে জ্ঞাত ।

ভব্ + তুম্ > বব্ + তুম্ > বব্ + ধুম্ > বোচুম্ ।

সব্ + তুম্ > সব্ + ধুম্ > সোচুম্ ।

লোকে বলে, বাঘে খায়, পাগলে কি না বলে, ছাগলে কি না খায় প্রভৃতি স্থলেও ঠিক এই ব্যাপারই সম্বটিত হইয়াছে । বাক্যে সাধারণতঃ অকারের পরবর্তী বিসর্গের পর ঘোষবৎ বর্ণ থাকে, ফলে যে সকারের স্থানে বিসর্গ হইয়াছে সেই সকারটা z হইয়া যায় । অকারের পর z থাকায় মাগধী প্রভৃতি প্রাচ্য প্রাকৃত az স্থানে ‘এ’ হয়, আর শৌরসেনী প্রভৃতি প্রতীচ্য প্রাকৃতে ‘ও’ হয় । পরে এই নিয়মটা সাধারণীকৃত হইয়াছে । বিসর্গের পর ঘোষবৎ বর্ণই থাকুক আর অঘোষ বর্ণই থাকুক সর্বত্রই মাগধী প্রাকৃতে অকারান্ত শব্দের প্রথমার একবচনে একার হয় ও শৌরসেনী প্রভৃতিতে উক্ত স্থলে ওকার হয় । মহাকবি কালিদাস লিখিয়াছেন—

|| শহসে কিল যে বিশিন্দিএ ন হু সে কন্ম বিবজ্জপীকেয় ।

পশুমালি কলেদাগিকলাছক্কা বিছনে বি শোত্তিয়ে ॥

(অর্থাৎ “যাহার যাহা সহজাত অর্থাৎ কুলক্রমাগত কন্ম তাহা নিশ্চিত হইলেও পরিত্যাগ করা উচিত নহে । বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ যজ্ঞে পশুবধ করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু তিনি অধ্যাপনাদি ছয়টা কন্মে নিপুণ ।” ইহা গীতার “সহজং কন্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজ্জেৎ” এই মহাবাক্যের প্রতিধ্বনি ।)

এ স্থলে শহস্র, বিবজ্জপীয়ক বিছন ও শোত্তির এই কয়টা শব্দের প্রথমার একবচনে যথাক্রমে শহস্রে, বিবজ্জপীয়ে, বিছনে ও শোত্তিরে হইয়াছে । বাঙ্গালা ভাষার মূল মাগধী প্রাকৃত, সুতরাং প্রাচীন বাঙ্গালাতেও প্রথমার একবচনে একার দেখা যায় । বলা বাহুল্য সপ্তমীর একারের সহিত এই একারের কোন সম্বন্ধ নাই ।

এইরূপে সদ্ ধাতুর লিট্ প্রথমপুরুষের দ্বিবচনে সেদতুঃ হইয়াছে । (১) সদ্ অতুঃ (২) স্ সদ্ অতুঃ (৩) স স্ দ্ অতুঃ (৪) স z দ্ অতুঃ (৫) সেদতুঃ । সদ্ ধাতুর বিত্ করিয়া সসদ্ হইল, সদ্ অংশের নিষাতের ফলে

(shifting of accent) অকারের লোপ হইয়া স্ দ হইল, বোববৎ বর্ধ দ্ পরে থাকায় অঘোষ স্ বোববৎ z হইল। এইবারে প্রথম অক্ষর 'স'র অ ঙ্গ এই z উভয়ের স্থানে একার হইয়া সেদতুঃ হইল। প্রথম পুরুষের একবচনে ধাতুর নিবাত্ না হওয়ায় অকারের লোপ ত হয়ই নাই, বরং উহার বৃদ্ধি হইয়া আকার হইয়াছে, স্তত্রাং স্ স্থানে z হয় নাই।

এই 'সেদতুঃ' পদের অংশবিশেষের লোপ ঙ্গ অকার স্থানে একার সম্পূর্ণ নিয়মাহুগত, আর ইহারই সাদৃশ্বে পেচতুঃ পেঠতুঃ প্রভৃতি পদ নিম্পন্ন হইয়াছে।

দা ধাতুর লোট্ 'হি'তে দেহি ও ধা ধাতুর লোট্ 'হি'তে ধেহি হয়, ইহা আমরা সংস্কৃত ব্যাকরণ পাঠ করিয়া জানিতে পারি। কিন্তু কিরূপে হয় তাহা বুঝিতে পারি না। আবেস্তা প্রভৃতির সহিত তুলনা করিয়া দেখিলে বুঝা যায় এই দুই স্থলেও 'az' স্থানে 'এ' হইয়াছে। দেহি স্থানে আবেস্তায় dazdi পাওয়া যায়। স্তত্রাং বুঝা যাইতেছে দা+লোট্ ধি> দা দা ধি> দ দা ধি> দ দ্ ধি> দ z ধি> দেহি। সন্ধির নিয়ম অনুসারে 'ত' কিংবা 'দ'র পর 'ধ' থাকিলে, 'ধ'র পর 'ত' কিংবা 'দ' থাকিলে অথবা 'ধ'র পর 'ধ' থাকিলে মধ্যে একটা z আগম হয়।

এইরূপ ধা+লোট্ ধি> ধা ধা ধি> ধ ধা ধি> ধ z ধি> ধে ধি> ধে হি।

কিয়ৎ+ধা>কিয়দ্ ধা>কিয় z ধা>কিয়েধা।

নীড়<নি সদ্ অ।

এস্থলে অপ্রত্যয়টা উদাস্ত বলিয়া ধাতুটা অমুদাস্ত হইল, ফলে ধাতুর অকারের লোপ হইয়া

নি স্ দ্ অ হইল। ইকারের পর স্ মূর্ধন্ত হইল, ও দ পরে থাকায় এই মূর্ধন্ত ব্ বোববৎ হইয়া মূর্ধন্ত z হইল।

নি z দ

এই অবস্থায় দ্ টা মূর্ধন্ত থাকার তাহার বোগে পরবর্তী 'দ' টা মূর্ধন্ত হইয়া 'ড' হইল ও মূর্ধন্ত 'z' এর লোপ হইল। z উচ্চারণ করিতে যে সময় লাগিতো ছিল, তাহার পূরণের জন্ত পূর্বেই ইকারের দীর্ঘ ঙ্গকার হইল। ইংরাজীতে, Old High German এ nest, লাতিনে nidus। ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে, nest শব্দের প্রাথমিক অর্থ বাহাতে পক্ষিগণ নিবস্ন অর্থাৎ উপবিষ্ট হয়। সদ্ ধাতুর জ্ঞাতি ইংরাজী sit.

অতঃপর “প্রকৃতম্ অমুসরামঃ” । দেখা গেল সাধারণ নিয়মে স্বরদ্বয়ের মধ্যবর্তী ‘স’ গ্রীকে লুপ্ত হয়, লাটিনে ‘র’ হয় । যেমন

সংস্কৃত উষস্, মূল + ausos, গ্রীক auos, লাটিন aurora.

সংস্কৃত জনসঃ, মূল + geneses/os । গ্রীক geneos লাটিন generis.

সংস্কৃত আকারান্ত শব্দের বর্গীর বহুবচনের বিভক্তি ‘আসাম্, মূল-asom, হোমারিক গ্রীক aon লাটিন arum (যেমন istarum) ।

সাদৃশ্যের প্রভাবে বহুবচনে এই নিয়মের ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়—

(১) গ্রীকে ব্যঞ্জনান্ত শব্দের চতুর্থীর বহুবচনে si- থাকে, এই ‘si’র দেখাদেখি স্বরবর্ণান্ত শব্দের চতুর্থীর বহুবচনেও si থাকে । এখানে ‘s’ স্বরদ্বয়ের মধ্যবর্তী হইলেও লুপ্ত হয় না । যেমন পাদশব্দের চতুর্থীর বহুবচনে গ্রীকে potsi হইয়া প্যারে possi হয়, এই possi আবার posi হইয়া যায় । এই সকল পদের প্রভাবে luksoi (লুকসু) প্রভৃতি পদে স্বরদ্বয়ের অন্তর্বর্তী ‘s’ অবিকৃত থাকে ।

[সংস্কৃতে সপ্তমীর বহুবচনের ‘স্ব’ বিভক্তি গ্রীকে চতুর্থীর বহুবচনের বিভক্তিরূপে ব্যবহৃত হয় ; সংস্কৃতে ও Slavicএ আমরা ‘স্ব’ দেখিতে পাই, গ্রীকে ‘সি’ পাওঁ। স্বয় । শাস্ত্রিকগণ অস্বাভাবিক করেন সপ্তমীর একবচনের বিভক্তি (গ্রীকে চতুর্থীর একবচনের বিভক্তি) ‘ই’র প্রভাবে এইরূপ ঘটিয়াছে ।]

এইভাবে লুপ্ত edeiksa (*edeiksam, সংস্কৃত অদৈক্ষম্) eleipsa (রিচ্-ধাতু হইতে অরৈক্ষম্), ezeuksa(অযৌক্ষম্) প্রভৃতি পদে লুপ্তের বিকরণ স্ দেখা যায় । এই সকল স্থলে সকারটী ব্যঞ্জনবর্ণের পরবর্তী বসিয়া উহার লোপ হয় নাই । কিন্তু eteisa, eplusa, elusa, ephilesa প্রভৃতি স্থলে ‘স’ স্বরদ্বয়ের মধ্যবর্তী হইয়াছে, ইহার লোপ হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু পূর্ববর্তী পদগুলির প্রভাবে ‘স’ অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে ।

এইরূপ লোটোব্ আত্মনেপদে মধ্যম পুরুষের একবচনের ‘স্ব’ গ্রীক ভাষায় ‘so’ রূপে দৃষ্ট হয় । স্বরবর্ণান্ত শব্দের পর এই ‘so’ থাকিলে ‘s’টা স্বরদ্বয়ের মধ্যবর্তী হইয়া যায়, যেমন titheso (তিৎস্ব), didoso (দিৎস্ব) । এই সকল স্থলে সকারটীর লোপ হইবার কথা, কিন্তু tithestho প্রভৃতির সাদৃশ্যে সকারটী পুনরায় বোগ করা হইয়াছে । লুটে doso, luso প্রভৃতির সকার peisomai (penth-somai), Jeipso প্রভৃতির প্রভাবে লুপ্ত হইতে পারে নাই । (ক্রমশঃ)

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র শর্মা

স্বপ্নবাসবদত্তা

[ত্রিশিবশঙ্কর শাস্ত্রী]

ষষ্ঠ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—অস্তঃপুর

কঙ্কুকী ও প্রতিহারী

কঙ্কুকী। কে এখানে রত্নতোরণের দ্বার রক্ষা করছে ?

প্রতিহারী। আর্ঘ্য ! আমি বিজয়া। বলুন কি করতে হবে ?

• কঙ্কুকী। ভদ্রে ! উদয়নকে শীঘ্র জানাও—বৎসরাজ্য লাভ হওয়ায় তাঁর জাগ্যের উদয় হ'য়েছে। মহাসেনের কাছ হ'তে রৈভ্যাগোজীর কঙ্কুকী এসেছেন আর রাণী অদ্যাবতী বাসবদত্তার খাত্তী বসুন্ধরাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন। তাঁরা দ্বারে অপেক্ষা করছেন।

প্রতিহারী। আর্ঘ্য ! অতিথিগণের অভ্যর্থনার এ সময় বা স্থান নয়।

কঙ্কুকী। কেন সময় বা স্থান নয় ?

প্রতিহারী। আর্ঘ্য, তবে শুনুন। আজ দুর্ঘ্যমুখ প্রাসাদে কোন ব্যক্তি বীণা বাজাচ্ছিলেন। তা' শুনে মহারাজ বলেন—ঘোষবতীর শব্দ বলে বোধ হচ্ছে না ?

কঙ্কুকী। তারপর, তারপর ?

প্রতিহারী। তারপর লোকটি যখন আসিলেন, তখন মহারাজ তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন—“বীণাটি এখানে কোথা হ'তে এলো ? তিনি বলেন—“আমরা নর্শদাতীয়ে এটিকে দুর্বাদলে আচ্ছন্ন দেখেছি। মহারাজের প্রয়োজন হ'লে নিতে পারেন।” মহারাজ সেটি নিয়ে নিজকোড়ে স্থাপন ক'রে মূর্ছা গেলেন। মূর্ছা-ভঙ্গে অশ্রুসিক্তমুখে মহারাজ বলেন—“ঘোষবতি ! তোমায় দেখলুম কিন্তু তাঁকে ত দেখছি না।”

আর্য্য, একশ্র বল্‌ছিলাম—‘এসময় নয়।’ কেনন কো’রে তাঁকে জানাই ?
কঙ্কড়ী। ভদ্রে ! জানাও। এটাও সেই সম্বন্ধে।

প্রভীহারী। আর্য্য ! আচ্ছা, এই জানাচ্ছি। এই যে মহারাজ শয়নগৃহ
হ’তে নাম্‌ছেন। আমি এখানেই তাঁকে বোল্‌বো।

কঙ্কড়ী। ভদ্রে ! তাই বল।

[উভয়ে নিষ্কাশ]

মিশ্র বিদ্বস্তক

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—প্রাসাদ

রাজা ও বিদ্বস্তক

রাজা।

অয়ি বীণে ! স্বর ভব শ্রোত্রসুখকর।

প্রিয়ার জ্বনে আর পান পরোধরে

আছিলে নিদ্রিত তুমি ; তবে কেন এবে

তব বাস এই ভীষণ কাননে ! দণ্ড

তব ব্যাপ্ত কেন বিহগের মলে ?

অধিক কি ঘোষবতি ! তুমি বড়ই নির্ভর। কারণ তুমি সেই হতভাগিনী
রাণীকে স্মরণ কর না।

মনে কি পড়ে না এবে গুরে ঘোষবতি !

সেই ভব পার্শ্বনিপীড়ন ; দেবী যবে

শ্রোণীপরে রাখিতেন তোরে ?

কিংবা স্তনমাঝে সেই সুখ আলিঙ্গন

আপন শ্রমের শেষে, অথবা প্রিয়ার

সেই বিলাপের রোল—তাঁব মোর মনে

বিরহের কালে ; অথবা মধুর তান

ধরিতেন যবে ল’য়ে কোন বাস্তব মৃদু হাস্ত করি ?

বিদূষক। মনে অত কষ্ট ক'রে বল কি মহারাজ ?

রাজা। বয়স্ত ! সে কথা বলো না।

•
বীণানামে হৃদিমাঝে স্তম্ভকাম মোর

উঠিল জাগিয়া ; তথাপি না হেরি আমি

দেবীরে আমার—ষোষবতী ছিল

ধীর অতি প্রিয়তমা।

বসন্তক। শিল্পীর কাছ হ'তে ষোষবতীকে শীঘ্র মেরামত করে নিয়ে এসো।

বিদূষক। যথা আজ্ঞা। (বীণা লইয়া নিজ্জান্স্ত)

(প্রতীহারীর প্রবেশ)

প্রতীহারী। মহারাজের জয় হোক। মহাসেনের কাছ হতে রৈভ্যগোত্রীয় কঙ্কুকী এসেছেন আর রাণী অঙ্গারবতী বাসবদত্তার ধাত্রী বহুস্করাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন। তাঁরা ঘরে অপেক্ষা করছেন।

• রাজা। তা' হলে পদ্মাবতীকে ডাক।

প্রতীহারী। যথা আজ্ঞা।

[নিজ্জান্স্ত]

রাজা। মহাসেন কি এই ঘটনাটী এত শীঘ্র জেনে ফেলেছেন ?

• (পদ্মাবতী ও প্রতীহারীর প্রবেশ)

প্রতীহারী। রাজকন্তে, আসুন, আসুন।

পদ্মাবতী। মহারাজের জয় হোক।

রাজা। পদ্মাবতি ! তুমি কি শুনেছো যে মহাসেনের কাছ হ'তে রৈভ্যগোত্রীয় কঙ্কুকী এসেছেন আর রাণী অঙ্গারবতী বাসবদত্তার ধাত্রী বহুস্করাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন, তাঁরা ঘরে অপেক্ষা করছেন ?

পদ্মাবতী। আর্ধ্যপুত্র ! জ্ঞাতিবর্গের কুশলসংবাদ সকল সময়েই আমার কাছে প্রিয়।

রাজা। তুমি ঠিক কথাই বলেছো। বাসবদত্তার আত্মীয়েরা তোমারই আত্মীয়।

পদ্মাবতি ! বোস। বসছো না কেন ?

পদ্মাবতী। আর্ধ্যপুত্র ! আপনি কি আমার সঙ্গে রসে তাঁহাদের অভ্যর্থনা করবেন ?

রাজা। তাতে ক্ষতি কি ?

পদ্মাবতী। আমি আপনার দ্বিতীয় পক্ষের দ্বী। এতদু উদাসীনতার ভাব প্রকাশ পাবে।

রাজা। আমি যদি তাঁদের আমার বিতীয় পক্ষের দ্বীকে দেখার অধিকার প্রদান না করি তা'হলে মস্ত বড় একটা ভুল হ'য়ে পড়বে। স্তত্রাং তুমি বস।

পদ্মাবতী। যথা আজ্ঞা মহারাজ। (উপবেশন করিয়া) আৰ্য্যপুত্র ! মা বা বাবা কি বলবেন—এতদু উদ্বিগ্ন হ'য়ে পড়েছি।

রাজা। পদ্মাবতি ! ঠিক কথা।

আজিকে হৃদয় মোর সদাই শঙ্কিত—

তব মাতাপিতা দৌছে কি বলিবে মোরে ?

কস্তারে হরিয়া আমি নারিলাম তাঁরে

রক্ষিবারে। গুরুজনে না করি আদর

চপল নিয়তি বশে—বড়ই শঙ্কিত

আমি।

পদ্মাবতী। বিনাশের কাল পূর্ণ হ'লে কিছুতেই রাখতে পারা যায় না।

প্রতীহারী। এই যে কঞ্চুকী ও ধাত্রী দ্বারদেশে উপস্থিত।

রাজা। শীঘ্র তাঁদের নিয়ে এসো।

প্রতীহারী। যথা আজ্ঞা মহারাজ।

(কঞ্চুকী, ধাত্রী ও প্রতীহারীর প্রবেশ)

কঞ্চুকী। ওহে !

আস্বীয়ের রাজ্যে এবে কবি আগমন

আজি মোর প্রকল্প অন্তর ; কিন্তু চিত্ত

গ্রাসে পুনঃ বিষাদের রাশি, স্মৃতি যবে

মনে নৃপ-স্ত্রীর নিধন। নিয়তি গো !

কি না হতো রাজার মঙ্গল—রাজ্য যদি

নিত কাড়ি যত অরিদল—রাণী তাঁর

কুশলে থাকিত যদি।

প্রতীহারী। এই যে মহারাজ ! আপনি কাছে যান না।

কঙ্কুকী । আর্ধ্যপুত্রের জয় হোক ।

ধাত্রী । মহারাজের জয় হোক ।

• (সসম্মানে) আর্ধ্য !

ধারে ধরি নৃপকুল উঠে ধরাপরে ।

ধারি তরে তারা পুনঃ পায় কালে লয় ॥

ধার সনে মৈত্রী মোর চিত্ত বাঞ্ছা করে ।

আছেন কুশলে সে নৃপতি বোধ হয় ॥

কঙ্কুকী । হাঁ মহারাজ ! মহাসেন কুশলে আছেন । তিনিও এখানকার কুশল জিজ্ঞাসা করেন ।

রাজা । (আসন হইতে উঠিয়া) মহাসেন কি আজ্ঞা করেন !

কঙ্কুকী । ইহা বৈদেহীপুত্রের উপযুক্তই বটে । আপনি আসনে বসিয়াই মহাসেনের সংবাদ শ্রবণ করুন ।

রাজা । মহাসেনের যথা আজ্ঞা ।

(উপবেশন)

কঙ্কুকী । ভাগ্যক্রমেই শত্রুগণ কর্তৃক অপহৃত রাজ্যের উদ্ধার সাধন করা হয়েছে । কারণ—

শক্তি অথবা ধারা শক্তিহীন জন ।

তেজ কত নাহি থাকে তাঁদের কখন ॥

ধাদের উৎসাহ আছে এ ধরার মাঝে ।

নরেন্দ্রের শ্রী প্রায় তাঁহাদেরই সাজে ॥

রাজা । আর্ধ্য ! এ সব মহাসেনেরই প্রভাব ।

প্রথমে আমারে তিনি করি পরাজয়

পালিলেন নিজ সূতা সনে ; হরিলাম

সুঁতারে তাঁর বল প্রকাশিয়া ; তথাপি

না রক্ষিলাম তাঁরে ; গুনি নিজ সূতার

নিধন, আছিল মেহশীল রাজা কিন্তু

মোর প্রতি পূর্বমত ; এবে যে লভেছি

মম বোঁগ্য বৎসদেশ—মূল তার এই

নরপতি ।

‘কঙ্কুকা। হৈহাই মহাসেনের সংবাদ। এই মাননীরা নারী দেবীর সংবাদ
বললেন।

রাজা। হা, মাতঃ !

এবে কি কুশলে মাতা ? ষোড়শ সখীর

মাঝে জ্যোষ্ঠা পূণ্যবতী—নগরীর দেবী

মূর্তিমতী—সদাই হুঃখিতা যিনি, মোর

প্রবাসের কালে ? :

ধাত্রী। মাতা কুশলে আছেন এবং এস্থানের সর্কাদ্বীপ কুশল জিজ্ঞাসা করেন।

রাজা। সর্কাদ্বীপ কুশল বটে মাতঃ ; তবে এই প্রকার কুশল !

ধাত্রী। মহারাজ ! নিজে কে এত বেশী সন্তুষ্ট করবেন না।

কঙ্কুকা। মহারাজ ! ধৈর্যধারণ করুন। মহারাজ যখন মহাসেনপুত্রীর
অন্ত বিলাপ করছেন তখন তিনি মৃত্যু হ’লেও জীবিত।

কেবা কাকে মৃত্যুকালে পারে রক্ষিবারে ?

কেবা কোথা ঘট ধরে রজ্জুর ছেদনে ?

বনের সমানধর্ম্মা নর এ ভুবনে

কালে হয় ছিন্ন আর কালে অঙ্কুরিত।

রাজা। না, আর্ঘ্য ; তা নয়।—

মহাসেনস্বতা মোর শিষ্যা শ্রিয়তমা,

কেমনে পারিব বল ভুলিতে তাঁহারে

মোর জন্মজন্মান্তরে।

ধাত্রী। রাণী বলেছেন—“বাসবদত্তা মারা গেছে। আমার কিংবা মহাসেনের
কাছে গোপালক ও পালক যেমন, তুমিও প্রথম থেকে তেমনই আমার
জামাই। আর তোমাকে জামাই করবার জন্তই উজ্জয়িনীতে কীর্ণা শিখানোর
ব্যপদেশে আনিয়ে আমি সাক্ষী না করেই তোমার হস্তে বাসবদত্তাকে দেওয়া
হ’য়েছিল। অমিসাক্ষী ক’রে বিবাহ করার বিলম্ব তোমাব আর সহিল না।
তাই তুমি তাকে অপহরণ করে নিয়ে গেলে। আমরা কিন্তু তোমার ও বাসব-
দত্তার প্রতিমূর্তি চিত্রফলকে একে বিবাহক্রিয়া সম্পন্ন করেছিলাম। এই
চিত্রফলকটি তোমার কাছে পাঠানো হলো। এটিকে দেখে আশস্ত হও

রাজা। ওঃ, মাননীয় দেবী অতি মনোরম ও সময়োচিত বাক্যই বলেছেন।

শতরাজ্যলাভ হ'তে মোর প্রিয়তর

তঁার এ বাক্যাবলী ; হইলেও মোরা

অপরাধী—স্নেহ তঁার কভু নাহি হয়

বিস্মরণ।

পদ্মাবতী। আৰ্য্যপুত্র ! চিত্তে অঙ্কিত গুরুজনকে দেখে অভিবাদন কর্ত্তে
ইচ্ছা করি।

ধাত্রী। রাজপুত্রি—দেখ, দেখ।

পদ্মাবতী। (দেখিয়া আশ্চর্য্যগত) এঁা এঁর যে আৰ্য্য্য আবস্তিকার সহিত-
খুব বেশী সাদৃশ্য রয়েছে।

(প্রকাশ্যে) আৰ্য্যপুত্র ! ইনি কি দেবীর মত দেখতে ছিলেন ?

রাজা। শুধু সাদৃশ্য নয়। আমার মনে হয়—ইনি অবিকল তিনি। হায় !
কি কষ্ট !

কেমনে স্পর্শিল এই রূপ কমনীয়

নিদারূপ দৈবছবিপাক ; কেমনে বা

দেব বৈশ্বানর নিজতেজে বিনাশিল

এই মুখচ্ছবি।

পদ্মাবতী। আৰ্য্যপুত্রের প্রতিকৃতি দেখে ইনি আৰ্য্য্যার সদৃশ কি না তা
অস্বাভাব্য করছি।

ধাত্রী। রাজপুত্রি দেখ, দেখ।

পদ্মাবতী। আৰ্য্যপুত্রের প্রতিকৃতিটি ঠিক হ'য়েছে বলে মনে হয় ইনি
আৰ্য্য্যারই অমুরূপ।

রাজা। দেবি ! চিত্রদর্শনের আরম্ভ থেকেই তোমায় যেন হঠাৎ ও উদ্ভিগ্ন
বলে মনে হচ্ছে। এর কারণ কি ?

পদ্মাবতী। আৰ্য্যপুত্র ! এই প্রতিকৃতিরই অমুরূপ এক নারী এখানে বাস
করেন।

রাজা। কি ? বাসবদত্তার অমুরূপ ?

পদ্মাবতী। হাঁ।

রাজা। তা'হলে শীঘ্র তাঁকে নিয়ে এস।

পদ্মাবতী। আর্ধ্যপুত্র! তোমার বিবাহের পূর্বে কোন ব্রাহ্মণ তাঁকে তাঁর ভগ্নী বলে আমার কাছে গচ্ছিত রেখে যান। তাঁর স্বামী বিদেশে আছেন বলে তিনি পরপুরুষের মুখ দেখেন না। সুতরাং আমার সহিত তাঁকে দেখলেই আর্ধ্যপুত্র বুঝতে পারবেন।

রাজা। যদি কভু হন তিনি বিপ্রেয় ভগিনী
নিশ্চয় তা'হলে তিনি অগ্নি কোন জন;
আকৃতির সাম্য মিলে এ মর ভুবনে
নিখিল মানবমাঝে।

(প্রবেশ করিয়া)

প্রতীহারী। মহারাজের জয় হোক। উজ্জয়িনী থেকে কোন এক ব্রাহ্মণ দেবীর হস্তে গচ্ছিত তাঁর ভগিনীকে ফিরিয়ে নেওয়ার জন্ত দ্বারদেশে উপস্থিত হয়েছেন।

রাজা। পদ্মাবতি! ইনিই কি সেই ব্রাহ্মণ?

পদ্মাবতী। তা' হ'তে পারেন।

রাজা। ব্রাহ্মণকে সমুচিত অভ্যর্থনা ক'রে এখনই এখানে নিয়ে এসো।

প্রতীহারী। যথা আজ্ঞা মহারাজ।

(নিজস্বাস্তা)

রাজা। পদ্মাবতি! ভূমিও তাঁকে নিয়ে এসো।

পদ্মাবতী। যথা আজ্ঞা মহারাজ!

(নিজস্বাস্তা)

(যোগন্ধরায়ণ ও প্রতীহারীর প্রবেশ)

যোগন্ধরায়ণ। (আশ্রুগত)

ওঃ!

রেখেছি লুকায়ে আমি রাজমহিষীরে-

নৃপতির মঙ্গল কারণ; হইলেও

আজি মোর সিদ্ধ মনোরথ, ভয় হয়

মনে, রাজা কিবা বলেন এক্ষণে।

প্রতীহারী। এই মহারাজ! মহাশয়, আপনি এঁর কাছে বান।

যৌগন্ধরায়ণ। (নিকটে বাইরা) মহারাজের জয় হোক। মহারাজের জয় হোক।

রাজা। এ স্বয়ং যেন পূর্বে শুনেছি বলে মনে হচ্ছে? ওহে ব্রাহ্মণ! আপনার ভগিনীকে কি পদ্মাবতীর হস্তে গচ্ছিত রেখেছেন?

যৌগন্ধরায়ণ। আস্তে হাঁ।

রাজা। (প্রতীহারীর প্রতি) তা' হলে শীঘ্রই তাঁকে নিয়ে এসো।

প্রতীহারী। বধা রাজা মহারাজ। (নিষ্কাশ্য)

(পদ্মাবতী, আবস্তিকা ও প্রতীহারীর প্রবেশ)

পদ্মাবতী। দেবি আস্থন, আস্থন। আপনাকে একটা শুভসংবাদ জ্ঞাব।

আবস্তিকা। কি? কি?

পদ্মাবতী। আপনার ভাই এসেছেন।

আবস্তিকা। আমার সৌভাগ্য, আমাকে তাঁর এতদিনে মনে পড়েছে।

পদ্মাবতী। (নিকটে গিয়া) আর্থ্যপুত্রের জয় হোক। এই সেই গচ্ছিতটি।

রাজা। পদ্মাবতি! ফিরিয়ে নিয়ে যাও। সাক্ষীর সম্মুখে গচ্ছিতকে

ফিরিয়ে দিতে হয়।

এখানে পূজনার কঙ্কী আর দেবী-এবিষয়ে বিচারক থাকলেন।

পদ্মাবতী। আর্থ্য! এই মাননীয়া নারীকে তা'হলে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া যাক।

ধাত্রী। এঁয়া, এবে রাজকল্পা বাসবদত্তা।

রাজা। কি? মহাসেনপুত্রী। শেবি! পদ্মাবতীর সঙ্গে অভ্যস্ত্রে প্রবেশ কর।

যৌগন্ধরায়ণ। না, না, প্রবেশ করো না। সত্যই ইনি আমার ভগিনী।

রাজা। কি বলছেন? ইনি মহাসেনপুত্রী?

যৌগন্ধরায়ণ। রাজন!

ভরতের বংশে তব জন্ম পরিগ্রহ;

বিনীত, ধার্মিক, শূর সৌম্য জ্ঞানবান্;

রাজধর্ম দীক্ষাগুরু তুমি মানবের;

তব নাহি সাজে তাঁরে বলেতে হরণ।

রাজা। ভাল, এঁর আকৃতির সাদৃশ্য দেখা যাক। ঘোমটা খুলে দাও।

যৌগন্ধরায়ণ। মহারাজের জয় হোক।

বাসবদত্তা। মহারাজের জয় হোক।

রাজা। এঁয়া, ইনি যে যৌগন্ধরায়ণ আর ইনি যে মহাসেনপুত্রী।

ইহা কি সত্য কিংবা স্বপ্ন এর নাম

তাঁর সনে পুনঃ হ'লো মোর দরশন;

তখনও এই দৃষ্টি এই রূপে মোরে

করিলা বঞ্চনা।

যৌগন্ধরায়ণ। প্রভো! বাস্তবিকই আমি অপরাধী। কারণ আমি দেবীকে সরিয়ে নিয়ে গেছি। অতএব প্রভু আমাকে অনুগ্রহ করে ক্ষমা করবেন।

(চরণে পতন)

রাজা। (উঠিয়া) সত্যই তুমি সেই যৌগন্ধরায়ণ।

বতন, বিগ্রহ তব মিথ্যা উদ্ভাদনা,

মূল্যবান আর যত শাস্ত্র উপদেশ

সবে মিলি আমাদের করিয়াছে জাণ

ভেসেছি যখনই মোরা বিপৎসাগরে।

যৌগন্ধরায়ণ। আমরা স্বামীর ভাগ্যকেই অনুসরণ করে থাকি।

পদ্মাবতী। ওঃ বাস্তবিকই ইনি দেবী বাসবদত্তা। আর্যো! আপনার সহিত সখ্য মত ব্যবহার কালে শিষ্টাচার লঙ্ঘন কবে ফেলেছি। এখন পায়ে ধরে আপনাকে অনুন্নয় করছি।

বাসবদত্তা। (পদ্মাবতীকে উঠাইয়া) উঠ, উঠ! আর্ঘ্যজনাধীন আমার শরীরেরই এ অপরাধ। তোমার নয়।

পদ্মাবতী। বাধিত হলাম।

রাজা। বয়স্ক যৌগন্ধরায়ণ! দেবীকে সরিয়ে নেওয়ার উদ্দেশ্য কি?

যৌগন্ধরায়ণ। মাত্র কৌশাধীকে রক্ষা করা।

রাজা। পদ্মাবতীর হস্তে গচ্ছিত রাখার অর্থ কি?

যৌগন্ধরায়ণ। পুষ্পকভদ্র প্রভৃতি ভবিষ্যদ্বক্তারা বলেছিলেন—‘পদ্মাবতী
প্রভুর মহিষী হবেন।’

• রাজা। কুমারেরও কি ইহা জানা ছিল ?

যৌগন্ধরায়ণ। প্রভো! সকলেই ইহা জানতেন।

রাজা। হায়! সে কুমার তা’ হ’লে শঠ, শঠ।

যৌগন্ধরায়ণ। প্রভো! আজই পূজনীয় রৈভ্যাগোজীয় কঙ্কুকা ও পূজনীয়া
এই নারী এই আনন্দসংবাদ রাগীকে জ্ঞাপন করবার জন্য প্রহান করুন।

রাজা। না না আমরা সকলে দেবী পদ্মাবতীর সহিত যাব।

(ভরতবাক্য)

হিমবিদ্যাগিরি যার

যেন কর্ণ অলঙ্কার

সাগর ব্যাপিয়া যারে রয় ;

একচ্ছত্রে হেন মহী

স্থাপিলা যে ক্রেশ সহি

সেই নৃপে সিংহ যবে কর ;

রাজসিংহ উদ্গমন

পালুন তাঁর প্রজাগণ

জাগরুক থাকি ছায় প্রতি ;

এবে মোরা ঘোড়করে

নৃপদীর্ঘ আয়ুভরে

মিলি সবে করিগো মিনতি।

(সকলে নিক্রান্ত)

সমাপ্ত

জ্যোতিষ প্রসঙ্গ.

[৮তারকনাথ স্বত্বিরঞ্জন

ইংরাজী ১৮৯০১২৮ সেপ্টেম্বর

১৮১২।৫।১২।৪১।২৭।৩০

লং রা ৫		চ ২৬
•	•	•
•		ব ২২ বং
শ ১১	•	ম ১৯
র ১৩	শু ১৩	
বু ১২ বং		কে ১৮

অক্টো

শু—১৬।৬।১৯

বিংশো:

শ—২।১০।২৬

রাহগ্রহ বুধলগ্নে অবস্থিত হওয়ায় নিজ প্রভাবে বহুলোকের উপর প্রভুত্ব করিবেন; এমন কি বালাকালেও বালকেরা জাতকের পরামর্শ অনুসারে চালিত হইয়াছে, কিন্তু জীলোক কিংবা জীপ্রকৃতির লোকে কখনও আস্তরিক সন্তুষ্ট হইবে না, বিশেষতঃ শুক্রগ্রহ যষ্ঠে থাকায় জীলোকের হস্তে সাবধান থাকিতে হইবে। সপ্তমাধিপতি মঙ্গল অষ্টমে থাকায় পত্নীভাগ্যে কখনই সুখী হইতে পারিবেন না, উক্ত মঙ্গল বৃহস্পতির গৃহে অবস্থিত এবং বৃহস্পতি নীচ রাশিস্থ থাকায় জীর শুক্রজন বিরূপ হইয়া নীচ লোকের আচরণ করায় মৃত্যুতুল্য ক্রেশ ঘটিবে, উক্ত মঙ্গল ষাটশপতি হওয়ায় অর্থসম্বন্ধে জীসম্পর্কীয় শুক্রজনের অতৃপ্তি বহু দুঃখের কারণ হইয়াছে। ৩৮ বর্ষের পর অর্ধ এবং মলমূত্র দ্বার সম্বন্ধীয় রক্তক্ষরণের কারণ ফোটকাদি পীড়ায় ক্রেশ হইবে। জীসম্পর্কে মানসিক কষ্টের ফলে ১৯ হইতে ২২ বর্ষ মধ্যে আত্মহত্যা করিবার প্রবৃত্তি পর্য্যন্ত ঘটিয়াছিল। দেশদেশান্তর ভ্রমণ-প্রবৃত্তির কারণ জীজাতি।

(ক্রমশঃ)

ব্যাকরণের কথা

১। মংসী না মংসী ?

(১) পাণিনি—“স্ব্যতিষ্যাগন্ত্যমংস্যানাং ষ উপধায়াঃ” ॥ ৬।৪।১৪২ ॥
অর্থ—ক্রীলিঙ্গ ‘ঈ’ প্রত্যয়ে, ষকার-স্বরবর্ণাদি-তদ্ধিতপ্রত্যয়ে চ পরে সতি, স্ব্যপ্রভৃতিশব্দচতুষ্টয়স্ত উপধা-ষকারো লুপ্যতে ।

(২) সিদ্ধান্তকোমুদী—৪৯৯ অঙ্গস্যোপধায়া হস্য লোপঃ স্যাৎ স চেদ্ ষঃ স্ব্যাদ্যবয়বঃ ॥ মংস্যস্য ঙ্যাম্ ॥ স্ব্যাগন্ত্যয়োহ্ চ ঙ্যং চ ॥ ত্রিষ্যপুথ্যয়ো-
নক্ত্রানি ষ-লোপ ইতি বাচ্যম্ ॥ মংসী ॥

(৩) মুক্তবোধ ব্যাকরণ—“স্ব্যাগন্ত্যস্যঃ ত্রিষ্যপুথ্যস্য ষ্যমংস্যস্যোয়েপো-
র্ভক্ষ ঈপি ষঃ ॥ ২৬০ ॥ বৃত্তি—এবাং ষস্য লোপঃ স্তাদীয়েপোঃ পরয়োর্নক্ত্রক্ষে
ঈপি চ ॥ সৌরী, আগন্তী, চাতুরী, ত্রয়ী, ভূষণী, বিহুযী, শ্রীমতী, ভবতী, পচন্তী,
সীবন্তী, তুদন্তী, তুদতী, ভাস্তী, ভাতী ; দন্তিনী অর্বতী, রাজ্ঞী, শুনী, মঘোনী ;
মঘবতী ; কন্তী, ক্রোশী, প্রতীচী, প্রত্যক্ষী, তিরস্চী, তির্ধ্যক্ষী, উদীচী । ভারোহী,
খেতোহী, খেতবাহী, নদী, গৌরী, মংসী ॥

(৪) সংক্ষিপ্তসার—“মংস্যস্য জীকারে” ॥ তদ্ধিত পরিশিষ্ট ৪২৭ ॥

বৃত্তি—মংস্যশব্দস্য ষ-কারস্য জীবহিতে ঈকারে পরে লুগ্ ভবতি । মংসী
নদাদিহাদী । জীকার ইতি কিম্ ? মংস্যার হিতং = মংসীয়ং “তন্মৈ হিত্তে-
রাজাদেঃ” ইতীহঃ ॥

(৫) সুপদ—ক) টিদণ্গৌরাদেভীঃ জীতদ্ধিত ১১ স্বত্র ॥ বৃত্তি—
টিতোহণস্তাং-গৌরাদেচ স্বার্থে ভী স্যাৎ ॥ পিতামহী, মাতামহী, হরী, গবরী,
শুনী, দ্রোণী, পৃথিবী, মংসী, ঋষী, বিদ্যী, প্লবী, চৌরী, অনড়হী ।

(খ) বৃদ্ধিতদ্ধিতপ্রকরণে—“ঙ্যাং মংস্যস্য” ॥ বৃত্তি—ষ-লোপঃ স্যাৎ ।
মংসী ॥ ঙ্যামিতি কিম্ ? ম্যাৎস্যো ন্যায়ঃ প্রবর্ততে ॥

(৬) কলাপপরিশিষ্ট—জীপ্রকরণ ১৫ স্বত্র “হয়-গবয়-মুকয়-মংস্য-মহুগ্যাধ্যাদ্
যোপধাৎ ॥ বৃত্তি—যোপধাজ্জাতিশব্দাং হযাদেয়েব ঈর্ভবতি । হরী, গবরী, মুকরী,
মংসী, ঋষী, মহুঘী ।

টীকা—মংসীতি “মংস্যস্য ষস্য জীকারে” ইতি ষস্য লুগ্ বক্ষ্যতে ।

(৭) মৎস্যঃ (পুং) ইতুগাদিকোষঃ (শব্দকল্পদ্রুমঃ)

মৎস্যঃ—(মদ্+স্য, করণবাচ্যে) “মদে: স্যঃ” ॥ ১৫৪ হ্রস্ব কৃচ্ছেষোগাদি-
পাদে মৎস্যী (মৎস্য+ঈপ্) স্ত্রীমৎস্যাঙ্গাতিঃ। ইতি মুদ্ধবোধব্যাকরণম্—
শব্দকল্পদ্রুমঃ।

প্রমাণালোচনা—

(১) পাণিনি “মৎস্য” শব্দের “য”র লোপ বিধান করিয়া মৎসী
করিয়াছেন।

(২) সিদ্ধান্তকৌমুদীকার ভট্টোক্তি লীক্ষিত ও পাণিনির হ্রস্ব সাহায্যে য-
লোপ করিয়া “মৎসী” করিয়াছেন।

(৩) বোপদেবও মুদ্ধবোধে য-লোপ করিয়া মৎসী করিয়াছেন।

(৪) সংক্ষিপ্তসার মতে মৎস্য শব্দর য-লোপের জন্য পৃথক্ হ্রস্বই রহিয়াছে,
সুতরাং মৎসী।

(৫) পদ্মনাভ স্বপ্নে (ক) হ্রস্বে মৎস্য শব্দের য-লোপ করেন নাই; সুতরাং
মৎস্যী। ইহাতে তিনি দেখাইতেছেন যে, অপুংযোগে অর্থাৎ ভাষ্যা অর্থ-ভিন্নার্থে
বা তজ্জাতীয় স্ত্রী মাত্র অর্থে য-লোপ হইবে না। অর্থাৎ স্বার্থে কেবলমাত্র “ঈ”
হইয়া উপস্থাপিত য লোপ হইবে না। ইহাই তাঁহার সিদ্ধান্ত। কারণ তিনি স্বয়ংই
মৎস্য শব্দের য লোপের উদাহরণ পূর্বোক্ত (খ) হ্রস্ব বৃদ্ধিতদ্ধিত প্রকরণে রচনা
করিয়া উদাহরণে মৎসী শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। সুতরাং ঐ হ্রস্ব
হইতে এই মীমাংসা হইতেছে যে, স্বার্থে অর্থাৎ অপুংযোগে বা তজ্জাতীয় স্ত্রী
বুঝাইলেই মৎসী এই য-কার যুক্ত “ঈবস্ত” হইবে। পুংযোগে য লোপ
হইয়া মৎসী হইবে। অতএব সাধারণতঃ মৎসী ও মৎসী এই দুই পদই
স্ট্রীলিঙ্গে হইতে পারে।

(৬) কলাপপরিশিষ্টে উক্ত ১৫ হ্রস্বে “মৎস্য” শব্দের স্ট্রীলিঙ্গে “ঈ” বিধান
করা হইয়াছে মাত্র এবং বৃত্তিতে “মৎসী” উদাহরণ দেখান হইয়াছে। টীকায়
মৎসীতি মৎস্যস্ত যস্ত স্ত্রীকারে ইতি যস্ত লুক্ ইত্যাদি বলিয়া য লোপ করা হইয়াছে।
সুতরাং কলাপ মতেও মৎসী হইবে। এক্ষেত্রে পুংযোগ বা স্বার্থের কোন কথা
নাই অর্থাৎ মৎস্য শব্দের স্ট্রীলিঙ্গ মাত্রেরই য লোপ হইবে।

(৭) শব্দকল্পদ্রুম প্রদর্শিত মৎসী ও মৎসী প্রয়োগ হইতে ইহা সিদ্ধান্ত

যথেন্তি । যশ্চ স চেতি-বাক্যে যৌ যদন্তচ্ছবপরাবদেকশেষঃ । এবমাদিস ইতি ।
কশ্চায়াং কৌ এবমুহম্ ॥ ৮৫১ ॥

গূঢ়প্রকাশিকা টীকা । তত্র তদাশ্রয়োর্বাক্যে পরং গণপাঠক্রমেষ পরং যৎ
তদবশিষ্যতে পূর্বলোপেন পরাবস্থিতিঃ শ্রাদ্ধিতার্থঃ ।

এই ব্যাকরণে ত্যাদাদির একশেষ যে গণপাঠানুসারী তাহা স্পষ্টরূপেই উক্ত
হইয়াছে, সুতরাং ত্যাদাদির একশেষ গণপাঠসাপেক্ষ হইচুকৃত নহে ।

[এই সকল বিষয়ে আমাদের অনেক কথা বলিবার আছে, পরে আমরা উহা
প্রকাশ করিব । স্বরভারতী-সম্পাদক ।]

শ্রীবলরাম সিদ্ধান্তশাস্ত্রী ।

জ্যোতিষ-প্রসঙ্গ

(৬২০ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত প্রবন্ধের শেষ অংশ)

তৃতীয়াধিপতি চন্দ্র একাদশে থাকায় ভগিনীস্থানীয়া কোনও লোকের সম্বন্ধ-
বিশেষ উপকার ঘটিবে । নবম দশমাধিপতি শনি স্থিরলগ্নে সিংহ রাশিতে
চতুর্থ স্থানে থাকায় কর্মবিষয়ে দৃঢ় সংযোগ বুঝা যায়, যতক্ষণ কার্যাসিদ্ধি না হইবে
ততক্ষণ কর্মভ্যাগ করিতে প্ররুত্তি হইবে না, কর্মশক্তি দ্বারা কর্মক্ষেত্রে উচ্চ-
পদস্থ লোকের সহানুভূতি পাইয়া জীবনে বহুবিষয়ে কৃতকার্যতা ঘটিবে, কিন্তু
অষ্টমাধিপতি বৃহস্পতি নীচ রাশিতে ভাগ্যক্ষেত্রে থাকায় এবং বৃহস্পতির ক্ষেত্রে
মঙ্গল থাকায় অনেক সময় উত্তম কার্য করিলেও অব্যবহিক উচ্চপদস্থ লোক
না বুঝিয়া অল্প ক্রুর প্রকৃতির লোকের পরামর্শে বিরক্তি প্রকাশ ও তজ্জন্য কার্যের
ক্ষতি ঘটাইবে ।

চন্দ্রগ্রহ মীনরাশিতে পূর্ণশুদ্ধপক্ষীয় বল প্রাপ্ত হওয়ায় মনের ভাব স্বভাবতঃ
সরল হইবে, কিন্তু বাহ্যিক কুটিলতা অবলম্বন করিবে তাহাদের প্রতি মন একেবারে
বিরক্ত হইবে, তথাপি কাহাকেও হঠাৎ পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা হইবে না, পরহৃদয়ে
মনে কষ্ট অনুভব হওয়ায় লোকের নিকট মনস্বী বলিয়া পরিচিত হইবেন ।
মনের কষ্ট যতই প্রবল হউক চেষ্টা দ্বারা মন হইতে কষ্ট দূর করিয়া নূতন
উৎসাহে কার্যে প্রবৃত্ত হইতে পারিবেন ।

শুক্লগ্রহ যষ্ঠে তুলারাশিতে থাকায় শত্রু শত্রুতা করিয়া পরে নিজেই অমৃতপ্ত
হইবে এবং আত্মীয়তা করিবার চেষ্টা করিবে ।

চতুর্থাধিপতি রবি ধন পঞ্চমাধিপতি বুধ একত্র কস্তুরাশিতে থাকায় ৩৫ বর্ষের পর আকস্মিক অস্ত্রের উত্তরাধিকারস্বত্বে প্রচুর ধন সম্পত্তি লাভ করিয়া অবশিষ্ট জীবনের সমস্ত অংশই বিখ্যাত ধনী, রাজকীয় পদাধিকারী, বহুপ্রতিপালক প্রভৃতি নানাশুণে দেশবিদেশে খ্যাতিলাভ করিবে। ঐ রবি বুধের সহিত পূর্ণচন্দ্রের সমসাম্য সম্বন্ধ থাকায় মাতৃপক্ষ হইতে অনেক শিক্ষা সুবিধা প্রাপ্তি ঘটিবে এবং পঞ্চমে বুধ স্বধাধিপতির সহিত ভুজাধিকারে থাকায় উপস্থিত বুদ্ধিশালী হইলেও সভায় বাক্পটুতার অল্পতা হইবে; বুধের বক্রতা থাকায় পদে পদে বিয় ও মকদ্দমায় ব্যয় হইবে।

মঙ্গল—সংস্থিত: কুরুতে জাতং কাস্তাসুখবিবজ্জিতম্।

ব্যয়াদিক্যপরিব্রাস্তং দিব্যভোগনিরাকৃতম্।

ব্যয়ে পার্শ্বসমস্থিতে।

তদীশে নীচরাশিস্থে দেশাদ্দেশান্তরং গতঃ।

লাভাধিপতি লাভস্থ অথচ নীচস্থ, তদধিপতি শনি কেন্দ্রস্থ, ৩৬ বর্ষে যথেষ্ট ধনলাভ হইবে।

লাভাচ্চ-লাভগে জীবো গুরুচন্দ্রেণ সংযুক্তে।

ধনধাত্তাধিপঃ স্রীমান্ রত্নাত্তাভরনৈবৃতঃ।

তৃতীয়াধিপ চন্দ্র লাভরাশিস্থ হওয়ার ভ্রাতৃভগিনীসম্বন্ধে উপকারপ্রাপ্তি।

বুধ—স্বোচ্চে স্তম্ভংক্ষেত্রেগতেহথবা স্ত্রাং পরোপকারী জনরক্ষকশ্চ।

রাহ লগ্নে থাকিলে অল্পবয়সে বাক্যজড়তা থাকে।

চন্দ্র—সহজাধিপতি চন্দ্র ও সহজস্থান কুজ দৃষ্ট হওয়ার পূর্বজাত বা পরজাত ভগনীনশ ও ভ্রাতৃনাশ হয়।

কেন্দ্রত্রিকোণেষু শুভগ্রহেষ যুক্তেষু সমীচীনগৃহাভিলক্ষিঃ।

চতুর্থাধিপতি রবি উচ্চগ্রহযুক্ত হইয়া পঞ্চমে থাকায় অস্ত্রের নিকট হইতে গৃহসম্পাদাদি লাভ হয়।

গুরুস্থানগতে জীবো তদীশে কেন্দ্রসংস্থিতে।

লগ্নেশে বলসংযুক্তে বহুভাগ্যাধিপো ভবেৎ।

গুরুণা সংযুক্তে ভাগ্যে তদীশে কেন্দ্ররাশিগে।

বিংশত্বর্ষাৎ পুনঃ চৈব বহুভাগ্যং বিনির্দিশ্যেৎ।

তে পারে, স্বক্যাস্ত মংস্ত শব্দের জীলিঙ্গেই মংস্তী এবং স্বক্যস্বরহিত-
স শব্দের জীলিঙ্গেই মংসী হইবে। স্ততরাং উভয় পদই সমীচীন।
ইহাতে পুংযোগ বা স্বার্থের কথা নাই।

অতএব উক্ত ব্যাকরণ সমূহ হইতে এই সিদ্ধান্ত হইল, “মংসী ও মংস্তী”
জীলিঙ্গে দুই পদই সিদ্ধ হইতে পারে।

২। মনুষী না মনুষ্যী ?

অতঃপর দেখা যাউক, মনুষ্য শব্দের জীলিঙ্গে “মনুষী বা “মনুষ্যী” পদ সিদ্ধ
হইবে। পূর্বোক্ত ব্যাকরণগুলি মনুষ্য শব্দের জীলিঙ্গে একবাক্যে “ঈ” বিধান
করিয়াছেন ; স্ততরাং জীলিঙ্গে যে “ঈ” হইবে তাহাতে সংশয় নাই। কথা এই
যে, উপধাস্থিত “য”-লোপ হইবে কি না? এই য-লোপের হ্রস্ব পাণিনি,
মুদ্রবোধ, সংক্ষিপ্তসার, সুপদ্য ও কলাপ প্রভৃতি ব্যাকরণে নাই। স্ততরাং
মনুষ্য শব্দের জীলিঙ্গে য-লোপ হয় না। এ সম্বন্ধে সুপদ্যে স্পষ্ট নিবেদ্য হ্রস্ব
রহিয়াছে যথা বৃদ্ধিতদ্ধিতে—“নাকে রাজন্ত্যম্। মনুষ্যন্ত্যম্ ৩৮ বৃদ্ধিঃ—
য-লোপো নান্তি। সমূহে রাজন্ত্যকম্ মনুষ্যকম্। অস্ত্যম্ ৩৮ মনুষ্যী। কলাপ
পরিশিষ্টে জীপ্রকরণে পূর্বোক্ত (১৫) হ্রস্বের বৃদ্ধিতে মনুষ্যী পদই
রহিয়াছে।

- কিন্তু ভট্টোজি দীক্ষিত তাহার সিদ্ধান্তকৌমুদীতে জীপ্রত্যয় প্রকরণে
পাণিনির “জ্ঞাতেরজীব্যবাদ্য বোপধাৎ” ৥ ৪।১।৬৩ হ্রস্বের বৃদ্ধিতে “হলন্তজি-
ভন্ত্য” (পাণিনি ৬।৪।১৫০) ইতি য-লোপঃ মনুষ্যী” লিখিয়াছেন। এই স্থল
ভিন্ন অল্প কুত্রাপি মনুষ্যী পদ দেখা যায় না। স্ততরাং ইহার সমীচীনতা সম্বন্ধে
কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইতেছে। ভট্টোজি য-লোপ করিতে এই যে হ্রস্বটির
সাহায্য লইয়াছেন তাহার অর্থের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি করিলে সিদ্ধান্ত হয় যে, এই
হ্রস্ব দ্বারা মনুষ্য শব্দের উপধাস্থিত য-লোপ হইতে পারে না। কেন তাহা প্রদর্শিত
হইতেছে। হ্রস্বটির তিনি অর্থ করিয়াছেন, “হল উত্তরস্য তদ্ধিতযকারস্যোপধা-
ভূতস্য লোপঃ স্যাদীতি পরে। গার্গী ৥”—এখন জিজ্ঞাস্য এই হল কি—প্রাপ্তিপদিক
না তদ্ধিত প্রত্যয় অর্থাৎ যে হলের উত্তর তদ্ধিতের উপধাতৃত্ব য লোপ হইবে
সেই হল? যথা গার্গ শব্দের উত্তর তদ্ধিতের ক্ষ্য প্রত্যয়ে গার্গ্য শব্দ হইলে এই
গার্গ শব্দটা স্বক্যাস্ত হইলেও তদ্ধিতের কার্যকালে “যস্যোতি” হ্রস্ব দ্বারা যে

হলন্ত করা হয়, তাহাই অর্থাৎ (প্রাতিপদিক) হল বলিয়া গৃহীত হইবে অর্থাৎ যে সকল তদ্ধিত প্রত্যয় যথা য, বা প্রভৃতি প্রাতিপদিকের উত্তর অপরিবর্তিত ভাবে (যথা মনুষ্য, পিতৃব্য প্রভৃতি) সংযুক্ত থাকিয়া গর্গ প্রভৃতির জ্ঞান মনুষ্য, পিতৃব্য ইত্যাদি হইয়া উক্তরূপ (প্রাতিপদিক) হল হইবে। যদি এই ভাবে মনুষ্য, পিতৃব্য প্রভৃতি গর্গ, বিদগ্ধ, অল্পপূর্ব, উচিত প্রভৃতির জ্ঞান কার্য কালে প্রাতিপদিক হল বলিয়া গৃহীত হয় তাহা হইলেই “হলন্তদ্ধিতস্যা” এই স্বত্রের বিষয় হইয়া ‘মনুষ্য’ শব্দের য লোপ হইতে পারে অন্যথা কখন সম্ভব হয় না। এই মনুষ্য শব্দটি কিম্বা মনু প্রাতিপদিক শব্দের উত্তর জ্ঞাত অর্থে “মনোজ্ঞাতো যযোগো” সংক্ষিপ্ত তদ্ধিত ২৮১। এই স্বত্রদ্বারা ‘য’ প্রত্যয় হইয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে। সুতরাং এই ‘য’ প্রত্যয়কে যে কোনরূপে প্রাতিপদিক মনু শব্দের গর্গ শব্দের ‘গ’কারবৎ অঙ্গরূপে গ্রহণ করা যায় না ইহাই পদ্মনাভ দত্ত বুঝিয়াছিলেন, তাই তিনি ইহার সুপদ্য ব্যাকরণে মনুষ্য শব্দের এই য লোপ পূর্বোক্ত স্বত্রে স্পষ্টোক্ত পূর্বক নিবেদন করিতে পারিয়াছেন। সুতরাং এই “য” প্রত্যয়স্থ য কার প্রাতিপদিক মনু শব্দের অঙ্গীভূত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তদ্ধিত য নহে বলিয়া লোপ হইতে পারে না। সুতরাং য-লোপ হইবে না। অর্থাৎ “মনুষ্যী”ই হইবে পরন্তু মনুষ্যী হইবে না। ইহাই সিদ্ধান্ত হইল।

পক্ষান্তরে ইহা বলা যায় যে, সুপদ্যকার পদ্মনাভ ভিন্ন ব্যাকরণকর্তৃগণ মনুষ্য শব্দের জ্ঞানিঙ্গে য-লোপের কোন আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া ধারণা করেন নাই বলিয়াই কোন ব্যবস্থা করেন নাই। মনুষ্য শব্দটি কোনরূপে “হলন্তদ্ধিতস্যা” স্বত্রের বিষয়ীভূত হইতে পারে না বলিয়াই ইহার সাক্ষাৎ সাহায্য গ্রহণ বা মর্মানুরূপ স্বত্র রচনা করেন নাই।

ভট্টোজি কেন যে মনুষ্য শব্দটিকে “হলন্তদ্ধিতস্যা” স্বত্রের বিষয়ীভূত করিয়াছেন তাহা বলা যায় না, তবে পদ্মনাভের উক্তি হইতে এইরূপ স্থির করা বোধ হয় অসম্ভব হয় না যে পদ্মনাভ ভট্টোজি দীক্ষিতের পরবর্তী। পদ্মনাভ দেখিলেন ভট্টোজি মনুষ্য শব্দটি হলন্তদ্ধিতস্যা স্বত্রের বিষয়ীভূত করিয়া ঠিক করেন নাই, তাই বোধ হয় ইহা নিবারণ করিতেই অর্থাৎ মনুষ্য শব্দটি ঐ স্বত্রের অবিসয়ীভূত বলিতেই মনুষ্য শব্দের য-লোপ স্পষ্টতঃ নিবেদন করিয়াছেন। অন্যথা পৃথক ভাবে নিষেধের কোন প্রয়োজন ছিল না।

অতএব মনুষ্য শব্দের ত্রীলিপে মনুষ্যী-ই হইবে, মনুষ্যী নহে, ইহাই হির
সিদ্ধান্ত হইল।

৩। পুরুষভেদে ক্রিয়াবিনির্গম

পাগিনি—হ্রঃ :—তাদাদীনী সর্বৈনিতাম্ ॥ ১২১৭২ ॥

বুত্তি :—“সর্বৈঃ (ত্যৎপ্রভৃতিশব্দৈঃ অস্ত্রৈশ্চ) শব্দৈঃ সহ স্বন্দসমাসে ত্যৎ-
প্রভৃতিশব্দাঃ নিত্যম্ অবশিষ্টান্তে । স চ দেবদত্তশ্চ তো । যশ্চ বিপ্রশ্চ যৌ ।

অস্ত্রৈশ্চ । সর্বৈঃ সহোক্তৌ তাদাদীনী নিত্যং শিষ্যন্তে । স চ দেবদত্তশ্চ তো ।

মুম্ববোধ—“তাদাত্তন্তয়োস্তদাদিঃ ॥ রাম টীকা ॥ বুত্তি—তাদাত্তন্তয়োস্তদাদিঃ
শিষ্যতে ॥ শশ্চ চৈত্রশ্চ = তো । স চ মৈত্রশ্চ = তো । যশ্চ বিপ্রশ্চ যৌ ॥

সুপন্ন—হ্রঃ :—“তদাদিঃ সর্বৈস্তত্র চ পরম্ ॥ সমাস ৯৬ ॥

বুত্তি :—“সর্বৈস্তদাদিভিরস্ত্রৈশ্চ সহোক্তৌ তদাদিঃ শিষ্যতে তত্র তদাদৌ চ
পরম্ । স চ বিপ্রশ্চ তো । যশ্চ কশ্চ = কো । স চ স্বঞ্চ = যুবাম্ । স চ স্বঞ্চ

অহঞ্চ = বয়ম্ ।

সংক্ষিপ্তসার—হ্রঃ :—সবত্র তাদাদিঃ ॥ ৪১৫ ॥ সমাস প্রকরণ ॥

টীকা :—তাদাদিষু অস্ত্রেষু চ তাদাদিঃ শিষ্যতে ॥ গোয়ীচছ । স চ বিপ্রশ্চ
= তো । স চ যশ্চ = তো যৌ বা ॥

প্রয়োগরত্নমালা—“সর্বৈস্তদাত্তাঃ ॥” ৮৫০ ॥ স চ দেবদত্তশ্চ তো ।

উক্ত ৫খানি ব্যাকরণ হ্রঃ হইতে সিদ্ধান্ত হয় যে তাদাদির সহিত অস্ত্র শব্দের
একশেষ হইলে তাদাদি অবশিষ্ট থাকিয়া যথাযোগ্য বচন প্রাপ্ত হয় । এ সম্বন্ধে
কোন মতানৈক্য পরিদৃষ্ট হয় না ।

অতঃপর তাদাদির পরস্পর একশেষ কথিত হইতেছে ।

সিদ্ধান্তকৌমুদী—“তাদাদীনাং মিথঃ সহোক্তৌ যৎ পরং তচ্ছিষ্যতে ॥
৯৩৮ বার্তিক ॥” স চ যশ্চ = যৌ । পূর্বশেষোহপি দৃষ্টত ইতি ভাষ্যম্ । স চ
যশ্চ = তো ॥”

মুম্ববোধ—“তাদাদীনাং যৎ পরং তচ্ছিষ্যতে” ॥ ৩২৪ হ্রঃস্থ রামটীকা ॥ শশ্চ
= তো । স চ যশ্চ = যৌ । যশ্চ এষ চ = এতো । স চ স্বঞ্চ = যুবাম্ । স চ
স্বঞ্চ অহঞ্চ = বয়ম্ । স চ কশ্চ = কো ॥

সুপন্ন—“তদাদিঃ সর্বৈস্তত্র চ পরম্ ॥” সমাস প্রকরণ ৯১ হ্রঃ ।

সংক্ষিপ্তসার—তাদাদিষু পরমিত্যেকৈ ॥ সমাস ৪১৬ ॥

স চ স্বচ=যৌ । স চ কচ্চ=কৌ ॥

কলাপি—“যুগপদচনে পরঃ পুরুষাণাম্” আখ্যাত ১১৪ ॥

বৃত্তি :—যুগপদেককালার্থঃ । যুগপদচনে একক্রিয়াকালভিধানে পুরুষাণাং মধ্যে যঃ পরঃ স ভবতি । স চ স্ব চাহং চ পচামঃ । স চ স্ব চাহম্ চাপান্ম । স চ স্ব চাহং চ পক্ষ্যামঃ ॥

উক্ত ব্যাকরণসমূহের মতে :—তাদাদির পরস্পর একশেষ হইলে তাদাদিগণের মধ্যে যে শব্দটি পরে থাকিবে তাহাই অবশিষ্ট হইবে অর্থাৎ একশেষ হইয়া তাহার অন্তসারে ক্রিয়ার পুরুষ ও বচন হইবে ॥ যদিও সংক্ষিপ্তসারে “পরমিত্যেকৈ” ও সিদ্ধান্তকৌমুদীতে “পূর্বেষোহপি দৃশ্যতে” বলা হইয়াছে তথাপি কিন্তু আর আর ৩ খানি ব্যাকরণ এবিষয়ে তাদাদিগণের পরস্পরকেই পরস্ব এবং সেই পরস্বানুসারেই ক্রিয়া নির্দেশ করিয়াছেন । এই তাদাদিগণ যথা :—তদ্ তদ্ বদ্ ইদম্ অদম্ এতদ্ এক বি যুয়দ্ অয়দ্ ভবৎ কিমু ইতি ॥ মুখ্য রাম-টীকা ॥ সংক্ষিপ্তসারে “তাদাদিষু পরমিত্যেকৈ” ৪১৬ হ্রের টীকায় গোবীচন্দ্র বলিয়াছেন—“তাদাদিষু মধ্যে পরং শিধ্যতে, পরপদস্বমত্র গণপাঠা-পেক্ষম্ । অত্র কিম্শব্দান্ত্যাদাদিঃ তেন ভবাংশ্চ কচ্চ কাবিতি ॥ তেযাং পরঃ ক্রিয়া-কালৈকত্বঃ ॥ তিগুস্ত পাদ ২১ হ্র ॥ বৃত্তি :—ক্রিয়াকালয়োরেকত্বং সতি নামযুয়দয়ং তেযাং প্রথমমধ্যমোক্তমানাং যঃ পরঃ স ভবতি ॥ স চ স্বকাহং পচামঃ । স চ স্ব পচথঃ । অহং স্ব পচামঃ ॥ দেখিতে পাওয়া যায় । ইহাতে যে সকল উদাহরণ দেখান হইয়াছে তাহাদের মধ্যে “ভবৎ ও কিম্” শব্দ সহ অয়দ্ বা যুয়দ্ শব্দের প্রয়োগ না থাকায় স্বতই বৃত্তিকার কৃত ব্যাখ্যা হইতে প্রথম, মধ্যম ও উক্তম পুরুষের প্রত্যেকে ক্রিয়া বধোক্তক্ৰমে পরবর্তী পুরুষেই প্রযোক্তব্য বলিয়া সিদ্ধান্ত হয় । কিন্তু পূর্বোক্ত সমাস হ্র গোবীচন্দ্রের টীকা হইতে ভবৎ ও কিম্ শব্দ ব্যতীত প্রথম পুরুষই গ্রহণীয় বলিয়া নিশ্চয় হইয়া থাকে ।

প্রয়োগরঞ্জমালা—একশেষপ্রকরণ ৮৫১ ॥ তত্র চ পরম্ ॥ যথা যচ্চ স চ যৌ এবমাদয়ঃ ॥

প্রভাপ্রকাশিকা । তত্র তদান্ত্যধর্যোঃ সমাসে যৎ পুরুষ ততোস্তদান্ত্যধর্যোঃ ক্রমেণ যৎ পরং তৎ শিধ্যতে । পূর্বলোপেন পরতদান্ত্যাবস্থিতিঃ স্মারিতার্থঃ ।